উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৭,৯৮৪.৩৮ (+১০৭৮.৮৭)
নিফটি : ২৩,৬৫৮.৩৫ (+৩০৭.৯৫)

‘মমতার সঙ্গে বিরোধ নেই’
‘অধিনায়ক’, ‘সর্বাধিনায়িকা’ তকমা নিয়ে তুমুল তর্জা তৃণমূলে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ নেই বলে সাফ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

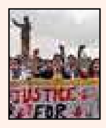

আদালতের প্রশ্ন
আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২০°	৩৫°	১৮°	৩৫°	১৯°	৩৫°	১৯°

আবার কি প্রেমে স্বস্তিকা? » ৮

১১ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 25 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 304

সদ্যোজাতকে ঘরে নিতে ভিড় ‘যশোদা’দের

কেউ চায় না কেউ পায় না

ভাস্কর শর্মা ও শ্রীবাস মণ্ডল

ফালাকাটা ও ফুলবাড়ি, ২৪ মার্চ : জন্মদাত্রী মা দায়িত্ব নিতে চায়নি। প্রসবের পরেই ত্যাগ করেছে পুত্রসন্তানকে। কুড়িয়ে পাওয়া সেই নবজাতক এখন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে যেন লাইন লেগে গিয়েছে। অন্তত ২০ জন চাইছেন সেই একরত্তিকে ঘরে নিতে। আদরে ও মমতায় বড় করতে। তবে দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি তো এত সরল নয়। সরকারি নিয়ম মেনে এগোতে হবে, বলছে প্রশাসন।

সোমবার সকালে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব সিঙ্গিজানির ঘটনা। বাড়ির পেছনে থাকা শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনার ওপর পড়ে ছিল সেই শিশু। স্থানীয়রাই প্রথমে দেখতে পান। লোক জড়ো হয়। নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। পরিচয়হীন এই সদ্যোজাতকে পরিচয় দিতে আগ্রহীদের তালিকায় কে নেই! যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছেন, তিনি কোলে নিতে চান। ঘরে নিতে চান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, এলাকার নিঃসন্তান দম্পতি সহ আশপাশের জনা কুড়ি লোকজন। পরিস্থিতি দেখে শেষে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সদ্যোজাত বর্তমানে সুস্থ আছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ স্থানীয় সুবল বর্মনের বাড়ির উঠোনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন সুবল ও ধরণী বর্মন। হঠাৎ তাঁরা শুনতে পান বাচ্চার গোঙানির আওয়াজ। লক্ষ করেন, বাড়ির পেছন দিক থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে ঘরের পেছনে যান। শব্দ শুনে এগিয়ে যান ঘরের একেবারে

পেছনে থাকা শৌচাগারের দিকে। সুবল ও ধরণীর কথায়, কান্নার শব্দ শুনে শৌচাগারের পেছনে যাই। দেখি সেপটিক ট্যাংকের ওপরে শোয়ানো একটি বাচ্চা। তখনও তার নাড়িটা ঝুলছিল। এমন দৃশ্য দেখেই চিৎকার করি। আমাদের চিৎকার শুনেই এলাকার লোকজন ছুটে আসে। পরে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এলাকার বাসিন্দা গঙ্গা বর্মন ও ধরণীর স্ত্রী টুম্পা বর্মন সদ্যোজাতকে নিয়ে সোজা ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চলে আসেন। সেখানেই তার চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক সদ্যোজাতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এরপর দশের পাতায়

চলছে রমজান মাস। বাড়ি ফেরা কবে হবে তা অনিশ্চিত। পথেই তাই নমাজ আদায় ট্রাকচালকের। সোমবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

শেষের যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

বেআইনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

রাজবাড়ির পিছনে আবর্জনার পাহাড়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জায়গা দখল করে মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির অভিযোগ উঠেছে কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে। শহরের বুকে প্রায় দেড় একর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড। অথচ ওই জমির মালিক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছ থেকে কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি। বিস্ফোরক এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। শীঘ্রই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে পুরসভাকে চিঠি করা হবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। যদিও পুরসভার দাবি, তারা সেখানে মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করেনি। ওখানে কারা আবর্জনা ফেলছে তা জানেন না বলে দাবি করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাজবাড়ির পিছনে লিচুতলার মাঠে কয়েকমাস ধরেই পুরসভার তরফে আবর্জনা জমানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। ভূমি সংস্কার দপ্তরের দাবি, পুরসভার তরফেই সেখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। দপ্তরের আধিকারিক হিমাদ্রি সরকার বলেন, ‘পুরসভা ওখানে আবর্জনা ফেলছে। আমাদের কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এবিষয়ে পুরসভাকে শীঘ্রই চিঠি করা হবে।’

পুরসভা অবশ্য পালটা দাবি করেছে সেখানে কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, ‘গ্যারাজ তৈরি করার জন্য প্রশাসনের কাছে আমরা জায়গাটি চেয়েছি। কিন্তু সেখানে আবর্জনা জমিয়ে কারা ডাম্পিং গ্রাউন্ড করেছে জানি না।’

রাজবাড়ির পিছন দিকে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিশাল মাঠ রয়েছে। সেখানেই দেখা গেল আবর্জনার স্তূপ। পিছনের দিক থেকে যাঁরা রাজবাড়ি দর্শন করছেন তাঁদের কাছে বিষয়টি ‘প্রদীপের নীচে অন্ধকারের’ মতোই। রাস্তার একপাশে যখন রাজবাড়ির সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে আরেকপাশেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড। সেখানে কারা আবর্জনা ফেলছে পুরসভা কিছু জানে না বলে দাবি করলেও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, পুরসভার গাড়ি এসে এখানে আবর্জনা ফেলছে। সোমবার দুপুরের দিকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন কয়েকজন ব্যক্তি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার কথায়, ‘একসময় এটি নীচু জায়গা ছিল। প্রথমদিকে দেখলাম মাটি দিয়ে ভরাট করা হল। এখন তো আবর্জনা ফেলা হচ্ছে।’ এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা ওখানে আবর্জনা ফেলছে। রাজবাড়ির পিছনের দিকে ছোট গেট রয়েছে। যে পর্যটকরা এদিকে আসেন তাঁরা আবর্জনা দেখে যান। এটা ভালো নয়। পুরসভার এসব তুঘলকি কাজকর্ম বন্ধ হওয়া উচিত।’

এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেলেও স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার নাকি কিছুই জানেন না সেখানে কারা আবর্জনা ফেলছে! তবে অভিজিৎ স্বীকার করেছেন সেখানে তাঁর উদ্যোগে মাটি ফেলা হয়েছিল। তাঁর কথায়, ‘ওটা নীচু জায়গা ছিল। তাই খেলাধুলোর সুবিধার জন্য মাটি ফেলে উঁচু করেছিলাম। এরপর দশের পাতায়

অনুমতিহীন এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়েই বিতর্ক কোচবিহারে। -জয়দেব দাস

বিতর্কে পুরসভা

- শহরের বুকে প্রায় দেড় একর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড
- জমির মালিক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছ থেকে কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি
- বিস্ফোরক এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ
- পুরসভার দাবি, তারা সেখানে মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করেনি

কাঁটাতারের ওপারে অত্যাচার বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৪ মার্চ : রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয়দের জমির ফসল, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, পাম্পসেট সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যাওয়ার ঘটনা নিত্যদিনের। এতে নিজেদের কষ্টের ফসল ও সম্পত্তি খোয়াচ্ছেন ভারতীয়রা। পরিস্থিতি এমন যে পুরো বিষয়টি নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় সম্প্রতি এক ভারতীয় কৃষককে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয়দের ফসল ও সম্পত্তি রক্ষায় সদর্থক কোনও ভূমিকা নেয়নি বিএসএফ। কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় এমন ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে। ফসল ও কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্বেগ তো রয়েছেই, কাঁটাতারের ওপারে বসবাসকারী ও কাজ করতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয়রা হয়ে গিয়েছেন নিজভূমে পরবাসী। অথচ বাংলাদেশ যখন নিজের সীমানায় বেড়া দিল না তখন যদি ভারত সরকার ১৫০ গজ ভিতরে বেড়া না দিয়ে, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বেড়া দিত তাহলে কাঁটাতারের বেড়ার গেটও লাগত না, পাচারও হত না। সীমান্তের ভারতীয়দের এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘বাংলাদেশের সমাজবিরোধীরা এসে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয়দের জমির ফসল, পাম্পসেট নির্বিচারে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাত কারণে বিএসএফকেও সেইভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে না।’

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কাঁটাতারের ওই পাড়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচার দীর্ঘদিনের। জমির ফসল চুরি যাওয়ার ঘটনাও হামেশাই ঘটে। গত ২১ মার্চ শালমারার নোটাফেলা এলাকায় ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৫ নম্বর গেট লাগোয়া এলাকায় আলু তোলার ঘটনাকে নিয়ে ভারতীয় চাষি ও বাংলাদেশিদের মধ্যে বিরোধ বাধে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কান্দুরা বর্মন নামে এক চাষিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দিনের আলোয় ভারতীয় কৃষকদের দুটি পাম্পসেট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দুটি পাম্পসেট তুলেও নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এরপরই উত্তেজনা ছড়ায় সীমান্তে। নোটাফেলা এলাকায় কাঁটাতারের ওপারের কৃষক সন্তোষ সরকারের কথায়, ‘কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমিতে ধান চাষ করেছি। সেই এলাকার দুটি পাম্পসেট পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দুটি পাম্পসেট তুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। এভাবে চললে চাষ করাই মুশকিল।’ স্থানীয় তৃণমূল নেতা মদন বর্মনের কথায়,

এরপর দশের পাতায়

ঢাকায় টহল সেনার, মোতায়েন ট্যাংকও

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৪ মার্চ : রবিবার ছিল সেনা সদরে দিনভর বৈঠক। খবর ছড়িয়েছিল, বৈঠকের পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তা হয়নি। তবে সোমবার সেনা অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। তাতে ‘নতুন পরিস্থিতি’র জন্য বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন তিনি। যদিও নতুন পরিস্থিতি কী, তার কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি বাংলাদেশ সেনার কাছ থেকে।

তবে ঢাকা সহ দেশের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে সেনাবাহিনীর সক্রিয়তা নজরে এসেছে। ঢাকার রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ির টহল দেখা গিয়েছে। বিজয় সরণি, গুলশন, শান্তিনগর, প্রেস ক্লাব, রামপুরা, মীরপুর সহ কয়েক জায়গায় ট্যাংকের গতিবিধিও ছিল। রাজধানী শহরের বাইরের সেনার কয়েকটি ইউনিটকে মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

জরুরি অবস্থা জারির সম্ভাবনা খারিজ স্বরাষ্ট্রসচিবের

বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে বলে রবিবার যে গুজব ছড়িয়েছিল, তা অবশ্য নাকচ করে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি। তিনি দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। জরুরি অবস্থা নিয়ে তাঁর কথায়, ‘এটা গসিপ। এ সম্পর্কে আমার কমেন্টস নেই।’ অন্যদিকে, সেনা সম্পর্কে ছাত্র নেতাদের একাংশের বেফাঁস মন্তব্যের সমালোচনা করছে বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি।

দলের নেতা তারেক রহমান বলেন, ‘দেশে অস্থিরতা রয়েছে। মানুষ চায় দেশে স্থিরতা ফিরুক। কেউ চায় না আগের অবস্থা ফিরে আসুক। সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনও মূল্যে সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি সংস্কার এবং নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। একইভাবে সেনাবাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আছে।’

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

সবথেকে সুখ আসলে গভীর ঘুমে, বলছে শাস্ত্র

আশিস ঘোষ

সবচেয়ে বড় সুখ কী? বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সন্তুষ্টি। সবথেকে সুখী কে? যুধিষ্ঠিরের জবাব ছিল, যে নিজের বাড়িতে রান্না করে। যে শুদ্ধ ভোজন করে। যার কোনও ঋণ নেই। জীবিকার জন্য যাকে গৃহের বাইরে বেরোতে হয় না। পার্থিব বস্তুর জন্য যে অতিরিক্ত লোভ করে না। মহাভারতের এই ধর্ম এবং ধর্মপুত্রের প্রশ্নোত্তর সুখের যে পরিচয় দিয়েছিল তা মান্ধাতার বাবার আমলের, এ যুগে অচল। ওই ফর্দ মেলাতে গেলে সুখ আমাদের অধরাই থেকে যাবে। আর সবার কাছে সুখ একইরকম নয়, হওয়ার কথাও নয়।

সুখের কথা উঠল এই দেশ, এই দেশের মানুষজন কতটা সুখী সেই সমীক্ষার সূত্র ধরে। সম্প্রতি গোটা দুনিয়ার সুখ সন্ধানের একটা লিস্ট বেরিয়েছে। ফি বছরই বেরোয়। এই রিপোর্ট তৈরি করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলবিইং রিসার্চ সেন্টার। তাদের সঙ্গে ছিল গ্যালপ নামের একটা জনমত যাচাই সংস্থা। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৪৭টি দেশের মধ্যে সুখী দেশের তালিকায় ভারত ১১৮ নম্বরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন, ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন, মায় টালমাটাল অর্থনীতির পাকিস্তানও এই লিস্টে ভারতের থেকে উপরে। অবশ্য এই সুখের মাপকাঠিটা ধর্মঠাকুরের ফর্দের থেকে আলাদা। অনেকটাই আলাদা।

সমীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়েছে, দেশের সরকার কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত সেটাও।

এরপর দশের পাতায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ বিক্রি

ক্যান্টিন থেকে মদ সহ গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় চর্চায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি মদ ভর্তি একাধিক বোতল সহ ধরা পড়ার ঘটনায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক প্রথমে ওই ব্যক্তিকে মদ সহ হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সোমবার বিকেলে এনিয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। গোটা ঘটনার পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পালের বক্তব্য, ‘আমরা এবিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে।’

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ওই ক্যান্টিনের কর্ণধার হরিপদ জানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ১৫ বোতল মদ আটক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ৬০০-রও বেশি পড়ুয়া রয়েছেন। ১৫০-এরও বেশি অধ্যাপক এবং ৪০০-রও বেশি অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বালুরঘাটেও একটা কলেজ রয়েছে। মাস ছয়েক আগে সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডার করে পুণ্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যান্টিন খোলা হয়। গত ২১ মার্চ থেকে ক্যাম্পাসে নবীনবরণের উৎসব চলছিল। ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজিয়ে সেই উৎসব চলে। এরপর দশের পাতায়

তদন্ত চলছে

- ২১ মার্চ থেকে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নবীনবরণের উৎসব
- ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজিয়ে সেই উৎসব চলে
- অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে আবাসিকদের কাছে দেদারে মদ বিক্রি করা হয়
- কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই ক্যান্টিনের কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চালাচ্ছে

লুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির কোষ সংরক্ষণ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : শুরুতেই ২০ প্রজাতির লুপ্তপ্রায় প্রাণীর ৮০টি নমুনা সংরক্ষণ করে নজির গড়ল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। এই তালিকায় আইইউসিএনের (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার) লাল তালিকাভুক্ত মেঘলা চিতা, তুষার চিতা, রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, হিমালয়ান উলফের মতো প্রাণী রয়েছে। ভারতবর্ষে একমাত্র এই চিড়িয়াখানাতেই প্রাণীর কোষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে একের পর এক সাফল্য এবং উপযোগী আবহাওয়ার জন্যে গোটা দেশের মধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি চিড়িয়াখানাতেই এই পরিকাঠামো রয়েছে। তার মধ্যে ভারতের পদ্মজা নাইডুতে এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই জেনেটিক ব্যাংকের কাজ দেখা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে আর কী কী প্রয়োজন তা দেখতে দার্জিলিং পৌঁছেছেন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার তিনি পাহাড়ে পৌঁছেছেন।

নজির দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

দু’দিন ধরে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছেন এবং পরিকাঠামোর খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী, দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি সহ অন্য বনকর্তারা।

বাসবরাজের বক্তব্য, ‘আমাদের এখানে নতুন নতুন পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সেগুলির কাজ কেমন হয়েছে, আর কিছু প্রয়োজন রয়েছে কি না সেগুলি দেখতেই বনমন্ত্রী এসেছেন।’ রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর কথায়, ‘বনমন্ত্রী গৈরিবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে গিয়েছিলেন। কীভাবে সেখানে কাজ হয়, কী পদ্ধতিতে রেড পান্ডাগুলিকে জঙ্গলে ছাড়া হয় সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।’ বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, ‘সান্দাকফুর দিকে গিয়েছিলাম। ওই জায়গায় এত ঠান্ডার মধ্যে কাজ করা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি।’

লুপ্তপ্রায় রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, তুষার চিতার ক্যাপটিভ ব্রিডিং এবং সংরক্ষণে নজির গড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। তার মধ্যেই জেনেটিক ব্যাংক তৈরি হওয়ায় নতুন পালক জুড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার মুকুটে। জেনেটিক ব্যাংকে ২০টি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে লুপ্তপ্রায় মেঘলা চিতার কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মূলত হিমালয়ের পাদদেশ এলাকায় পাওয়া যায় এই প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে বক্সা জাতীয় উদ্যানে দেখা মেলে মেঘলা চিতার। এর বাইরে সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরার একটি অংশে দেখা মেলে। তবে মেঘলা চিতার ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি এবং হাড় ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করার জন্যে বেশি শিকার করা হয়। শিকার করতে করতে পরিস্থিতি এমন,

এরপর দশের পাতায়

ডুয়ার্স ভ্রমণের হিড়িক

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শেষে খরা কাটল পর্যটনে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ মার্চ : অন্যান্য বছর ইংরেজি বর্ষবরণের মরশুমে ডুয়ার্সে পর্যটকদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা গিয়েছে। ব্যতিক্রম এবছর। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পর্যটকের অভাবে ব্যাপক মার খেয়েছে পর্যটন ব্যবসা। গত পুজোর মরশুমেও ডুয়ার্সে ঘোরার তেমন তাগিদ দেখা যায়নি। তবে এই ভরা বসন্তে একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যাপক ভিড় দেখা দিয়েছে লাটাগুড়িতে। বছরের এই সময়ে এমন ভিড় আগে কখনও হয়নি বলে জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায় জড়িতরাই।

ভিড়ের কারণ, সদ্য শেষ হয়েছে রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। অন্যান্য বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাও প্রায় শেষ। তাই পরীক্ষা শেষে এই অবসর সময়ে সন্তানদের নিয়ে লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্সের নানা পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসছেন অভিভাবকেরা। স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ খুশি ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায় জড়িতরা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ভিড় আরও বাড়বে বলে দাবি তাঁদের।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'প্রতিবছরই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে পর্যটকদের আগমন বাড়ে ডুয়ার্সে। তবে এবার পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই বেশি।' সংশ্লিষ্ট সূত্রেই খবর, নতুন বছরের প্রায় আড়াই মাসের বেশি পেরিয়ে গেলেও এতদিন সেভাবে পর্যটকদের দেখা মিলছিল না ডুয়ার্সে। এমনকি প্রত্যেক বছর দোলের সময় ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড় থাকলেও এ বছর তেমনটা একেবারেই ছিল না। তবে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে দিনকয়েক হল।

ডুয়ার্সের এক ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ডুয়ার্সে ভালো বুকিং রয়েছে। আগামী শনিবার থেকে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে ডুয়ার্সে।' মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো বুকিং রয়েছে বলে স্থানীয় পর্যটন মহল সূত্রে খবর।

বেশিরভাগ পর্যটকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের সন্তানরা এবার মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সকলে ডুয়ার্সের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। রানাঘাট থেকে লাটাগুড়িতে এসেছেন ব্যবসায়ী প্রদীপ দে। বললেন, 'মেয়ে ঈশিতা এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষে কয়েকদিন অবসর সময় কাটাতে এখানে আসা। লাটাগুড়ির পাশাপাশি পাহাড়েও একরাত থাকব আমরা।' দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা সুকুমার মিশ্র। তাঁর ছেলে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ডুয়ার্স সফর সেরে তাঁরা পাড়ি দেবেন পুরীর উদ্দেশে।

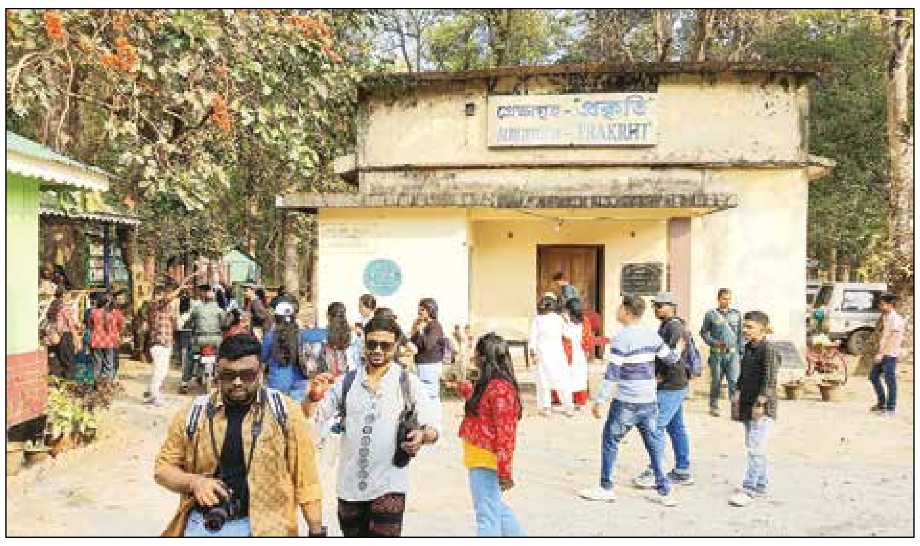

বহুদিন এমন ভিড় দেখেনি লাটাগুড়ি। সোমবার।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

নদীমন্ত্রীর দাবি রাজ্যে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : রাজ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়েছে নানা সময়ে। তাহলে নদী দপ্তরই বা হবে না কেন? উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরিভিত্তিতে একজন নদীমন্ত্রীর দাবি তুললেন পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ।

অরূপের বক্তব্য, সাধারণত নদীকে ঘিরেই গড়ে ওঠে একটা সভ্যতা। গোটা পশ্চিমবঙ্গ বাদে, শুধু কোচবিহারেই রয়েছে ১২১টি নদী। কিন্তু সেগুলির বেশিরভাগই মৃতপ্রায়। অথচ মাত্র ৮০-৯০ বছর আগেও নদীগুলির ভরা যৌবন ছিল। আজকাল বর্ষাকাল বাদে অন্যান্য সময় জল শুকিয়ে এমন অবস্থা হয় যে নদীবক্ষে রীতিমতো চাষাবাদ হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির প্রধান সমস্যা হল বালির আধিক্য। ফলে চড়া পড়ে নদীর গভীরতা কমে যায়। বন্যার সৃষ্টি হয়। তার ওপর নানা কারণে নদী গতি পরিবর্তনও করে। তোর্ষার বুকে বিভিন্ন জায়গায় কলা বাগান রয়েছে। এসবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও নদীর গতিপথ পরিবর্তন অন্যতম কারণ। রয়েছে দূষণ সমস্যাও। বিভিন্ন নদীবক্ষে চাষাবাদের সময় কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাছ আর আগের মতো পাওয়া যাচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে খুঠামারা, বুড়ি ধরলা, চারস্রোতা, সুটুঙ্গা, বুড়া রায়ডাক, মরাতোর্ষা, সুতি সহ প্রচুর নদী।

এই অবৈধ চাষ ছাড়াও নদীবক্ষে বহু পিলার বসিয়ে সেতু নির্মাণের সময় নদী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। অরূপের বক্তব্য, যদি সেই যুগে কম পিলার দিয়ে হাওড়া ব্রিজ, সেবক ব্রিজ বানানো যেতে পারে, আধুনিক যুগে কেন বানানো যাবে না? অন্যদিকে, কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তে বালাভূতে নদী থাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই, ফলে সীমান্ত অসুরক্ষিত। সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে নদীগুলো একেবারেই অভিভাবকহীন বলে মনে করেন অরূপ।

তাঁর সংযোজন, নদীর জন্য সেচ দপ্তর থাকলেও তারা বাঁধের নির্মাণ, মেরামতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে না। নদী নিয়ে ভারতে শেষ সার্ভে হয়েছিল ১৭৯০ থেকে '৯৩ সালে। নদীর পুরোনো ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান গতিপথের বহু অমিল রয়েছে। আগের তুলনায় জলও একেবারেই কমে গিয়েছে। নদীর স্বাস্থ্য দেখার কেউ নেই। ফলে নদীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। অরূপ বলেন, 'শিক্ষার জন্য যদি শিক্ষা দপ্তর থাকতে পারে, অপরাধীদের জন্য যদি কারা দপ্তর থাকতে পারে, তাহলে আমাদের লাইফলাইন এই নদীগুলোর জন্য রাজ্যে নদী দপ্তর অবশ্যই থাকা উচিত।'

হলং বনবাংলোর সংস্কার ও অনলাইনে টিকিট বুকিং চালুর দাবি উঠেছে জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে। সোমবার।

হলং বনবাংলো দ্রুত সংস্কারের দাবি

হাতি সাফারি নিয়ে অভিযোগ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ মার্চ : বছর ঘুরতে চলল। কিন্তু হলং বনবাংলোর সংস্কার নানা জটিলতায় আটকে। কবে বাংলোর কাজ শুরু হবে, তার দিনক্ষণ ঠিক তো দূরের কথা, ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা আজও ভোরের আলো দেখেনি। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্করের মন্তব্য, 'আমরা বাজেট সহ গোটা প্রকল্পের নকশা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে অনেকদিন আগে জমা করেছি। এখনও অনুমোদন আসেনি।' এদিকে, এই বাংলোর সংস্কার এবং কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিং অনলাইনে করার জোরালো দাবি উঠেছে।

সোমবার এই দাবি জানিয়ে হলং বনবাংলো যাওয়ার মাদারিহাটের মূল গেটের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একটি সংগঠনের সদস্যরা। জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের এই সংগঠনের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন টোটোচালক থেকে শুরু করে গাইড, গাড়ি মালিক ও চালক, রিসর্ট মালিক, ট্যুর অপারেটররা। সংগঠনের তরফে সঞ্জয় দাস বলেন, 'হলং বনবাংলো আমাদের গর্বের নিদর্শন। গতবছর ১৮ জুন রাতে এই বনবাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও আজও এক কোদাল মাটিও কাটা হল না। আমরা চাই অবিলম্বে এই বাংলো সংস্কার শুরু হোক।'

সঞ্জয়ের সংযোজন, 'গতবছর ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিং করা গিয়েছিল। পরের দিন ২৭ ডিসেম্বর থেকেই অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কেন বন্ধ হল তার কারণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেনি বন দপ্তর। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে টিকিটের কালোবাজারি থেকে শুরু করে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য। আমাদের ধারণা এই কালোবাজারির পেছনে অফিসের কেউ জড়িত থাকতে পারেন।'

এর কুপ্রভাব তাঁদের পর্যটন ব্যবসার উপর পড়ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। মাদারিহাটে প্রায় ৭০টি বেসরকারি লজ রয়েছে। লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর উপর নির্ভরশীল। তাই দ্রুত অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা পুনরায় চালু এবং বাংলো সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এই সংগঠনের আরেক সদস্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর মন্তব্য, 'দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক জলদাপাড়া ঘুরতে আসেন। বিদেশি পর্যটকদেরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। দ্রুত অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম চালু না হলে আমরা এই গেটের সামনে অনশনে বসতে বাধ্য হব।'

> চারটি হাতিতে ৪৮ জন ঘোরার সুযোগ পান। কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এই চারটি হাতি থেকে একটি হাতিকে ভিভিআইপিদের জন্য রাখা হচ্ছে। অথচ একজন পর্যটক দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও শেষমুহূর্তে টিকিট পাচ্ছেন না।
>
> **সঞ্জয় দাস** *পর্যটন ব্যবসায়ী*

সঞ্জয় এলিফ্যান্ট রাইডের অফলাইনে টিকিট দেওয়ার নিয়ম নিয়েও মারাত্মক অভিযোগ জানালেন। তাঁর অভিযোগ, চারটি হাতিতে ৪৮ জন ঘোরার সুযোগ পান। কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এই চারটি হাতি থেকে একটি হাতিকে ভিভিআইপিদের জন্য রাখা হচ্ছে। অথচ একজন পর্যটক দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও শেষমুহূর্তে টিকিট পাচ্ছেন না। কারণ আগে জানানো হচ্ছে না কতজন সুযোগ পাবেন। তাঁর প্রশ্ন, পর্যটকদের জন্য বরাদ্দ হাতি কেন ভিভিআইপিদের দেওয়া হবে? এই নিয়মে বদল চাইছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

আজ টিভিতে

ত্রিকোণ প্রেমের টানাপোড়েন কি বদলে দেবে দুই বোনের জীবন? **অনুরাগের ছোঁয়া** ১০০০ পর্ব রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি, ১.০০ আমার সাথী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু একবার বলো, বিকেল ৪.২৫ বস্তির মেয়ে, রাত ৮.০০ অন্ধ বিচার, ১১.০৫ ডিজে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বউরাণী, দুপুর ২.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১০.০০ মেজবউ, ১২.৪৫ আজকের শর্টকাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বরযাত্রী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কন্যাদান

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২০ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০০ ওএমজি : ও মাঞ্চি ঘোস্ট, ৫.১০ আচার্য, রাত ৮.০০ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার, ১০.৪০ কসম হিন্দুস্তান কি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৫ রুস্তম, দুপুর ২.১০ জুদাই, বিকেল ৫.১২ খিলাড়ি, রাত ৮.০০ ওয়েলকাম ব্যাক, ১০.৫০ গুড নিউজ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ ডন-টু

কন্যাদান বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

বসন্তের বিরিয়ানি পর্বে **ফিশ টিক্কা বিরিয়ানি** তৈরি শেখাবেন গীতিকা বিশ্বাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

টিউবলাইট রাত ৯.০০ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ পাটিয়ালা হাউস, বিকেল ৩.৩০ তুম মিলে, সন্ধে ৬.০০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.৫১ মাই সন ইজ গে, রাত ৯.০০ টিউবলাইট, ১১.১৫ মুক্তি ভবন

দুর্গার অ্যাকশনে ধরাশায়ী গুন্ডাবাহিনী। **জগদ্ধাত্রী** সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সাংসারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। **মিথুন :** পরিবারের কোনও এক সদস্যের সুখবরে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। কোনও প্রস্তাব নিয়ে এলে ভেবে গ্রহণ করবেন। **কন্যা :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা কাজ শুরু করতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বহুদিন আগের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **ধনু :** ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সামান্য মতভেদ। প্রেমে শুভ। **মকর :** অফিসে সহকর্মীরা আপনার বিরোধিতা করতে পারে। সব কাজ সম্পূর্ণ করুন। **কুম্ভ :** সামান্যতেই খুশি থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মীন :** ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ গভীর হবে। প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় কোনও কাজ সম্পূর্ণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ৪ চৈত্র, ২৫ মার্চ, ২০২৫, ১১ চ'ত, সংবৎ ১১ চৈত্র বদি, ২৪ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।৪৬। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১১। ৪৭। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১২।২১। শিবযোগ দিবা ১১।৩৩। ববকরণ দিবা ১২।১১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৪৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।২১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১১।৪৭ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।১২ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১১।৪৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (পাপমোচনী)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

বগি পরিবহন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-১৯, তারিখ : ২০-০৩-২০২৫। টেন্ডার নং: এম-টিএসকে-২০২৫-১৯। কাজের নাম: ০১ (এক) বছর সময়ের জন্য কেচিং ডিপো তিনসুকিয়া, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ডিব্রুগড়ও রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এনবিকিউএস-এর মধ্যে বগি পরিবহন। কাজের স্থান: তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, নিউ বঙাইগাঁও। টেন্ডার মূল্য : ৬৬,৯৫,৮৫১.২০/- টাকা। বায়নার মূল্য: ১,৩৩,৯০০.০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/২৭ তারিখ: ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২৭-২০২৪-২৫। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: নিউ কোচবিহার য়ার্ডে জল জমা হওয়ার জন্যে এমএসডিএসি ব্যবহার করে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৪,০৭,৮৪,৩৭৮/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৫৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী মহানন্দ বর্মন, পিতা স্বর্গীয় শ্রী যোগেশ চন্দ্র বর্মন, গ্রাম - মধুপুর, পো - খুটিমারা, জেলা - কোচবিহার বাসিন্দা হইতেছি। শ্যামাপ্রসাদ সরণি, গুড়িয়াহাটি মৌজায় 7150 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 8167 এবং 8437 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 571 (রেকর্ডভুক্ত রায়তের নাম শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী, শ্রীমতী অর্চনা বর্মা এবং শ্রীমতী পারমিতা চক্রবর্তী)-এর নিকট হইতে 8167 এবং 571 নং দাগের উপর 3.2175 শতাংশ পরিমাণ তারিখ 12/08/2024-এ 5326/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রী বিশ্বজিৎ বর্মন)-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0801/3934 নং নামপত্তন কেস মূলে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর - সি অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর-সি অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Sahakari Sabhadhipati
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

TENDER NOTICE

NIT No: 32/NKT/24-25 dated: 19/03/25 fund: 5th SFC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 28/03/2025. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that, my client JATAN DUTTA, S/o Lt R. N. Dutta, W.No - 15, Siliguri, took possession of Shop No. EB-1 from Barun Talukdar, S/o Lt B. Talukdar, W. No. 6, Siliguri, who was the tenant of the said shop and had applied to the school authority to transfer his tenancy in favour of Sri Jatan Dutta in writing already with supporting documents.
Now Sri Jatan Dutta is intending to make Tenancy Agreement with School Authority of Nilnalini Bidya Mandir, Siliguri. If Barun Talukdar [as he is not found] or any of his legal heirs have any objection about the said tenancy agreement should send their claims to the undersigned or to the School Authority with their documentary evidence in support of the said claims thereof within 15 days of publication of this notice, failing which the claims if any shall be deemed to have been waived or abandoned.

Regards
SHEKHAR PATRA
Advocate, Siliguri
Ph : 98324-18880

E-tender is being invited for supplying of ANSWER SCRIPTS at Jalpaiguri Government Engineering College,
Details may be seen :-
http://wbtenders.gov.in and www.igec.ac.in
from : 24.03.2025 at 12.00 hours.
No. JGEC/2025/Answer_Scripts/1
Sd/- Principal, JGEC.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন: কাজের নাম: মালদা ডিভিসনের জামালপুর (জেএমপি) ও সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনা। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-২৫-০৪। ক্রমিক নং.১, লট নং.: পার্কিং-এমএলডিটি-জেএমপি-এফডব্লু-৪৪-২৫-১, স্টেশন: জামালপুর (জেএমপি)। ক্রমিক নং.২, লট নং.: পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-টিডব্লু-৭২-২৫-২, স্টেশন: সাহেবগঞ্জ (এসবিজি)। অকশন শুরুর তারিখ: ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-256/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ট্র্যাক, পি-ওয়ে, বিল্ডিং, ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজ ইত্যাদি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./১৩ অফ ২০২৫; তারিখ : ১৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে- ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ১০টি (পি ওয়ে কাজ এবং ফর্মেশন কাজ)। টেন্ডার মূল্য : ৬,২৪,৬২,৪২৯.০৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,৬২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশন - সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার - এর এখতিয়ারের অধীনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা ১০টি। টেন্ডার মূল্য: ১৪,১৪,৫৭,৭৭০.০৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ৮,৫৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং সেকশনের মধ্যে এনজি টিটিআর ১ ইন ৮.৫। (মোট = ৫৩ সেট)। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৩,৪৭,২৮৬.১৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,২১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন ইবি-২২ -এর সাথে মার্জ করে এলসি ইবি-২১ নির্মূল। টেন্ডার মূল্য: ৪,৯৯,০৩,৭৯৮.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৯৯,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৫; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ইয়ার্ড উন্নয়ন- কুমেদপুর ইয়ার্ড (ইয়ার্ডের উন্নতির জন্য ক্রস ওভার স্থানান্তর)। টেন্ডার মূল্য: ৭৪,৬৭,১৬৫.৪৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৪৯,৪০০/- টাকা;

উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

দোকানের জন্য লস্যি, ফালুদা, জুস প্রভৃতি বানাতে জানা দক্ষ কর্মচারী চাই শিলিগুড়ি। 7908609530 (M). (C/115274)

বিক্রয়

Ready to move premium Flat and Garage cum Godown at Hakimpara for sale. M : 9434048373. (C/115688)

হারানো/প্রাপ্তি

I Tanima Paswan residing at Pandapara, Checkpost, Kotwali, Jalpaiguri, 735132, West Bengal lost deed being no. 865/2013, registered at ADSR Jalpaiguri. If any one finds the deed kindly contact : 8967590735. (C/115690)

•

আমি Prerna Lohara, পিতা - Raju Lohara। ঠিকানা চুয়াপাড়া T.G, PO : কালচিনি, জেলা আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No WB2001ST201802634) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 9883202335. (C/115514)

অ্যাফিডেভিট

I Manoj Das, S/o. Shibu Das of Roy para, Ward No. 16, Dhupguri, Jalpaiguri declared before the Court of Executive Magistrate, Jalpaiguri on 19-11-2024 that Manoj Das and Goutam Das are same and one identical person. (C/115687)

•

আমি মনা স্বর 19/9/2024 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মনা স্বর থেকে তুলসী মোহন্ত হয়েছি। (C/114780)

Office of the Panchayat Samity Tufanganj-I Panchayat Samity Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-Tender are invited vide this office Memo No. 961, NIT NO-16(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025 & Memo No. 962, NIT NO-17(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025. Last date of Bid submission is 01-04-2025 & 07-04-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০২৪/২৪-২৫ তারিখ: ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫৬৩৫বি
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১০-০৪-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসআইপি কমিটি অনুসারে উল্লেখিত ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্রেক খণ্ডের জন্যে প্রত্যেক ট্র্যাক ডিভাইস এবং কার্ড যেমন: এক্সলে ডিটেক্টর্স, ট্র্যাক সাইড ইলেক্ট্রনিক্স/ডিএসি ফিল্ড ইউনিট, সেন্ট্রাল ইভালুয়েটের সহিত আবশ্যক হওয়া ক্যাবল এবং সমস্ত সরঞ্জাম সহিত (সিস্টেমটির সঙ্গে যোগান দেওয়া এক পূর্ব নির্মিত রেকে সেন্ট্রাল ইভাল্যুয়েটের ইউনিট থাকতে হবে), মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সলে কাউন্টারের (এমএসডিএসি) যোগান, পরিবহন, স্থাপন, ওয়ারিং, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৬/২০১৩ ভিইআর.৩ অথবা অন্তিম এবং ওইএম/নির্মাতার স্পেসিফিকেশন অনুসারে বিভিন্ন ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্র্যাক খণ্ডের জন্যে আবশ্যক হওয়া রিসেট ইউনিট, রিলে ইউনিট, ইভেন্ট লগার এবং ডায়াগনস্টিক টার্মিনাল আদি (প্রতি ডিপি - টি)। কনসাইনি: এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। পরিমাণ: ১২ টি। নোট: টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়াক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের প্রথম পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পানীয় জল সংগ্রহে দুই কিমি পথ পাড়ি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : গরম পড়তেই জলকষ্ট শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও। কোথাও কুয়োর জলস্তর নেমে গিয়েছে। কোথাও আবার জল আনতে সকাল-বিকেল ছুটতে হচ্ছে প্রায় দেড়-দু'কিমি। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ অধিকাংশ এলাকাতেই এখনও শেষ হয়নি। সরকারি ডিপ টিউবওয়েলগুলো দিয়েও ভালোমতো জল পড়ছে না। পেটের রোগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ।

জলকষ্ট নিয়ে সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় বলেন, 'আমাদের তরফে ব্লকে প্রায় ৩০টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও কিছু এলাকায় এই পাম্প বসবে। সে বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে। সেই কাজ শেষ হলে পানীয় জল নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না।' জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরীর বক্তব্য, জেলাজুড়ে ৫১ শতাংশের বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে ডুয়ার্স অঞ্চলে জলের স্তর নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের করার কিছু নেই। যেখানে জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে সেখানকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

উত্তর সুকান্তনগরের বাসিন্দারা এভাবেই জল বয়ে আনেন।

তিস্তার বাঁধ দিয়ে সাইকেলে জলের পাত্র ঝুলিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় জল নিতে এসেছিলেন সুকুমার মণ্ডল। বললেন, 'খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তনগর থেকে শুরু করে একদম তিস্তার ব্রিজ পর্যন্ত বিবেকানন্দপল্লিতে জলের খুব সমস্যা। আমাদের কুয়োর জলে আয়রন থাকায় পানের অযোগ্য। সকাল-বিকেল প্রায় দু'কিমি সাইকেলে করে জল নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাকুয়াপাড়া, বোদাগঞ্জ, সাহেবপাড়া, বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধারবাড়ি, তেলিপাড়া, বড়বাড়ি এলাকাতেও পানীয় জলের সমস্যা বর্তমানে চরমে। সাহেবপাড়ার বাসিন্দা তেজেন রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় কুয়োর জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বৃষ্টি না হলে কয়েকদিনের মধ্যে কুয়ো শুকিয়ে যাবে। জলস্বপ্নর কাজ খুবই ধীরগতিতে চলছে। এখন একমাত্র ভরসা সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের জল। কিন্তু সেই জলে এতটাই আয়রন থাকে যে খাওয়া যায় না।'

একই সমস্যা বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলিয়াভিটা, কাঁঠালডাঙ্গি, গেদিপাড়া, চ্যাওড়াপাড়ায়। চাউলিয়াভিটার বাসিন্দা নৃপেন রায় বলেন, 'আমাদের এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জল কিনতে হয়। প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার টাকা লেগে যায়। এটা আমাদের বাড়তি খরচ। আমরা চাইছি দ্রুত জলপ্রকল্প কার্যকর হোক।'

জখম ১০

নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ : যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গরুবাথান ব্লকের প্যারেনে সোমবার নিয়ন্ত্রণ হারায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার হয়ে তোদে যাওয়ার পাহাড়ি পথেগাড়িটি কাত হয়ে যায়। এর ফলে আহত হন ১০ জন। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

তীব্র জলসংকটে নাগরাকাটা

সুতোর মতো জলই নাগরাকাটার এক্সচেঞ্জপাড়ার ভরসা বাসিন্দাদের।

নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ : তীব্র জলসংকটে ভুগছে নাগরাকাটা। প্রবল সমস্যায় পড়েছেন মহাদেব মোড় লাগোয়া এক্সচেঞ্জপাড়ার বাসিন্দারা। এলাকাটি নাগরাকাটার বাসস্ট্যান্ড হিসাবেও বহুলপরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ ওই এলাকায় ৫০-৬০টি পরিবারের বাস। জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের একমাত্র স্ট্যান্ডপোস্টই এলাকাবাসীর ভরসা। সেখান দিয়ে সরু সুতোর মতো জল পড়ে। ফলে, এক বালতি জল ভরতে দিন চলে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্যচ্যুত জনতা মাঝেমধ্যেই একে অন্যের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। কাকতালীয়ভাবে এখানেই রয়েছে আবার নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের দোকান। তিনিও জলসংকটের কথা স্বীকার করেন। সঞ্জয়ের কথায়, 'বিষয়টি পিএইচই-র নজরে আনা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দাবি, জলসংকট সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হোক।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির নাগরাকাটা ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বরুণ মিত্র বলেন, 'ঘরে ঘরে জলের সংযোগ দেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। এদিকে সবেধন নীলমণি যে স্ট্যান্ডপোস্টটি রয়েছে সেটার আধ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে যে গতিতে জল পড়ে, আজকের কর্মব্যস্ত যুগে কারও হাতে এত সময় নেই যে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বালতি ভরবেন। অবিলম্বে প্রশাসনের বিষয়টি দেখা দরকার। আমরাও নানা মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু এখন অবধি কোনও লাভ হয়নি।'

মনা লোহার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'জলসংকটের পাশাপাশি এখানে নিকাশিনালার সমস্যাও রয়েছে। পাইপের জল রাস্তা গড়িয়ে আশপাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ফলে, ওইসব বাড়ির উঠোনে কর্দমাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই, এই এলাকায় দ্রুত নিকাশিনালা তৈরি করাও দরকার।' মরিয়ম সাঁওতাল নামে আরেক বাসিন্দা জানান, বাধ্য হয়ে দূর থেকে সাইকেলে বা কাঁধে করে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ঝরিয়ো ওরাওঁ-এর দাবি, জলসংকটে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন বাড়ির মহিলারা। কারণ, জল সংগ্রহের কাজটি তাঁদেরই করতে হয়।

আটক দুই

ক্রান্তি, ২৪ মার্চ : ক্রান্তি ব্লকের গোচিমারি চা বাগানের ঝোঁপের কাছ থেকে রবিবার এক সদ্যোজাতর রক্তমাখা মাথা ও দুই হাত উদ্ধারে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহাংশগুলি উদ্ধার করে। সোমবার সেগুলি জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গ্রাম সূত্রে খবর, এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে দেওর-বৌদির সম্পর্কে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন। গত ১৮ মার্চ তিনি বাড়িতে মৃত সন্তান প্রসব করেন। গোটা ঘটনা আড়াল করতে সেই দেওর সদ্যোজাতর দেহ ওই ঝোঁপে ফেলে এসেছিল বলে অভিযোগ। সোমবার গ্রামে উত্তেজনা থাকায় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলা ও তাঁর দেওরকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।

শিবির

মালবাজার, ২৪ মার্চ : সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল স্নেহ ফাউন্ডেশন। সোমবার মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজা চা বাগানের রূপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে সংস্থাটি।

পুড়ল ঘর

বানারহাট, ২৪ মার্চ : মুহূর্তের আগুনে চা শ্রমিকের ঘর পুড়ে গেল। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের মিশন লাইনে এই ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিক অনীতা ওরাওঁ তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি চা বাগানে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে তাঁর বাড়ির একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। প্রতিবেশীরা তা দেখতে পেয়ে জল ঢেলে ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

ফিরল শকুন

মালবাজার, ২৪ মার্চ : পশ্চিম ডামডিমের খেলাধুরায় চেল নদীর ২৫ নম্বর সেকশনে বহুদিন পর শকুনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষাকারী এই পাখিটি বিলুপ্তির পথে।

ডুয়ার্সবাসী চিলের দেখা পেলেও সচরাচর শকুন নজরে পড়ে না। এবার শকুনের আনাগোনায় খুশি পরিবেশপ্রেমী থেকে বন দপ্তর। মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ড-২ রেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক অঙ্কন নন্দী বলেন, 'এটা অত্যন্ত খুশির খবর। যেভাবেই হোক সমাজ থেকে শকুনের প্রতি ঘৃণা ও কুসংস্কার দূর করা জরুরি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা লালু বারনাওয়াল - কে

20.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40L 42799 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য অনেক আনন্দ নিয়ে এসেছে। ডিয়ার লটারির অনেক কোটিপতি দেখার পর আমিও অন্যান্য বিজয়ীদের মতো খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে একজন কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

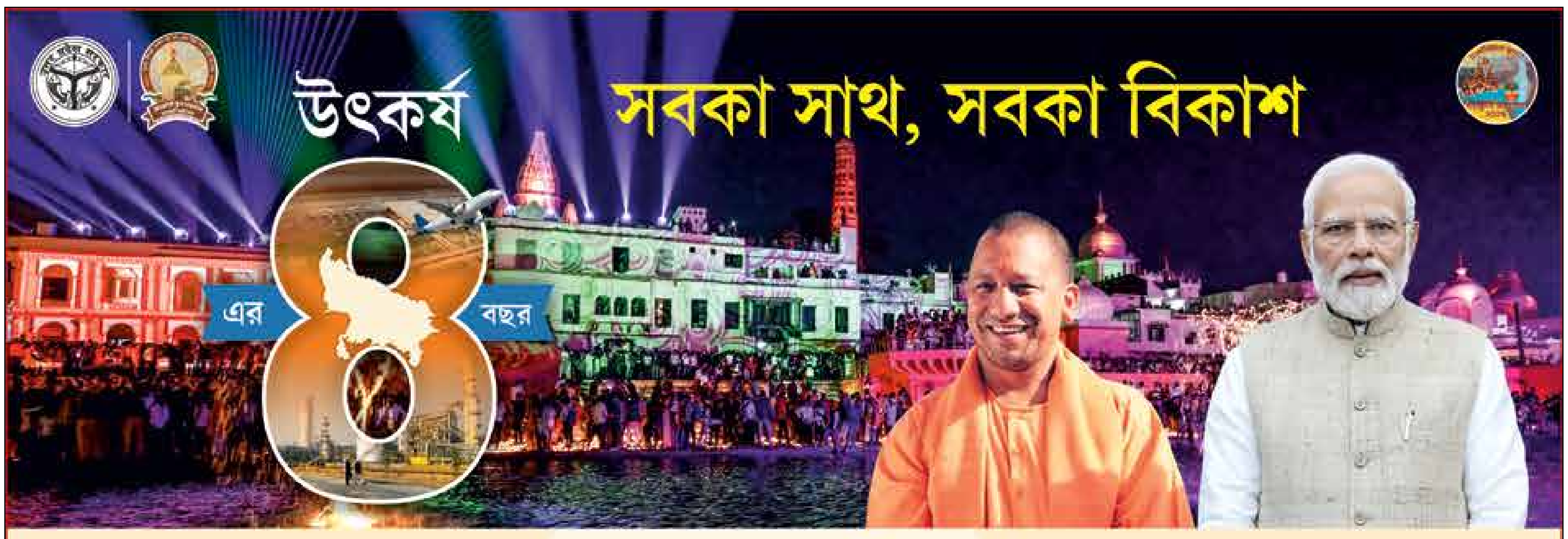

- প্রথমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা
- 56 লক্ষ+ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাড়ি
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি বাস্তবায়নে প্রথম
- 1.86 কোটি উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ বিতরণ।
- রাস্তার বিক্রেতাদের মধ্যে PM স্বনিধি ঋণ বিতরণে প্রথম
- সর্বোচ্চ 2.75 কোটি টয়লেট নির্মাণ

উত্তর প্রদেশ নং 1

- 15 কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন বিতরণ
- 60 লাখ মাকে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা সহায়তা
- 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- 5 লক্ষ থেকে 9 কোটি লোক পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা
- জন ধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 9.57 কোটি মানুষের
- 1 কোটি পরিবারকে গৃহস্থালী শংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছে

সুখী কৃষক, উত্তরপ্রদেশের পরিচয়

- প্রথম মন্ত্রীসভার প্রথম সিদ্ধান্ত: 36.359 কোটি টাকার ফসল ঋণ মওকুফ, 94 লক্ষ কৃষক উপকৃত
- যন্ত্রপাতি উৎপাদন: 2016-17 সালে 557.46 লক্ষ মেট্রিক টন থেকে 2023-24 সালে 668.39 লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত। মেট্রিক টন (20% বৃদ্ধি)
- সেচ ক্ষমতা: 2017 সালের মধ্যে 82.58 লক্ষ হেক্টর থেকে 131 লক্ষ হেক্টরে উন্নীত, 976টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
- আখের রেকর্ড মূল্য পরিশোধ: 2017 সাল থেকে 2.80 লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা গত 22 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। 66 হাজার কোটি টাকা+ পরিশোধিত অর্থের চেয়ে বেশি
- চিনিকল: 3টি নতুন চিনিকল, ৬টি চিনিকলের পুনরুজ্জীবন, 38টি চিনিকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- শস্য সংগ্রহ: মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ, 43,424 কোটি টাকার গম এবং 88,746 কোটি টাকার ধান মূল্য পরিশোধ করা
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা: 2.86 কোটি কৃষকের কাছে 80,000 কোটি টাকা + স্থানান্তরিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনার আওতায় 73,924টি সৌর পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

শক্তিশালী নারী, সমৃদ্ধ প্রদেশ

- পুলিশে 20 শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য, 1.38 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে 10 লক্ষ+ 1 কোটিরও বেশি নারীর কর্মসংস্থান
- নারী কর্মী: 2017 সালে 14.2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2024 সালে 35.1 শতাংশে উন্নীত হবে।
- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা: হোলি এবং দীপাবলিতে 1.86 কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, এলপিজি সিলিন্ডার রিফিল
- মুখ্যমন্ত্রী কন্যা সুমঙ্গলা প্রকল্প: 22.11 লক্ষ মেয়ে উপকৃত হয়েছেন।
- দুস্থঃ মহিলা পেনশন প্রকল্প: 33.55 লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ যোজনা: 4.22 লক্ষ দম্পতির বিবাহ সম্পন্ন, আর্থিক সহায়তার পরিমাণ 51 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে। লক্ষ
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সম্মানি বৃদ্ধি, 3.73 লক্ষ মহিলা উপকৃত
- বিসি সখী: 39 হাজার+ লেনদেন হয়েছে 31,626 কোটি, 85.81 কোটি টাকার লভ্যাংশ

তরুণদের জন্য শক্তিশালী কাজ, কর্মসংস্থান

- মাথাপিছু আয় 2017 সালে 46 হাজার টাকা থেকে বেড়ে 2024 সালে হবে 1 লক্ষ 24 হাজার
- বেকারত্বের হার: 2016 সালে 18 শতাংশ যুবক বেকার, 2024 সালে বেকারত্বের হার 3 শতাংশে নেমে আসবে
- সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া: 85 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি, 3.75 লক্ষেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
- MSME এবং বেসরকারি খাতে 2 কোটির বেশি এবং ODOP যোজনা থেকে 2.54 লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান
- মুখ্যমন্ত্রী যুব স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় 2.27 লক্ষেরও বেশি যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন অভিযানের আওতায় 10 লক্ষ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা।

সকলের সাথে সরকার

- 3,213টি অন্নপূর্ণা ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, 1,630টির কাজ চলছে।
- তপশিলি জাতির (দশম শ্রেণীর) 32,49,854 জন শিক্ষার্থীকে 708.49 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 89,31,203 জন তপশিলি জাতি (ম্যাট্রিকুলেশন পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 9,662.25 কোটি টাকার বৃত্তি।
- অনগ্রসর শ্রেণীর (দশম শ্রেণীর) 62,79,519 জন শিক্ষার্থীকে 1,28,627.48 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 1,31,05,263 জন অনগ্রসর শ্রেণীর (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 7,62,524.03 কোটি টাকার বৃত্তি।
- সাধারণ বিভাগের (দশম শ্রেণীর) 8,58,750 জন শিক্ষার্থীকে 221.95 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- সাধারণ বিভাগের (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) 48,13,347 জন শিক্ষার্থীকে 5,49,986 কোটি টাকার বৃত্তি।

স্বাস্থ্যের উপহার

- আয়ুষ্মান ভারত: 9 কোটি মানুষকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা বীমা।
- 80টি মেডিকেল কলেজ চালু, দ্বিতীয়, 11,300টি এমবিবিএস আসন বৃদ্ধি
- গোরক্ষপুর ও রায়বরেলিতে এমস, লখনউতে অটল বিহারী বাজপেয়ী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
- মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর
- 2,2681টি আরোগ্য মন্দির পরিচালনা

উন্নয়নের পথে উত্তরপ্রদেশের রথ

- 6টি এক্সপ্রেসওয়ে চালু আছে, 11টির কাজ চলছে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পর দেশের মোট এক্সপ্রেসওয়ের অংশ 55% শতাংশ হবে
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য: 2017 থেকে 491 কিমি, 2024 সালের মধ্যে 1,225 কিমি।
- 32 হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের রুটের নতুন নির্মাণ, 25 হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রুটের প্রশস্তকরণ/সৌন্দর্যায়ন
- 2017 সালের মধ্যে মাত্র 04টি বিমানবন্দর, 21 টি বিমানবন্দের মাধ্যমে 05 আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- দেশের বৃহত্তম জেওয়ার বিমানবন্দর প্রায় প্রস্তুত, উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম বিমান পরিবহণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে
- হলদিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত জলপথ চালু নেই, প্রয়াগরাজ-অযোধ্যা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে

অপরাধের প্রতি শূন্য সহনশীলতা

- 2017 সালের আগে মাফিয়া এবং অপরাধীরা ছিল লাগামহীন, 2017 সালের পরে আইনের শাসন এবং ভয়মুক্ত ব্যবস্থা ছিল।
- এনসিআরবি-র তথ্য অনুসারে, 84.41% ডাকাতির ঘটনা, 77.43% লুটের ঘটনা, 41.01% খুনের ঘটনা, দাঙ্গায় 66.40%, মুক্তিপণের জন্য অপহরণের 54.72%, যৌতুক হত্যার 17.08% এবং ধর্ষণের মামলার সংখ্যা 26.15% হ্রাস
- 79,984 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার আইন, 930 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে এনএসএ ব্যবস্থা
- অবৈধ দখলদার মাফিয়াদের কাছ থেকে প্রায় 3000 কোটি মূল্যের সম্পত্তি জব্দ, অবৈধ সম্পত্তি ভেঙে ফেলা এবং গরিবদের নিয়ে আবাস
- এনকাউন্টারে 222 জন ভয়ঙ্কর অপরাধী নিহত, 28,000 এরও বেশি দুষ্কৃতীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে
- 7টি মহানগরীতে পুলিশ কমিশনারেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, 18টি সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ইউনিট প্রতিষ্ঠা
- 6টি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাটালিয়ন, 3টি মহিলা পিএসি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সকল জেলায় সদর থানা, 11 লক্ষ+ সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন
- 112 পুলিশ কন্ট্রোল রেসপন্স টাইম 2017 সালের আগে ছিল 25.42 মিনিট, যা 2024 সালে কমে 7.24 মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি ঘর আলোকিত

- প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা: 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- জেলা সদরে 24 ঘণ্টা, তহশিল সদরে 22 ঘণ্টা, গ্রামীণ এলাকায় 20 ঘণ্টা বিদ্যুৎ
- কৃষকদের ব্যক্তিগত নলকূপের মাধ্যমে সেচের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর 100% ছাড়
- বুন্দেলখণ্ডে গ্রিন এনার্জি করিডোরের অধীনে 4,000 মেগাওয়াট ক্ষমতার প্ল্যান্ট
- 53 সংকুচিত বায়োগ্যাস/জৈব কয়লা/জৈব ডিজেল এবং জৈব ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন

অন্ত্যোদয়ের মাধ্যমে দরিদ্র কল্যাণ

- প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা: 15 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা: 56 লক্ষেরও বেশি ঘর নির্মাণ।
- প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা: 1,80,000+ রাস্তার বিক্রেতাদের জন্য 3,000 কোটি টাকার ঋণ।
- হর ঘর জল যোজনা: 2.37 কোটিরও বেশি পরিবার কলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়
- মনরেগা: 200 কোটি কর্মদিবস তৈরি, প্রথমবারের মতো 100 দিনের কর্মসংস্থান প্রদান

সর্বোত্তম শিক্ষার জন্য শিক্ষা

- 18টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে অটল আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ
- 57টি অ-সেবাপ্রাপ্ত জেলায় সিএম মডেল কম্পোজিট স্কুল নির্মাণ
- আলিগড়, আজমগড়, সাহারানপুর, বলরামপুর, মির্জাপুর এবং মোরাদাবাদে অবস্থিত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপারেশন
- প্রয়াগরাজে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ।
- গোরক্ষপুরে সৈনিক স্কুল, বনবিদ্যা কলেজ, এনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমি
- গোরক্ষপুর এবং চান্দৌলিতে ভেটেরিনারি সায়েন্স কলেজ

সুচনা এবং জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর প্রদেশ | UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। *হলদিবাড়ির আঙ্গুলদেখায় ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।*

রং দিতে গিয়ে বধূকে গণধর্ষণ

ধৃত তিন, গা-ঢাকা দিয়েছে আরেক অভিযুক্ত

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৪ মার্চ : রং খেলার অছিলায় গত ১৫ মার্চ এক বধূকে নিশিগঞ্জে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতা বধূ রবিবার রাতে নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে চারজন তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার ভোরেই তিন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যদিও আরেক তরুণ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এদিন তিনজনকে মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হয়। তাদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার রাতেই ওই বধূকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, মহিলার বয়ান অনুযায়ী রং খেলার অছিলায় গত ১৫ মার্চ দুপুর ২টো নাগাদ চারজন তরুণ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বধূ তখন বাড়িতে একাই ছিলেন। গ্রামে তখন হোলির হুল্লোড় চলছে। প্রথমে এক তরুণ রং দেওয়ার নাম করে মহিলাকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করে এবং পরে তাঁকে ধর্ষণ করে। বধূ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পরে তাঁর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে বাকি তিনজন পরপর অত্যাচার চালায়।

এমনকি গণধর্ষণের কথা কাউকে জানালে মহিলাকে ও তাঁর সন্তানকে মেরে ফেলা হবে বলেও শাসিয়ে যায়। এরা সকলেই কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা। তাদের কেউ পেশায় টোটোচালক, কেউ আবার শ্রমিকের কাজ করে।

এদিন দুপুরে নিশিগঞ্জের ওই এলাকায় থমথমে পরিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে। বাড়ির দাওয়ায় বসে ওই বধূর বৃদ্ধা শাশুড়ি বলেন, 'আমি সেদিন দুপুরে ঘাস কাটতে গিয়েছিলাম। সেই সময় বৌমার ওপর অত্যাচার হয়েছে। বৌমা খুব একটা বাড়ি থেকে বের হয় না। ছেলে কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে।' খবর, বধূর স্বামী সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন।

তাঁর কথায়, 'অনেক চিন্তার পর আইনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভেবেই পুলিশকে জানিয়েছি। ন্যায়বিচার পাওয়ার ভরসা করছি।' ওই তরুণদের এই কুকীর্তির ঘটনায় গ্রামবাসীরা রীতিমতো হতবাক। দোষীদের শাস্তির দাবিতে বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

যা অভিযোগ

- রং মাখানোর অছিলায় ঘরে ঢোকে চার তরুণ
- মুখে কাপড় গুঁজে বধূকে গণধর্ষণ করা হয়
- সেইসময় বধূ বাড়িতে একা ছিলেন
- কাউকে জানালে নির্যাতিতা ও তাঁর সন্তানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি
- অভিযুক্তদের শাস্তি চাইছেন গ্রামবাসী

ধর্ষণে অভিযুক্ত তিন তরুণকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার।

কাজের মান নিয়ে ক্ষোভ

শীতলকুচি, ২৪ মার্চ : রাস্তা নির্মাণের কাজের গুণগতমান অত্যন্ত খারাপ, অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম বললেন, 'কয়েকদিন ধরে রাস্তাটি পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে শিডিউল অনুযায়ী কাজ করার দাবি জানালেও তারা সঠিকভাবে কাজ করছে না। এভাবে কাজ হলে বেশিদিন এই রাস্তা টিকবে না। তাই সঠিকভাবে কাজ করার দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়।'

ঠিকাদারি সংস্থার তরফে অবশ্য নিম্নমানের কাজের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। সংস্থার তরফে এনামুল মিয়াঁর কথায়, 'কাজ ঠিকভাবেই হচ্ছে। কেন অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সে বিষয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

লালবাজার দ্বিতীয় খণ্ড থেকে লালবাজার হাট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা হচ্ছে। পথশ্রী প্রকল্পের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তাটি। এত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তারপরও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারে কাজ করা হচ্ছে কেন? অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসী। লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় খোঁজ নিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানালেন।

শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বললেন, 'কাজের মান নিয়ে আমাকে কেউ অভিযোগ জানাননি। লিখিত অভিযোগ জানালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি জানাব।'

আগুনে পুড়ল ঘর

দিনহাটা, ২৪ মার্চ : বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ঘর। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামতদশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকায়। এদিন সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়িতে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় দিনহাটা দমকলকেন্দ্রে।

কিন্তু দমকলের গাড়ি পৌঁছেছে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপরই দমকলের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা শিশিরকুমার সরকারের কথায়, 'দমকলে খবর দেওয়া হয়েছে ৭টা ২০ মিনিটে। দমকল পৌঁছাল ৫০ মিনিট পর। দিনহাটা থেকে কিশামতদশগ্রাম পৌঁছতে ১০-১৫ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত না নাগালে গোটা বাড়িটাই পুড়ে যেত।

সচিব পরিবর্তন

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : পরিবর্তন করা হল দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারাকে। তাঁর জায়গায় নতুন সচিব হলেন পবিত্রা লামা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নতুন সচিব হওয়া পবিত্রা লামা বর্তমানে কোচবিহারে ওসি সিভিল ডিফেন্স পদে রয়েছেন। কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'আমার জায়গায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নতুন সচিব হলেন পবিত্রা। মঙ্গলবার থেকে তিনি কাজে যোগ দেবেন।'

কর্মশালা

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : তপশিলি উপজাতিভুক্ত মৎস্যচাষিদের নিয়ে সোমবার কর্মশালা হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে। সেখানে ৭৫ জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত চাষি উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল ও অন্যরা। কর্মশালা শেষে চাষিদের মাছের খাবার, মাছ ধরার জাল, মৎস্য চাষ বিষয়ক পুস্তিকা প্রভৃতি দেওয়া হয়।

সমস্যার শেষ নেই

দিনহাটা-২ ব্লকের প্রশাসনের প্রায় প্রতিটি দপ্তরই সাহেবগঞ্জে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও অবহেলিত সাহেবগঞ্জ। এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানে কী করেছেন প্রধান, শুনলেন সঞ্জয় সরকার।

জনতার চার্জশিট

জনতা : স্বাধীনতার এত বছর পরেও জলসমস্যা মেটেনি এলাকায়। বছর দশেক আগে সাহেবগঞ্জে সজলধারা প্রকল্পের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার উদ্যোগ নিলেও তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। জলকষ্টে স্থানীয় বাসিন্দারা। সমস্যা সমাধানে কী করেছেন?

প্রধান : এলাকায় জলসংকট রয়েছে। তবে সমস্যা মিটে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ও মন্ত্রী উদয়ন গুহের উদ্যোগে সাহেবগঞ্জের খোঁচাবাড়ি, বিলকলাইঘাটি ও খারিজা দুর্গানগরে তিনটি বড় রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যে সাহেবগঞ্জে জল পৌঁছে যাবে।

জনতা : সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কুটিশাকদল এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে নয়ারছড়া বিল। এতে ওই এলাকার হাজারখানেক মানুষ অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নয়ারছড়া বিলের ওপর সেতু ও এলাকার মূল রাস্তাটি পাকা করার দাবি দীর্ঘদিনের। এখনও কেন এই নিয়ে কাজ করা হয়নি?

প্রধান : ভৌগোলিক কারণেই কুটিশাকদল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি উদয়ন গুহের উদ্যোগে আধিকারিকরা সেতু সংক্রান্ত প্রাথমিক সমীক্ষা করে গিয়েছেন। আশা করছি তাড়াতাড়ি সেতু তৈরি হবে।

জনতা : সাহেবগঞ্জ কৃষিনির্ভর এলাকা হলেও জলসেচের সেভাবে কোনও ব্যবস্থা নেই। এতে চাষাবাদে কৃষকদের খরচ বাড়ছে। কৃষিকাজ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন কৃষকরা। জলসেচের বিষয়ে কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : ইতিমধ্যে সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পের বিষয়টি দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে লিখিতভাবে ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বিডিও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

জনতা : সাহেবগঞ্জে কোনও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এলাকার বাসিন্দাদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ছুটতে হচ্ছে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। কেন এলাকায় কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়নি?

প্রধান : সমস্যা সেভাবে নেই। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনে স্থানীয়রা সেখানেই যান। আশঙ্কাজনক অবস্থা হলে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যান।

জনতা : সাহেবগঞ্জে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তর থাকায় সারাদিন বহু মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। এতে প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন বর্জ্য যত্রতত্র পড়ে থাকছে। কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : খোঁচাবাড়ি বাজার লাগোয়া এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের ভ্যানগুলি বর্তমানে মূলত বিভিন্ন বাজার এলাকাগুলিতে ঘুরে বর্জ্য সংগ্রহ করে প্ল্যান্টে নিয়ে আসছে। সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্লাস্টিক ও জঞ্জালমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর আমরা।

জনতা : সাহেবগঞ্জ রোডের দু'ধারে নির্মাণসামগ্রী মজুত করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়া, সাহেবগঞ্জ চৌপথিতে রাস্তার ওপরে অটো ও টোটোও দাঁড়িয়ে থাকে। কেন?

প্রধান : বর্তমানে রাস্তার কাজ চলায় নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে। টোটো ও অটোর কারণে কিছুটা যানজট হলেও সমস্যা তীব্র নয়। অটো ও টোটোস্ট্যান্ডের বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানাব।

অভিজিৎ বর্মন
প্রধান, সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে

ব্লক : দিনহাটা-২
পঞ্চায়েত সদস্য : ২২
জনসংখ্যা : ২২৯৪৪ (২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ১২ বর্গকিমি

টুকরো খবর

অগ্নিকাণ্ড

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি পৃথক এলাকায় রবিবার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত মোট তিনটি খড়ের গাদায় আগুন লাগে। গাদার তিন মালিক হলেন ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা সাটুল মহম্মদ, চ্যাংরাবান্ধা দক্ষিণপাড়ায় অধিবাসী সঞ্চালি পাল ও ১৩৯ বোকনাবান্ধা এলাকার রঞ্জিত বৈরাগী। স্থানীয়রা নিজেদের চেষ্টাতেই আগুন নেভানো শুরু করেন। পরে মেখলিগঞ্জ দমকলবাহিনী তিনটি এলাকাতেই পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরিদর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ মার্চ : সোমবার চ্যাংরাবান্ধায় আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আধিকারিকদের একটি দল। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তর সূত্রে খবর, ওই দলে ছিলেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সিনিয়ার ট্রেড স্পেশালিস্ট কন্যা এস সাসরাদিপোয়েরা সহ অন্যরা। মঙ্গলবার ওই দলের সদস্যরা চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ যেতে পারেন।

রাস্তার দাবি

নিশিগঞ্জ, ২৪ মার্চ : বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠালেন ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। ওই এলাকার হাউসেরডেরা নদীর পূর্বের রাস্তা সংস্কারের দাবিতেই এই স্মারকলিপি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। গ্রামবাসী সুনীল ঈশোরের কথায়, 'কোচবিহার-১ ব্লকের কর্তারা বেহাল রাস্তাটি পরিদর্শন করলেও কাজ হয়নি। তাই পাকা রাস্তার দাবিতে আমরা স্মারকলিপি দিলাম।'

স্মারকলিপি

পুণ্ডিবাড়ি, ২৪ মার্চ : ১৭ দফা দাবিতে সোমবার কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দিল সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বাণেশ্বর লোকাল কমিটি। সংগঠনের লোকাল কমিটির সদস্য পঞ্চানন রায় জানিয়েছেন, বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়া, অবৈধভাবে নদী, খাল থেকে মাটি কাটা বন্ধ করা, রাস্তাঘাট সংস্কার, প্রতি মোড়ে সৌরবাতি লাগানো প্রভৃতি দাবির কথা বলা রয়েছে ওই স্মারকলিপিতে।

সমবায়ের ঝাঁপ বন্ধে ক্ষোভ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৪ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুরে কানফাটা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির অফিসের ঝাঁপ টানা পাঁচ বছর ধরে বন্ধ থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সমিতির সদস্যরা সরকারি সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। দ্রুত সমিতির কাজকর্ম স্বাভাবিক করার দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে।

তবে ওই সমবায় সমিতির ম্যানেজার মনোরঞ্জন বর্মনের বক্তব্য, 'পরিচালন কমিটি না থাকায় সমিতির কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। কমিটি গঠন করা হলেই কাজকর্ম স্বাভাবিক করা হবে।' ব্লকের কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটর পিটি শেরপা অবশ্য সমবায় সমিতিটি খোলার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।

শিকারপুর বাজারে ওই সমবায় সমিতির অফিস দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সেটি খোলার ব্যাপারে ম্যানেজারের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। ফলে সমিতির সুযোগসুবিধা থেকে সদস্যদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

সূত্রের খবর, ২০১৯ সালের পর থেকে সমিতির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ অফিস খুলতে কর্তৃপক্ষের কোনও উদ্যোগ নেই। সমিতির সদস্যরা খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। কৃষিকাজের জন্য তাঁরা ঋণ করতে পারছেন না। আবার যাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁরা তা শোধ করতে পারছেন না। সজল সরকার নামে এক আরেক সদস্য বলেন, 'কী কারণে এতদিন ধরে কমিটি গঠন করা হচ্ছে না তা আমরা জানি না।'

সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭৭৩ জন। সমিতি বন্ধ থাকায় সদস্যরা বেকায়দায় পড়েছেন। নেপাল দাস নামে এক সদস্য বলেন, 'চাষাবাদের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন পড়লে সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়া যেত। কিন্তু সমিতি বন্ধ থাকায় সেই সুযোগ মিলছে না।' নেপাল দাসের মতো অনেকেই ঋণ পাচ্ছেন না। কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থে দ্রুত সমিতির কাজকর্ম স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন সমিতির সদস্যরা।

সমবায় সমিতির ঝাঁপ বন্ধ থাকায় তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, 'সমিতির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারের কোনও হেলদোলই নেই। পরিচালন কমিটি না থাকার জন্য যদি সমিতির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পরিচালন কমিটি গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারেরই প্রথম উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানও। তিনি আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সমিতির ম্যানেজারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তিনি সাড়া দেননি। তাই ব্লকের কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটরকে সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।'

> পরিচালন কমিটি না থাকায় সমিতির কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। কমিটি গঠন করা হলেই কাজকর্ম স্বাভাবিক করা হবে।
>
> **মনোরঞ্জন বর্মন**
> *ম্যানেজার, সমবায় সমিতি*

বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে সমবায় সমিতির অফিস। শিকারপুর বাজারে।

স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা গঙ্গাবাড়িতে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৪ মার্চ : স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের গঙ্গাবাড়িতে। সোমবার সেই রাস্তা ধরে ফিরছিল ষষ্ঠ শ্রেণির সুমন দাস, নবম শ্রেণির অর্চনা বর্মন, সুমনা বর্মন, অপর্ণা অধিকারীরা। সবার মুখেই চওড়া হাসি। সুমন বলল, 'এদিন স্কুলে যেতে খুবই অল্প সময় লেগেছে। কোনও কষ্ট হয়নি। এতদিন খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে দেরি হত। কোনও কোনওদিন সাইকেল নিয়ে পড়েও গিয়েছি। এখন আর সেসব হবে না।'

অপর্ণা আবার খারাপ রাস্তার জন্য সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সাহসই দেখাত না। হেঁটে স্কুলে যেত। বর্ষাকালে গাড়ি চলাচলের সময় ইউনিফর্মে কাদার ছিটে লাগত। শীতকালে ধুলোর জন্য সর্দিকাশি লেগেই থাকত।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তে অবস্থিত গঙ্গাবাড়ি। এলাকার মাটির রাস্তাটি তিন দশক ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এদিকে, এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সঙ্গে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের যোগাযোগের সহজতম মাধ্যম। এই রাস্তা দিয়ে কম সময়ে তুফানগঞ্জ থেকে গঙ্গাবাড়ি, হরিরহাট, বাঁশরাজা, বক্সিরহাট, ধলডাবরি, রসিকবিল, কামাখ্যাগুড়ি সহ অসমে যাওয়া যায়। বছরখানেক আগে উল্লারখেওয়া সেতু খুলে যাওয়ায় রাস্তাটির গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু রাস্তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে চলাচল করাই দুঃসাধ্য।

প্রায় দু'মাস আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় দেড় কোটি টাকায় ১৬০০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হয়। অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছে।' রাস্তার কিছুটা অংশ তুফানগঞ্জ পুরসভার রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক রাকেশ মজুমদার বলেন, 'রাস্তাটি পাকা হওয়ায় আমরা ভীষণভাবে খুশি। এখন আরও কম সময়ে স্কুলে পৌঁছাতে পারব।'

এলাকার প্রথম পাকা রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরা পড়ুয়াদের।

ছোট্ট তারা

চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সায়নী ভৌমিক। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় নজর কেড়েছে এই খুদে।

বারুণীমেলার প্রস্তুতি

নয়ারহাট, ২৪ মার্চ : দোল উৎসবের রেশ সবে শিথিল হয়েছে। তার মাঝেই মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেনাকাটায় শুরু হয়েছে বারুণীমেলার প্রস্তুতি। ওই এলাকার নেন্দা নদীর পাড়ে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যেই মেলা বসে। আগামী বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হচ্ছে মেলা, যা চলবে সাতদিন। মেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষপর্যায়ে। মেলা কমিটির তরফে কৃষ্ণ বর্মন বললেন, মঙ্গলবার মেলা প্রাঙ্গণস্থিত মন্দিরে কালীপুজো হবে। অবশ্য মেলার সূচনা হবে বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গাপুজো ও জল তর্পণের মধ্য দিয়ে। মেলা চত্বরে মহানাম কীর্তনের আসর বসবে।

ব্লকের অন্যতম প্রাচীন এই মেলা। এখানে ফি বছর চেনাকাটা তো বটেই পার্শ্ববর্তী বৈরাগীরহাট, শিকারপুর, কুর্শামারির পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতগ্রাম, বালারহাট, লুটেরহাট থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। আয়োজকরা আশা করছেন, এবারেও সেই বিপুল মানুষ মেলায় জমায়েত হবেন।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, মেলায় হরেক সামগ্রীর স্টল ইতিমধ্যেই বসতে শুরু করেছে। দর্শনার্থীদের জন্য থাকবে বিনোদনের ব্যবস্থাও। মেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কমিটির সদস্যরা নজরদারি চালাবেন।

যত্রতত্র জঞ্জাল, জরিমানা আদায়ে 'অনাগ্রহী' পুরসভা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৪ মার্চ : দিনহাটা পাওয়ারহাউস মোড় দিয়ে সোমবার সকালে স্কুটারে করে মেয়েকে টিউশনে দিতে যাচ্ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত রাজভর। কিছুটা এগোতে দেখতে পেলেন, রাস্তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে উচ্ছিষ্ট। কয়েকটা কুকুর সেটাই রাস্তার ওপর এনে খাচ্ছে। সকাল সকাল শহরের রাস্তায় এরকম দৃশ্য দেখতে পাবেন, ভাবেননি তিনি।

শুধু পাওয়ারহাউস মোড় নয়, শহরের গোপালনগর, ঝুড়িপাড়া, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাগুলোর ছবিটাও অনেকটা একই। কোথাও রাস্তার ওপর, আবার কোথাও নালা ভরাট করে ফেলা হয়েছে আবর্জনা।

রাত হলেই নাগরিকদের একাংশ বাড়ির ব্যালকনি কিংবা বাড়ির গেট থেকে ছুড়ে দিচ্ছে বর্জ্য। কয়েকজন নির্মল সাথীদের ভ্যানে বর্জ্য না দিয়ে ফেলছেন রাস্তায়। পথকুকুররা সেইসব টেনে রাস্তার মাঝে এনে ছড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এই দৃশ্য দিনহাটার মডেল পুরসভা গঠনের পথে অন্যতম অন্তরায়, সেটা বলাই বাহুল্য।

অথচ পুরসভা সেইসব অসচেতন নাগরিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে কোথায়? গতবছর সেপ্টেম্বরে বোর্ড মিটিংয়ে অবশ্য শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে একঝাঁক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত। কোনও নাগরিক আবর্জনা আলাদা করে না রাখলে ২০০ টাকা এবং খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেললে ১০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং তা গতবছর নভেম্বর মাস থেকেই বলবৎ হওয়ার কথা। তবে পুরসভা সূত্রে খবর, এখনও এই আইন অনুযায়ী একজনও অসচেতন নাগরিককে জরিমানা করা হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, পুরসভার নমনীয় মনোভাব নিয়ে।

শহরের বাসিন্দা শিবু বর্মনের কথায়, 'সকালে হাঁটতে বেরোলে প্রায়ই রাস্তার মাঝে পলিথিন ক্যারিব্যাগে এঁটোকাঁটা পড়ে থাকতে দেখি। পুরসভাকে আরও কড়া হতে হবে।' পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী অবশ্য শীঘ্রই পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বস্ত করলেন। তবে এখনও পর্যন্ত কেন জরিমানা আদায় করা হয়নি, তার সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

শহরের বাসিন্দা জয়গোপাল ভৌমিকের কথায়, 'আইন করা হলে তা প্রয়োগ অবশ্যই করা উচিত। নাহলে পুর শাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পাশাপাশি বাসিন্দাদেরও আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

দিনহাটা পুরসভাকে সারারাজ্যে মডেল পুরসভা হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)। সেক্ষেত্রে পুরসভা গৃহস্থালির বর্জ্য পৃথকীকরণ নিয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। নির্মল ওয়ার্ড গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলছে মাইকে প্রচার, লিফলেট বিলি। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে কতটা, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাস্তার পাশে জমে রয়েছে আবর্জনা। ঝুড়িপাড়া রোডে।

মমতার সম্মান

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উৎসবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই পুরস্কার চালু হয়েছিল।

সৌমিত্রর দাবি

বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ই-মেল করে নয়াদিল্লি ও বাঁকুড়া সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন সাংসদ।

কোহলির স্মৃতি

জামিন পেয়েও বিরাটের পা ছোঁয়ার মুহূর্ত ভুলতে পারছেন না বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। কাছে যাওয়ার পর সেদিন তাঁকে কোহলি সেখান থেকে চলে যেতে বলেছেন বলেও জানালেন।

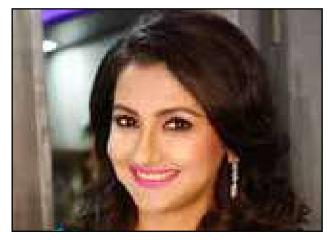

হেলথ টিপস

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে রোগা হওয়ার টিপস দিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরবত, ফল ও দই খাওয়ার নিদান অভিনেত্রীর।

রবীন্দ্রভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : স্থায়ী উপাচার্যের দাবিতে এবার বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার রবীন্দ্রভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা অস্থায়ী উপাচার্যকে ঢুকতে বাধা দেন। বিক্ষোভের জেরে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন তিনি।

রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই, তার অন্যতম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। পরিবর্তে কাজ চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উপাচার্যের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও অস্থায়ী। এদিন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। তাদের সঙ্গে যোগ দেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্যরা ও ওয়েবকুপার সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, অবৈধভাবে ইসি মিটিং করেছেন অস্থায়ী উপাচার্য। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও অনুমতি নেননি তিনি ও অস্থায়ী রেজিস্ট্রার। এর প্রতিবাদেই মুখর হন পড়ুয়ারা। শুভ্রকমলবাবু ক্যাম্পাসে যখন ঢুকতে যান, তখন তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফলে তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। এর আগে রবীন্দ্রভারতীর বিটি রোড ক্যাম্পাসেও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। যার জেরে তিনি ওই ক্যাম্পাস ছেড়ে জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বসছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে এদিন ঢুকতে দেওয়া হল না। বিক্ষুব্ধদের দাবি, অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পড়ুয়ারা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

জখমের পেছনেও মেরুকরণের সুর বেলগাছিয়ায়

শুভেন্দুকে পুলিশি হেনস্তা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ : হাওড়ার বেলগাছিয়ায় সরকার, প্রশাসন কোথায়? সরকার তো লন্ডনে। সোমবার বেলগাছিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকায় বহু হিন্দিভাষী মানুষের বাস। এই ঘটনায় প্রশাসনের উদাসীনতার পিছনে হিন্দিভাষী মানুষদের উচ্ছেদের চক্রান্ত দেখছে বিজেপি। শুভেন্দুর মতে, সেই কারণেই এত বড় ঘটনার পর দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কোনও হেলদোল নেই সরকারের। সম্প্রতি ভূমিধসের কারণে হাওড়ার বেলগাছিয়ার বহু বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। ফলে বহু পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হয়। তার সঙ্গে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুকে দেখে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা ক্ষোভ জানাতে এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আমি সরকার নই, বিরোধী দলনেতা হিসেবে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি।'

ঘটনার ৪ দিন পর এদিন সকালে সেখানে গিয়েছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই ঘটনায় মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি আসব জেনে উনি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে চলে এসেছেন।' এরই মধ্যে রবিবার থেকে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছিল। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ মানুষ এদিন মন্ত্রীকে দেখে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের মুখে পড়েন ফিরহাদ। নিয়মরক্ষার পরিদর্শন সেরে বিক্ষুব্ধদের আশ্বস্ত করতে আগামী তিনদিনের মধ্যে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন তিনি। তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আগে পানীয় জলটুকু দিন, আগে মানুষ তো বাঁচুক। তারপর না হয় পুনর্বাসন দেবেন।' এদিকে পুরমন্ত্রী এলাকা ছাড়ার পরই সেখানে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় ঢুকতে গেলে বিরোধী দলনেতাকে বাধা দেয় পুলিশ। সেই ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে কিছুটা বচসা বাধে তাঁর। এক পুলিশকর্মীর নখের আঘাতে আহতও হন শুভেন্দু। এই ঘটনাতেও পুলিশের ধর্মীয় পরিচয় টেনে এনে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ঘটনাস্থলে থাকা হিন্দু পুলিশরা আমার গায়ে হাত না দিয়ে নিয়মরক্ষার প্রতিরোধটুকু করেছেন। কিন্তু সাব ইনস্পেক্টর গোলাম মোর্তজার হাতের নখে আমাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।' বেলগাছিয়া থেকে বিধানসভায় ফিরে সেই ক্ষতের পরিচর্যা করান তিনি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা বিধানসভায় এসে তাঁর শুশ্রূষা করেন। এদিকে শুভেন্দুর দাবি, সোমবার সকালে পুরমন্ত্রী গিয়ে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এলাকায় ঢুকতে পারেননি। সেই কারণেই রাজ্য পুলিশ তাঁকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত একশোটি পরিবারকে ৫০০০ টাকা ও ত্রিপল বিলি করেছেন শুভেন্দু। দুর্গত মানুষের ত্রাণে রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'রাজ্য প্রশাসন কোথায়, সরকার তো লন্ডনে। রবিবার থেকে এলাকার শতাধিক পরিবারকে শুকনো খাবার ও ভাত-ডালের সাধ্যমতো ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। এরা মানুষকে পানীয় জলটুকুও তো দেয় না।' পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ শুনে জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এলাকার প্রতিটি পরিবারকে দৈনিক ২০ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

বিডিওদের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৪ মার্চ : হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নাম বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে তৃণমূল, এই মর্মে অভিযোগ বিজেপির। কৃষ্ণনগর ব্লক-২ ও বাগদার বিডিওকে এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বাগদা ও কৃষ্ণনগর ব্লক-২ এর দুই বিডিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অবিলম্বে এই চিঠি প্রত্যাহার করতে হবে। নাহলে অভিযুক্তদের নিয়ে বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসব।' এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিওদের একাংশ তথ্য অনুসন্ধানের নামে হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হয়ে এই রাজ্যে আসা পরিবারদের হেনস্তা করছে।

এদিন এই সংক্রান্ত কিছু নথি তুলে ধরে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শুভেন্দু বলেন, 'কৃষ্ণনগর ব্লক-২ স্থানীয় তৃণমূল নেতা জনৈক আবদুর রহিম শেখ সাদা কাগজে বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে ৯৮ জন হিন্দু ভোটারকে তথ্য যাচাইয়ের নামে ডেকে পাঠানো হয়েছে।' তাঁর মতে, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হলে কমিশনের নির্দিষ্ট ফর্মে অভিযোগ করতে হয়। অথচ তা না করে সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও যে পদক্ষেপ করেছেন, সেটা অবৈধ। একইভাবে বাগদা বিডিও থেকেও স্থানীয় বেশকিছু হিন্দু পরিবারকে ডেকে তাঁরা যে বাংলাদেশি নন, এই ব্যাপারে প্রমাণ দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'এ তো কেন্দ্রের সিএএকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। আমরা কোনওভাবেই ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এই চক্রান্ত মানব না।' কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভোটারের বাসস্থান বা স্থায়ী পরিচয় নিয়ে কোনও সংশয় থাকলে অভিযোগকারীকেই তা প্রমাণ করতে হয়।

বিধায়কদের হাজিরা, তৃণমূলের মার্কশিট

কলকাতা, ২৪ মার্চ : এবার থেকে বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে রীতিমতো মার্কশিট চালু করছে তৃণমূল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও দুটি বিধানসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে। ওই দুটি অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা কত সংখ্যায় হাজির হচ্ছেন, সেদিকে নজর রাখছেন দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। সোমবার বিধানসভায় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেট অধিবেশনে ১৯ ও ২০ মার্চ সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিল তৃণমূল। ১৯ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বিধায়কদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক থাকলেও ২০ মার্চ অধিবেশনের শেষ দিন খুব কম সংখ্যক বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৫০ জন বিধায়ক বাজেট অধিবেশনে অনিয়মিতভাবে হাজির ছিলেন। তারপরই দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই নির্দেশমতোই এদিন বৈঠকে বসে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তৃণমূল। বিধানসভার অন্দরে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যেভাবে সরকার পক্ষকে চেপে ধরছে,

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

সেই ঝাঁঝ আগামীদিনে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবছর মাঝামাঝি বিধানসভার বাদল অধিবেশন ও বছরের শেষে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন হবে। এই দুটি বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের জন্য সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে। তাই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা যাতে থাকেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। যে মার্কশিট তৃণমূল তৈরি করছে, ওই মার্কশিটের ওপর ভিত্তি করেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল যে টিকিট দেবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা দলীয় বিধায়কদের পৌঁছে দিয়েছেন পরিষদীয়মন্ত্রী। তার কারণ, বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় বিধায়কদের বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও বিধায়কদের একাংশ উপস্থিত থাকছেন না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের টিকিট দেওয়া যাবে না।

তৃণমূল সূত্রে খবর, অনুপস্থিত বিধায়কদের তালিকায় প্রথমদিকে রয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়, শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই বিধায়কদের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। এদিনই তাঁদের ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বর্ধমান পর্ষদের চেয়ারম্যান সহ ১৩ জন ধৃত

বর্ধমান, ২৪ মার্চ : বর্ধমান আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্রর নির্দেশে সোমবার গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন তথা বর্ধমান-১ ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী কাকলি তা গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বর্ধমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ ১৩ জনকে। মঙ্গলবার বিচারক এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বলে আদালত সূত্রে খবর। সরকারি আইনজীবী হরিদাস মুখোপাধ্যায় জানান, এদিন বিচারক এদের হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার রায় ও সাজা ঘোষণার কথা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পালের বাবা দেবু পাল গুরুতর জখম হন। জীবনের স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল পরদিন বর্ধমান থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় এই নির্দেশ।

সাময়িক বরখাস্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ : দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতার বেহালার চার বিজেপি নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত করল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই করা চিঠি দিয়ে মঙ্গলবার ওই নেতাদের থেকে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের আচরণের কারণ জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল বলেও ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে।

জামিনের মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ২৪ মার্চ : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়াল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, এবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা বাড়ির বাইরে থেকে সুজয়কৃষ্ণের ওপর নজরদারি রাখবেন। তার জন্য অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করে দেওয়া হবে। তাঁর বাড়িতে চিকিৎসক, আত্মীয়রা ও ব্যাংকের এক কর্মী যেতে পারবেন। তাঁর আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সুজয়কৃষ্ণের বাড়ির দোতলা দখল করে নিয়েছেন। ঘরের শৌচাগার ব্যবহার করছেন। সিবিআইয়ের যুক্তি, কোনও ব্যক্তির ওপর নজরদারি চালাতে হলে তাঁর বাড়িতেই সারাক্ষণ থাকার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও ব্যবহার করেছে বাহিনী। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ এপ্রিল।

কল্যাণের বিরুদ্ধে মামা

কলকাতা, ২৪ মার্চ : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেই এবার আদালতে অভিযোগ জানালেন তাঁর মামা কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। সোমবার তিনি ব্যাঙ্কশাল আদালতে সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বে তিনি জানান, কল্যাণময়ের কথাতেই তিনি কাগজপত্র খতিয়ে না দেখে সংস্থার নথিতে সই করেছেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে এমন পাঁচটি সংস্থার হদিস পান তদন্তকারীরা যার ডিরেক্টর পদে ছিলেন কল্যাণময়ের এই মামা। এই প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি কল্যাণময়কে বিশ্বাস করতাম। ভাগ্নে যেখানে বলত সেখানে সই করে দিতাম। আমি ছাড়া কল্যাণময়ও ডিরেক্টর ছিল।' পার্থর জামাই কল্যাণময় ইতিমধ্যে রাজসাক্ষী হয়েছেন। তাঁর নাম অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সল্টলেকে ডাক্তার-নার্সদের বিক্ষোভ। সোমবার। -আবির চৌধুরী

সিজিও অভিযান

কলকাতা, ২৪ মার্চ : অভয়ার মৃত্যুর ৭ মাস পরও সিবিআই কোনও অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারেনি। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেন চিকিৎসক ও নার্সরা। 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার', 'সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম' ও 'নার্সেস ইউনিটি'-এর নেতৃত্বে ওই সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান হয়। প্রায় শ-দুয়েক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগ দেন। যদিও সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার আগে পুলিশি ব্যারিকেডে আটকে যান তাঁরা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। তাদের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। আরজি করের মামলায় সিবিআই তদন্তে সন্তুষ্ট নন অভয়ার পরিবারও।

আনন্দধারায় টাকা না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন বাবদ টাকা ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এনআরএলএম প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫১ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন দিতে ২৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। এর মধ্যে রাজ্যের ৪৭ হাজার গোষ্ঠীর প্রায় ৫ লক্ষ মহিলাকে স্মার্টফোন দিতে ৭০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ রাজ্যকে সেই টাকা দেওয়ার পরেও তা খরচ না করে ওই টাকার সুদ বাবদ অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করছে রাজ্য সরকার।

এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, আসলটা জমিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় ওই টাকার সুদের অর্থ দিয়েই খেলা, মেলা, মোচ্ছব চালিয়ে যাওয়া। আর ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাস নাগাদ সেই টাকা দিয়ে স্মার্টফোন কিনে তা বিলি করে রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব নেওয়া। সরকারের এই কৌশল আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা চাই, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে (৩১ মার্চ, ২০২৫) এই টাকা খরচ করতে হবে সরকারকে। নাহলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে আমরা দাবি জানাব, অবিলম্বে খরচ করতে না পারার কেন্দ্রীয় এই বরাদ্দ ফেরত নেওয়া হোক এবং ওই টাকা সরাসরি রাজ্যের বরাদ্দকৃত আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দিক কেন্দ্র।'

দোষী কতজন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে একজন নাকি আরও কেউ জড়িত ছিল, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রথম চার্জশিট জমা দেওয়ার পর দীর্ঘদিন পেরিয়েছে। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ফের তদন্তের আবেদন জানিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আর্জির ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই সিবিআইয়ের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এই ঘটনায় আগেই একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আদালতের জানা

আরজি কর মামলা

দরকার, এই ঘটনা একজনের দ্বারা ঘটেছিল নাকি গণধর্ষণ? চার্জ গঠনের সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল? ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৭০ ধারার আওতায় কি তদন্ত হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওইসময় সন্দেহভাজন কারা ছিলেন? এখন আপনাদের তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? এখন কি আপনারা তথ্যপ্রমাণ লোপাট বা কোন বিষয়ে তদন্ত করছেন তা স্পষ্ট করুন।' মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআই-কে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে হাইকোর্টের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নির্যাতিতার পরিবার। এদিন তাঁদের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে দাবি করেন, 'হাইকোর্টের নজরদারিতে পুনরায় তদন্ত চাইছি আমরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তো আবার তাহলে তদন্ত হওয়া দরকার। সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে সিট গঠন করে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত করা হোক।' পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, ওই পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত করেছে। তখন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী দাবি করেন, সেক্ষেত্রে রিপোর্ট চাওয়া হোক, তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিক সিবিআই।

নির্যাতিতার পরিবারের প্রশ্ন, 'সিসিটিভি ফুটেজ কি সংরক্ষণ করা হয়েছিল? ফরেন্সিক রিপোর্টে কি এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল?' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বলেন, 'চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, বিচার শেষ পর্যায়ে এসেছে। এখন পুনরায় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি?'

আবহাওয়ার খবরে উৎসাহ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : নিখুঁত পূর্বাভাসের লক্ষ্যে সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে উদযাপিত হল 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, তা জানতে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাব থেকে ৩২৪ জন ছাত্রছাত্রী ভিড় জমিয়েছিল। আবহাওয়াবিদরা তাদের নানা বিষয়ে তথ্য দেন। ছিল আবহাওয়া সম্পর্কিত আলোচনাচক্রও। দিনটি উদযাপনে ওড়ানো হয় বিশেষ বেলুনও।

প্রতি বছর ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হয়। কিন্তু রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সোমবার দিনটি পালিত হল। শিক্ষক শুভদীপ পাঁজার সঙ্গে হাওড়ার ডোমজুড়ের বলুহাটি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ১৩ জন ছাত্রছাত্রী এসেছিল। কীভাবে ডিজিটালি আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা দেখে তারা বিস্মিত। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের আট পড়ুয়া আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে অধিকর্তাদের। উত্তরে সন্তুষ্ট মিহিকা হালদার, সৃজিতা তালুকদাররা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ভবন। -সংবাদচিত্র

পড়ুয়াদের দেখার জন্য দপ্তর 'আবহাওয়া বেলুন' রেখেছিল। এই বেলুনে যন্ত্র লাগিয়ে সেটি ওড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়। সেই তথ্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এরোপ্লেন চলাচলে। পড়ুয়াদের দেখাতে রাখা ছিল স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র (সিস্টেম)। আবহাওয়াবিদ মণিকা কর জানান, যন্ত্রটি মূলত সমুদ্র,পাহাড় সহ দুর্গম এলাকায় বসানো থাকে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জিপিআরএস সিস্টেমে সোজা আবহাওয়া দপ্তরের সার্ভারে পাঠানো হয়। অটোমেটিক এই সিস্টেম দ্রুত সুচারুভাবে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠায়। যা বিশ্লেষণ করেই তৈরি হয় রিপোর্ট। ছিল 'পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি'-র পুস্তক প্রদর্শনীও। সংস্থার দুই বিজ্ঞানী শুক্তিশুভ্রা ভট্টাচার্য ও রজত মণ্ডল জানান, দেশের বিভিন্ন উৎসবের তারিখ ঠিক করা হয় এই বইগুলি দেখেই। এছাড়াও যাঁরা পঞ্জিকা তৈরি করেন, তাঁরাও এইসব বইয়ের সাহায্য নেন।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর সোমনাথ দত্ত বলেন, 'প্রতি বছরই এই দিনটি আমরা পালন করি। আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বছরের থিম ছিল আগাম পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে কোনও ফাঁকফোকর থাকলে তা বোজানো। এর ফলে সহজেই যে দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হবে।'

আলিপুরদুয়ার জংশন - বনগাঁও জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন এবং লামডিং জংশন- বনগাঁও জংশন - লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন এবং ০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে :-

০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন- আলিপুরদুয়ার জংশন স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার - বনগাঁও			(০৫৪৬৪) (০৫৪৬৩)	বনগাঁও - আলিপুরদুয়ার		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার	—	১৪.৩০	↓ আলিপুরদুয়ার জংশন	১৮.৩০	—	২৯.০৩.২০২৫ শনিবার
	২১.১০	২১.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	১২.০৫	১২.১৫	
২৬.০৩.২০২৫ বুধবার	০১.৩০	০১.৪০	মালদা টাউন	০৮.২৫	০৮.৩৫	
	০৪.৩০	০৪.৩৫	রামপুরহাট জংশন	০৫.৩৮	০৫.৪৩	
	০৭.০৮	০৭.১০	ব্যান্ডেল	০২.৫২	০২.৫৪	
	১১.০০	১১.১০	ঠাকুরনগর	২৩.১০	২৩.২০	২৮.০৩.২০২৫ শুক্রবার
	১২.০০	—	বনগাঁও জংশন ↑	—	২২.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ মাল জংশন, মালবাজার, ময়নাগুড়ি রোড, জলপাইগুড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই জংশন, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে** ০৫৪৬৪ – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে** ০৫৪৬৩ – ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি :** মেল/এক্সপ্রেস।

০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন

লামডিং - বনগাঁও			(০৫৬০৪) (০৫৬০৩)	বনগাঁও - লামডিং		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার	—	০৭.০০	↓ লামডিং জংশন	০৪.০০	—	৩০.০৩.২০২৫ রবিবার
	১১.০০	১১.১৫	গুয়াহাটি	০০.০৫	০০.১৫	
২৬.০৩.২০২৫ বুধবার	০০.২৫	০০.৩৫	মালদা টাউন	১০.০৫	১০.১৫	২৯.০৩.২০২৫ শনিবার
	০২.৩৫	০২.৪০	রামপুরহাট জংশন	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৫.৪০	০৫.৪২	ব্যান্ডেল	০৪.৩২	০৪.৩৪	
	০৯.৫০	১০.০০	ঠাকুরনগর	০০.৫০	০১.০০	
	১১.০০	—	বনগাঁও জংশন ↑	—	০০.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে লঙ্কা, ডালপুখুরি, হোজাই, যোগীজান, কামপুর, কামাখ্যা, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, ফালাকাটা, নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : লামডিং জংশন থেকে** ০৫৬০৪ – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে** ০৫৬০৩ – ২৯.০৩.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি :** মেল/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ চৈত্র ১৪৩১

পদ্মের চালে তসলিমা

চৌষট্টি খোপের দাবায় রাজা-মন্ত্রী, হাতি-ঘোড়া-নৌকার চেয়ে বিপদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামান্য বোড়ে। চর্চা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাসিত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কি এবার বঙ্গ রাজনীতিতে সেই বোড়ে হতে চলেছেন? আচমকা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরাতে সম্প্রতি রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কেন তিনি হঠাৎ এত সরব? শমীক যে দলের প্রতিনিধি, সেই বিজেপি পরিচিত মুসলিমবিরোধী বলে।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরের ভোটে নির্বাচিত মুসলমান বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার আগাম হুমকি দিয়েছেন। যদিও মনে রাখা দরকার, এই দলটিই ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ২৯৪টির মধ্যে আটটি আসনে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ওই প্রার্থীরা।

নয়ের দশকে ইসলামি মৌলবাদ ও মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখায় বাংলাদেশে তসলিমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছিল। তখন তিনি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হন। আশ্রয়ের খোঁজে আসেন কলকাতায়। কিছুদিন পার্কসার্কাসে ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। কলকাতাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়লে রাতারাতি বাংলাদেশি সাহিত্যিককে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। তখন থেকে তিনি দিল্লি প্রবাসী।

তাঁর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রাজ্যসভায় শমীক আসলে বামপন্থী-প্রগতিশীলদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ইসলাম মৌলবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।' ২০২৪-এর জুলাইয়ে দিল্লিতে তসলিমার অস্থায়ী রেসিডেন্স পারমিট শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাঁকে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি সাংসদের তৎপরতা তাঁর দলের নয়া রাজনীতি কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে মমতাবিরোধী লড়াইয়ে মুসলিম মৌলবাদের কড়া সমালোচক তসলিমাকে হাতিয়ার করার ছক কষছেন শমীকরা। তাই, বিজেপির এই তসলিমা-প্রীতি। এখন থেকে সেই প্রদীপ জ্বালানোর সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। দেশের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে একদা বিতাড়িত তসলিমাকে বিধানসভা ভোটের আগে কলকাতায় ফেরাতে সফল হলে বিজেপির মুসলিম বিরোধিতার তকমা কিছুটা ঘোচানো যাবে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু-প্রীতিকেও খানিকটা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

শমীক বাংলা ভাষায় তসলিমার অবদান মনে করিয়ে সংসদে দাবি করেছেন, 'কলকাতা তসলিমার প্রাণের শহর। তিনি কলকাতায় ফিরতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান, বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান।' শমীকের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তবে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী তসলিমার কলকাতায় ফেরা অনুচিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এতে বিতর্ক হতে পারে, বাড়তে পারে অশান্তি। সিপিএম আবার 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়েছে। দলের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর কথায়, 'নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে সরাতে হয়েছিল। তসলিমা চাইলে ফিরতে পারেন। তবে পুরোটা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিষয়।'

সামাজিক মাধ্যমে শমীককে ধন্যবাদ জানিয়ে তসলিমা পোস্টে লিখেছেন, ২০০৭-এ সিপিআই সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত তাঁকে কলকাতায় ফেরাতে রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ বছরে কেউ এমন দাবি তোলেননি। তসলিমার হয়তো অজানা যে, তাঁকে বাংলাছাড়া করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন আরএসপি'র প্রবীণ সাংসদ অবনী রায়। বামফ্রন্টের তৎকালীন বৈঠকগুলিতে বহুবার বিমান বসু, শৈলেন দাশগুপ্তদের বিরোধিতা করেছেন তিনি। কিন্তু প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। তাঁকে হার মানতে হয়েছে। বাংলা ছাড়তে হয়েছে তসলিমাকে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

উষ্ণায়ন কমাতে অস্ত্র যখন তরল গাছ

তরল গাছ লাগানোয় অসুবিধা নেই। লাগানো যায় রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

বিমল দেবনাথ

বাড়বাড়ন্ত তাপ প্রলম্বিত করছে গ্রীষ্ম। দিন-দিন রূপ রং রস হারিয়ে দীন হচ্ছে বসন্ত। ঝরাপাতাদের মাটির উরসে মিশে যাওয়ার জন্য দু'দণ্ড সময় দেয় না দুষ্ট লোক। কাটা ধানের নাড়ার মতো ঝরাপাতাতেও আগুন লাগায়। আগুন একবার লাগলে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণে বনে গাছে। পুড়ে যায় ডিম, কীটপতঙ্গ কত কী!

জীবন পোড়ানি আগুনে শুধু তাপ থাকে না, থাকে ধোঁয়াও। ধোঁয়া বাতাস দখল করলে ডাঙার মাছের মতো ছটফট করে মানুষ। কিন্তু ভাবে কি, কীভাবে শহরের মাটি সিমেন্টের চাদরে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের বসত? গাছ ছাড়া উন্নয়নের বিষ হজম করার ক্ষমতা আর কারও নেই, এটা সবার জানা। তবুও শহরের সবুজ প্রতিদিন কমছে, খারাপ হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যও। গাছের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও শহরের সর্বত্র গাছের চারা পোঁতার জায়গার খুব অভাব। কংক্রিটের জঙ্গলে গাছের চারা পুঁতলেও তার বেঁচে থাকা খুব কঠিন। রাস্তার ডিভাইডারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মৃত শুকনো গাছ।

সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য নীলষষ্ঠীর সঙ্গে গাছষষ্ঠী এখন সময়ের দাবি হলেও সব জায়গায় গাছ পাওয়াই দুষ্কর। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীরা নগরবাসীদের আশার আলো দেখাচ্ছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় তরল গাছের কথা উঠে এসেছে। এই তরল গাছ শহরের দূষিত বায়ুকে পরিশোধন করতে পারে বহুলাংশে। তবে তরল গাছ প্রকৃত গাছের বিকল্প নয়। ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশে সবুজ বনভূমি থাকাটা সুস্থ পরিবেশের জন্য অনিবার্য। তরল গাছ স্থাপন করলেও গাছের গুরুত্ব কম করা যাবে না এক বিন্দুও। তরল গাছে হবে না ফুল, ফল। বাসা বাঁধবে না পাখি, ধরে রাখবে না মাটি। এই গাছ শুধু বায়ু দূষণ কমাবে।

রাতে হাজার-লক্ষ জোনাকির আলো জ্বালাবে, সৌন্দর্য বাড়াবে শহরের। শহরের যে স্থানে আর গাছ লাগানো সম্ভব নয় সেখানে সবুজের হাতছানি দেওয়ার এক উৎকৃষ্ট উপায়।

কী এই তরল গাছ? এই গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলের মধ্যে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।

বিদ্যুৎ ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরের ভেতরে সারা বছর ধরে অতিপ্রাকৃতিক সবুজ আলো সৃষ্টি করবে। এই আলো ব্যবহার করে উদ্ভিজ্জাণু শৈবাল দিবারাত্রি অবিরাম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাবে। বর্ষা বা শীতকালের কম সূর্যালোকের সময়ও এই ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর কাজ করে। উদ্ভিজ্জাণুর খাদ্য হিসাবে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ট্যাংকের সোলার প্লেটের সঙ্গে যুক্ত পাম্প টেনে জলের ভেতরে ছেড়ে দেয়। এই রকম একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক দুটো দশ বছর বয়স্ক গাছ বা ২০০ বর্গমিটার তৃণভূমির সমান বায়ু পরিশোধন করতে পারে।

তরল গাছ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত গাছ থেকে ১০-১৫ গুণ বেশি দক্ষ। এটা খুব কম সময়ে তৈরি করা যায় এবং স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লেগে যায়। অতি আধুনিকতা ও সাইবারপাঙ্কের উত্তুঙ্গ নান্দনিক কাজকর্মের মধ্যেও ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর নজরকাড়া বহুমুখী কাজ করে। বায়ু পরিশোধন ছাড়াও সোলার লাইট, মোবাইল চার্জার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাড়ায় শহরের সৌন্দর্য। ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো হতে পারে শহরের অলিগলির বেঞ্চের ব্যাকরেস্ট, স্মৃতিফলকের ব্যাকড্রপ, বিভিন্ন স্ট্যান্ড ইত্যাদি।

একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক হতে পারে দশ ফুট লম্বা বেঞ্চের দুই ফুট উঁচু দেড় ফুট চওড়া ব্যাকরেস্ট। ফার্মেন্টার ট্যাংকে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় জলাভূমি বা পুকুরের শৈবাল। এই শৈবাল শহরের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম এবং সাধারণ পরিষ্কার জলে বেঁচে থাকে। ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনও ঝক্কি নেই। মাসে এক বা দু'বার ট্যাংকের অতিরিক্ত শৈবাল বের করে নিতে হয়। পুরোনো জলের সঙ্গে কিছুটা নতুন জল দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। প্রতি মাসে সে বায়োমাস উৎপন্ন হবে সেগুলো জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং দেখাতে পারে বিকল্প আয়ের পথ।

কী এই তরল গাছ? গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।

তরল গাছের ধারণা প্রথম চালু হয় ইউরোপের সার্বিয়াতে। সার্বিয়ার বেশিরভাগ মানুষ শহরে বাস করে। এই দেশের শহরগুলোতে গাছ লাগানোর মতো তেমন কোনও জমি ছিল না। তখন বিজ্ঞানী ইভান স্পাসোজেভিচ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তরল গাছের বিষয়টা উপস্থাপনা করেন বেলগ্রেড শহরে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এই তরল গাছকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের একটা অন্যতম প্রযুক্তি বলে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল রিপোর্ট মোতাবেক ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ কমাতে হবে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো কম করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের কার্বন কণাকে প্রাকৃতিকভাবে পৃথক করে আবদ্ধ করতে হবে। এই কাজটা তরল গাছ অনেক দ্রুত ও সুনিপুণভাবে করতে পারে।

আইপিসিসি'র ২০২২-এর সূত্র বলছে, কার্বন ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস ৭০ শতাংশ সৃষ্টি হচ্ছে শহরাঞ্চলে। শহরের সর্বত্র নেই ফাঁকা জায়গা যেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু তরল গাছ লাগানোতে কোনও অসুবিধা নেই। তরল গাছ লাগানো যেতে পারে রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

ভারতে প্রথম তরল গাছ বসানো হয়েছে নয়ডা শহরে ধরমপাল সত্যপাল গ্রুপের সদর দপ্তরের সামনে। তাদের তরল গাছ একটা ঘনক আকারের। ট্যাংকে উদ্ভিজ্জাণুর তরল মিশ্রণ ধারণ ক্ষমতা ১৬০০ লিটার যা ছয়টা দশ বছর বয়স্ক গাছের সমান। এটা প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও চিত্রকলার এক অসাধারণ সুন্দর উপস্থাপনা যা শহরের বায়ু দূষণ কম করছে, বাড়াচ্ছে সৌন্দর্য। তবে ভারতে এই বিষয়টা এখনও তেমনভাবে সাড়া ফেলেনি। দু'হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ডিএস গ্রুপের সদর দপ্তরেই তরল গাছ লাগানো হয়েছে। অথচ শহরের নানা স্থানে নানা আকার ও আয়তনে তরল গাছ বসালে অক্সিজেন পাওয়া যেত সঙ্গে সঙ্গে।

গাছ লাগিয়ে অপেক্ষা করার মতো বিষয়টা এখানে নেই। শহরের যে অঞ্চলে একটা ঘাস গজানোর জায়গা নেই, সেখানে তরল গাছ বসিয়ে পাওয়া যেতে পারে শত শত গাছের নির্মল অনুভূতি। বায়ু দূষণে জর্জরিত নগরবাসী বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু পেয়ে মুক্তি পেত নানা দূষিত বায়ুজনিত রোগ থেকে। এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে শহরের বায়ু দূষণ দ্রুত কমত এবং সুন্দর হয়ে উঠত। সুঠাম হত শহরের স্বাস্থ্য। শ্লথ হত বিশ্ব উষ্ণায়নের গতি। গাছের সঙ্গে তরল গাছও হয়ে উঠত বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর অন্যতম হাতিয়ার।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রাক্তন বনকর্তা)

আজ

২০২০

বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ প্রয়াত হন ২০২০ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৪

১৯৮৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা।

আলোচিত

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোথায়? ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই, আছে ফ্রিডম অফ অ্যাকশন। প্রতিপক্ষকে মারধর করা, মহিলাদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলা... আর কী আছে? সবসময় বাধা দেওয়া হয় কথা বলতে গেলে। একনাথ শিন্ডে ক্ষমতার জন্য দল পালটেছেন। এটা কি বালাসাহেবকে অপমান নয়?

– জয়া বচ্চন

ভাইরাল/১

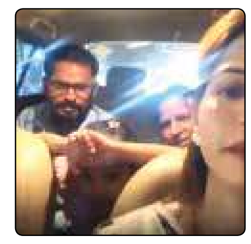

গুরুগ্রামের এক মহিলা অ্যাপক্যাব ভাড়া করেন। মাঝপথে চালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পিছনের সিটে বসিয়ে মহিলা নিজেই গাড়ি চালিয়ে অর্ধেক পথ আসেন। এ জন্য অর্ধেক ভাড়া তাঁর প্রাপ্য, বলে মন্তব্য করতেই চালক হেসে ফেলেন।

ভাইরাল/২

পাকিস্তানের এক ব্যক্তির মাথা দিয়ে পানীয়ের ক্যান ভাঙার ভিডিও ভাইরাল। ব্যক্তিটি মোট ৩৯টি ক্যান মাথা দিয়ে ভেঙে ফেলেন মাত্র ৩০ সেকেন্ডে। এতটাই জোরে আঘাত করছিলেন যে, ক্যান থেকে পানীয় ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

জনমন
জনমত

ছাত্র আন্দোলনের নামে রাষ্ট্র বিরোধিতা বরদাস্ত নয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। মেধাসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকের কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। তবে বাম ও অতিবাম রাজনীতির আঁতুড় রূপে এবং একাধিক রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তন ও আন্দোলনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর খবরের শিরোনামে থাকে। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওয়েবকুপার সম্মেলনে) প্রবেশের ফলে তাঁকে ঘিরে উত্তাল ও ক্ষিপ্ত ছাত্র সংগঠনের স্লোগান, মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ, ঘেরাও এবং এসবের মধ্যে পড়ে এক ছাত্রের আহত হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এটাই ছিল তাদের দাবি পেশের পদ্ধতি।

অধ্যাপক গোপাল সেন হত্যাকাণ্ড থেকে সম্প্রতি ব্রাত্য বসু- এদের উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল আন্দোলন থেকে রেহাই পাননি কেউই। সম্প্রতি এখানে অতিবাম ছাত্র সংগঠনের কাশ্মীরের আজাদির পক্ষে পোস্টার ফেলা কোথাও যেন ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। শুধু কাশ্মীর থেকে প্যালেস্তাইন নয়, আফজাল গুরু থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি, সংসদীয় আইন সবেরই এরা বিরুদ্ধবাদী পথ ধরে। এদের আন্দোলনে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ। উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য থেকে দেশীয় রাজনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয় মেধাচর্চার কেন্দ্র। স্বাধীন ও উন্নতচিন্তার বিকাশ ক্ষেত্র। তার মানে এই নয়, মুক্তচিন্তার নাম করে দেশের অখণ্ডতা, গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা, বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ অবলম্বন করে ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেওয়া। ভারতীয় গণতন্ত্র, অখণ্ডতা কারও দয়ার দান নয়, দীর্ঘ পরিশ্রম ও লড়াইয়ের ফল। এই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করার অধিকার কারও নেই। ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। উন্নত রাষ্ট্র গঠনের কান্ডারি। তাই বলে ছাত্র আন্দোলন ও মুক্তচিন্তার নামে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ কখনোই বরদাস্ত নয়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বৃক্ষই নাম বদলে হতে পারে বিবাহ

ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যখনই ফুল রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়।

সুনন্দ অধিকারী

শিরোনামই বলছে বিবাহ ও গাছকে একসূত্রে গাঁথতে। সেই বন্ধনকালে আমাদের সঙ্গী বিজ্ঞানও। এবার সেই বন্ধনের পালা।

আমরা জানি মানবসভ্যতার শুরুতে বিবাহ প্রথা ছিল না। পরবর্তীকালে মূলত দুটি কারণে নারী-পুরুষ সম্পর্কে আগল লাগল। অবাধ মেলামেশার গণ্ডি কেটে দেওয়া হল। মূলত যা দৈহিক সম্পর্কে জড়ানো নারী-পুরুষ। ফলত আগল পড়ল স্বেচ্ছাচারিতায়।

দ্বিতীয়ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের অবসান ঘটল। এভাবেই চালু হল বিবাহ প্রথা শুরুতে ধর্মের হাত ধরে। পরবর্তীতে আধুনিক সভ্যতায় সেটাই পর্যবসিত হল আইনে। খুব সংক্ষেপে এই হল বিবাহ নামক প্রথার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু এখানে আমরা বলছি বিবাহ কিনা বৃক্ষতুলনীয়! কিন্তু কীভাবে?

ঠিক এইখানে এসে আমাদের ফিরে তাকানো যাক উপনিষদের দিকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ আমাদের জানাল- সমুদ্র যেমন যাবতীয় জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনই ত্বক সমস্ত স্পর্শের। নাক সব গন্ধের। জিভ রসের। চোখ রূপের। কান শব্দের। মন সংকল্পের। হৃদয় বুদ্ধি বা বিদ্যার। হাত কাজের। জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের। এসব বলে সবশেষে বলল, বাক সমস্ত বেদের একমাত্র গতি। এখানে বাক মানে শব্দ বা বাক্য। মানে শব্দই ব্রহ্ম।

তবে সে যাই জানাক। আপাতত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ওই আনন্দকেন্দ্রিক।

কিন্তু কেন? কেননা প্রেম আমাদের আনন্দ দান করে। আর তার চূড়ান্ততম প্রকাশ নারীপুরুষের মিলনে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানও সঙ্গ দেয় আমাদের। মানুষের অন্যতম ইতিবাচক আবেগ ভালোবাসা ও যৌনতা। অবশ্য এ কেবল নিতান্ত আবেগ বা আনন্দেই সীমাবদ্ধ নয়। তাৎপর্য এর অনেক গভীর। কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। যৌনতা ছাড়া যেমন প্রজাতির টিকে থাকা অসম্ভব, তেমনই ভালোবাসা ছাড়া শিশুর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এই আনন্দসূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি। ফুল বা প্রেম যদি আমাদের খেলার সঙ্গী হয়। তবে ফল সেখানে প্রয়োজনের সঙ্গী। অর্থাৎ ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যেই সেটা রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা নিছক আনন্দ পেরিয়ে পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়। আর এইখানেই বিবাহের সঙ্গে মিলে গেল গাছ। অথবা গাছের সঙ্গে বিবাহ।

আবার যৌনতার সঙ্গে জড়িয়ে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সিস্টেম। ডোপামিন আমাদের সুখ এবং আনন্দের অনুভূতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ডোপামিনকে হ্যাপি হরমোন বলে। তবে শুধু ডোপামিন নয়। সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন এবং এন্ডোরফিন নামক তিনটে নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের ইতিবাচক ভাবনা তৈরি করে। এর মধ্যে অক্সিটোসিনকে বলে লাভ হরমোন।

ভালো বা আনন্দদায়ক কিছু দেখা বা কাজের সময় ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। যা আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমকে উদীপ্ত ও নিয়ন্ত্রণ করে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করে। এটা তাই প্রেরণাদায়ক হরমোনও বটে। সেরোটোনিন ভালোলাগার সঙ্গে সন্তুষ্টির কথাও বলে।

গাছ প্রাণের ধারক ও বাহক। সে যেমন প্রাণবায়ু দেয়। আবার সেই জোগানকারী খাদ্যের। একটি সুস্থ বিবাহ নারীপুরুষের মিলন অতিক্রম করে দুটি পরিবারকে একত্রিত করে। সেই বন্ধন উত্তর প্রজন্ম সন্তান সৃষ্টির মাধ্যমে লালন করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের। অন্যদিকে গাছ ভূমিক্ষয় রোধের সঙ্গে প্রতিহত করে ঝড়কেও।

তাই শেষাবধি গাছ ও বিবাহকে একসূত্রে গাঁথলে অশুদ্ধ হয় না মহাভারত।

(লেখক প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। খরচে কুণ্ঠা, কৃপণতা, চুরির অভ্যাস ৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রী ৫। বদল, একটির সঙ্গে অন্যটির বদল হয়ে যাওয়া ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৭। অহংকারী, গর্বী ৯। পূর্ণ এক বছর, সম্পূর্ণ বর্ষ ১২। ছোট ঘণ্টা,আলজিভ ১৩। ব্যাকরণে নিয়মের ব্যতিক্রম,পতন ঘটানো, মৃত্যু ঘটানো।

উপর-নীচ : ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ২। নতুন ৩। যে পাদানিযুক্ত জোড়া লাঠির সাহায্যে দ্রুত চলা যায় ৪। অল্পবয়স্ক স্ত্রী, পুত্রবধূ ৫। ছোট, ক্ষুদ্র ৭। পত্নী ৮। মুখে মুখে রচিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের গান ৯। দল,সমিতি, সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ ১০। বাতি, প্রদীপ, প্রদীপের সলতে ১১। সখী, সঙ্গিনী, প্রণয়নী।

সমাধান ■ ৪০৯৬

পাশাপাশি : ১। কত্থক ৪। দক্ষিণ ৫। রাকা ৭। চন্দ্রিমা ৮। থানকুনি ৯। মরহুম ১১। মদত ১৩। বপু ১৪। গগন ১৫। নহলা।

উপর-নীচ : ১। কদাচ ২। কদমা ৩। পণপ্রথা ৬। কাহিনী ৯। মনিব ১০। মনগড়া ১১। মনন ১২। তবলা।

বিন্দুবিসর্গ

শিন্ডেকে নিয়ে মজা কমেডিয়ান কুণাল কামরার

মুম্বই তোলপাড়, চলল ভাঙচুর

মুম্বই, ২৪ মার্চ : মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহাযুতির দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক শিবসেনা। সম্প্রতি এক স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো-তে সেই দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (এখন উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিন্ডেকে ইঙ্গিত করে 'মজা' করেছিলেন কৌতুক অভিনেতা কুণাল কামরা। তার জেরে শিবসেনা কর্মীদের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি।

মুম্বইয়ের যে হোটেল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিন্ডের উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন কুণাল, সেই হোটেল ও সংলগ্ন হ্যাবিট্যাট কমেডি ক্লাবের স্টুডিওতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, শিবসেনাকর্মীরা চেয়ার তুলে স্টুডিওর সিলিং ভাঙছেন। হুমকি দিচ্ছেন কুণালকে। ওই ঘটনার কয়েকঘণ্টা বাদে হাতুড়ি, শাবল নিয়ে সেখানে হাজির হন বৃহৎ মুম্বই পুরসভার কর্মীরা। তাঁদের দাবি, কমেডি ক্লাবের স্টুডিওর একাংশ বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছে। সেটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে কুণালের মন্তব্য রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের সুচনা করেছে। কৌতুক, বাকস্বাধীনতা, কটাক্ষের প্রেক্ষিত নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক চলছে। কুণালের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একাধিক এফআইআর। কৌতুক শিল্পীর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে রাহুল গান্ধি ও উদ্ধব ঠাকরেকে নিশানা করেছে শিবসেনা-বিজেপি জোট। বিপরীতে কুণালের হয়ে সওয়াল করেছেন শিবসেনা-ইউবিটি ও কংগ্রেস নেতারা। বাকস্বাধীনতার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সপা সাংসদ জয়া বচ্চন।

ঘটনার সূত্রপাত 'নয়া ভারত' নামে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেখানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন তিনি। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে শিবসেনায় ভাঙন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজেই পোস্ট করেন কুণাল। সেখানে একটি জনপ্রিয় হিন্দি গানের প্যারোডির মাধ্যমে শিন্ডের শরীরীভাষার উল্লেখ করেন। তবে কোথাও সরাসরি শিন্ডের নাম নেননি কুণাল। সেই ভিডিও-র সূত্র ধরেই উত্তাল হয়েছে মারাঠা রাজনীতি।

উপমুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সুর চড়িয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়। প্রচার পেতে সুপারি (চুক্তি) নিয়ে যদি আপনি সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের অপমান করেন, তাহলে তা সহ্য করা হবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'স্ট্যান্ড-আপ কৌতুকাভিনেতা এবং ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে কেউ আপত্তি জানাবেন না। তবে আমরা যদি বাকস্বাধীনতার আড়ালে বেপরোয়া আচরণ করি, তাহলে তা সহ্য করা হবে না। আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিবসেনা সাংসদ নরেশ মাহস্কে বলেন, 'কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি। একবার দাঁত বেরিয়ে গেলে, ভয়াবহ পরিণতি হবে।' কুণালকে দেশছাড়া করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও কমেডি ক্লাবে ভাঙচুর নিয়ে শাসক শিবিরের কোনও নেতাই মন্তব্য করেননি।

বিপরীতে কুণালের পক্ষ নিয়েছেন শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকই বলতে হবে। যাঁদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতা আছে, তাঁরা কখনোই প্রকৃত শিবসৈনিক হতে পারেন না।' উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'কাপুরুষরা স্টুডিও ভাঙচুর করেছে। সরকারকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।' সপা সাংসদ জয়া বচ্চন বলেন, 'বাকস্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার মানে কি শুধু হট্টগোল, বিরোধীদের মারধর, মহিলাদের ধর্ষণ, খুন করা? আপনি (একনাথ শিন্ডে) ক্ষমতার জন্য দল ছেড়ে দল তৈরি করেছেন। এটা কি বালাসাহেবের অপমান নয়?'

তোপ-পালটা তোপের মধ্যে নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বর্তমানে তামিলনাড়ুতে থাকা কুণাল পুলিশকে জানিয়েছেন, নিজের মন্তব্যের জন্য তিনি মোটেও অনুতপ্ত নন। তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। একমাত্র আদালত নির্দেশ দিলে তিনি সেই পথে হাঁটবেন। স্টুডিও ভাঙচুরের ঘটনায় শিবসেনার ১১ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল মুম্বই পুলিশ। এদিনই তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন।

> যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়
> **দেবেন্দ্র ফড়নবিশ,** মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

> কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি
> **নরেশ মাহাস্কে,** শিবসেনা সাংসদ

> আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাকতই বলতে হবে
> **উদ্ধব ঠাকরে,** নেতা, শিবসেনা-ইউবিটি

> বাকস্বাধীনতা কোথায়
> **জয়া বচ্চন,** সাংসদ, সপা

ঠান্ডার মধ্যেই লন্ডনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

লন্ডনে হাইড পার্কে 'ওয়ার্ম আপ' দিদির

লন্ডন, ২৪ মার্চ : মেঘলা আকাশ। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। লন্ডনের পারদ নেমেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পরিস্থিতিতেও তাঁকে থামানো গেল না। সোমবার ভোরে অচেনা আবহাওয়াতেও চেনা ছন্দে পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পায়ে হাওয়াই চটি, পরনে দুধসাদা শাড়ি। এই পরিচিত পরিধানেই তিনি হাঁটাহাঁটি করলেন বাকিংহাম প্যালেস ও হাইড পার্কে।

সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ভারতীয় হাই কমিশনে আমন্ত্রণ রয়েছে তাঁর। তার আগে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কার্যত 'ওয়ার্ম আপ' সেরে ফেললেন মমতা। হাঁটতে হাঁটতেই একবার মজা করে বললেন, 'আজ ওয়াক নয়, ওয়ার্ম আপ।'

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ছয়দিনের জন্য লন্ডন সফরে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক বৈঠক থেকে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখা থেকে পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে তাঁর। শহরে থাকলেও শত কাজের মধ্যেও শরীরচর্চায় কখনও ফাঁকি দেন না মুখ্যমন্ত্রী। নির্দিষ্ট সময় মেনে বাড়িতে ট্রেড মিলে হাঁটেন। জেলা সফরে গেলে প্রাতর্ভ্রমণ 'অবধারিত' তাঁর। বিদেশ সফরেও এই রুটিনের অন্যথা হয় না। এবারও হলও না।

সঙ্গী ও নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে সোমবার সকাল-সকাল প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' নিয়ে বক্তৃতা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি তথা ভারতীয় ক্রিকেটদলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। লন্ডন দ্বিতীয় ঘরবাড়ি সৌরভের। সেখানেই চাকরি করেন তাঁর মেয়ে সানা। তিনি যতটা থাকেন কলকাতায়, তার চেয়েও বেশি হয়তো বা টেমসের তীরে। তাই মমতার একান্ত পছন্দের শিল্পোদ্যোগীর সেখানে থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। আগামীকাল ব্রিটিশ বণিকসভার সঙ্গে শিল্পপতিদের নিয়ে মমতার লগ্নি বৈঠক। ২৬ তারিখ সরকারি স্তরে বাণিজ্য বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও এদিন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি লন্ডনের বিখ্যাত হাইড পার্কে দৌড়াচ্ছেন—তাও আবার শাড়ি ও স্যান্ডেল পরে! এই দৃশ্য দেখে নেটিজেনদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। নানা মজার মন্তব্য ভেসে উঠতে থাকে মোবাইলের পর্দায়।

সাধারণত রাজনৈতিক সমাবেশ বা বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়ার জন্য পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিরাচরিত গতিতেই এদিন হাঁটছিলেন, এমনকি দৌড়োচ্ছিলেনও। ভিডিওতে তাঁকে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'পিছিয়ে থেকো না, এগিয়ে এসো!' তাঁর এই চিরচেনা তরতাজা ফুরফুরে ভাব আর দৃঢ় মানসিকতার জন্যই তিনি বারবার সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন। এদিনও এলেন।

বিদেশ সফরেও নিজের নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস বজায় রেখে মমতা আরও একবার দেখালেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক মঞ্চেই নয়, সমান স্বচ্ছন্দ বিশ্বের যে কোনও রাস্তায়!

কানাডায় ভোট ২৮ এপ্রিল

অটোয়া, ২৪ মার্চ : আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ, অন্যদিকে কানাডাকে অঙ্গরাজ্য করার মার্কিন হুমকির কথা মাথায় রেখে আচমকা সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ৯ দিনের মাথায় দেশের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন। ২৮ এপ্রিল কানাডায় ভোট। পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল অক্টোবরে। নির্ধারিত সময়ের সাত মাস আগেই হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন।

কার্নি বলেন, 'আমি গভর্নর জেনারেলকে হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে ভোট করানোর কথা বললাম। ২৮ এপ্রিল ভোট হোক একথাও বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন।' নির্বাচন এগিয়া আনার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমেরিকা আমাদের ভাঙতে চাইছে, যাতে আমেরিকা আমাদের দখল নিতে পারে। আমরা (কানাডা) তা হতে দেব না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আমাদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেজন্য জনগণের রায় জোরালো হওয়া দরকার।'

হাসপাতালে হামলা, হত ৫১

গাজা, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহর থেকে রবিবার বাসিন্দাদের উত্তর গাজায় সরে যেতে বলেছিল ইজরায়েলি সেনা। সেইমতো দলে দলে প্যালেস্তিনীয়রা পায়ে হেঁটে উত্তর গাজার ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওইদিন গভীর রাতে খান ইউনুসের নাসির হাসপাতালে বোমা ফেলেছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। হাসপাতালটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসাকর্মী, রোগী সহ কমপক্ষে ৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একাধিক শিশু রয়েছে। মৃতের তালিকায় রয়েছেন জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের এক কমান্ডারও।

১০৭৮ পয়েন্ট উত্থান

মুম্বই, ২৪ মার্চ : টানা ৬ দিনের উত্থান একমাসের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছে দিল শেয়ার বাজারকে। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ১০৭৮.৮৭ পয়েন্ট উঠে ৭৭৯৮৪.৩৮ পয়েন্টে এবং নিফটি ৩০৭.৯৫ পয়েন্ট উঠে ২৩৬৫৮.৩৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

আজ শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : কর্ণাটকে এক প্রথমসারির মন্ত্রীর সঙ্গে অন্য মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিচারক সহ ৪৮ জনের বিরুদ্ধে মধুচক্র কেলেঙ্কারির যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করুক সিবিআই কিংবা বিশেষ তদন্তকারী দল সিট। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বিনয় কুমার সিং মামলা দায়ের করেছেন। আজ শুনানি হতে পারে ওই মামলার।

মমতার সঙ্গে বিরোধ ওড়ালেন অভিষেক

'বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে দরকার নেই'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনাই হতে চলেছে তৃণমূলের ইস্যু, সোমবার নয়াদিল্লিতে এক ঘরোয়া আলোচনায় সাংবাদিকদের এটাই বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের কথায়, 'বাংলার বঞ্চনা অবশ্যই একটি বড় ইস্যু হতে চলেছে আগামী নির্বাচনে। যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, সেই টাকা যদি মিটিয়ে দিত তাহলে প্রতিটি ব্লকে কোটি টাকার সেতু, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা যেত।' তবে আগে অপরাজিতা বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায় করাই মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, লোকসভা ভোটের আগে ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখে বিজেপি বাংলার মানুষের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ফলস্বরূপ লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির ফল খারাপ হয়েছে। তবুও বিজেপি শিক্ষা নেয়নি। এখনও ১০০ দিনের কাজের বরাত দেওয়া হয়নি বাংলায়। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূল ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক।

তবে বারবার দলের ফাটল নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও অভিষেক এদিন দলের অভ্যন্তরে কোনও বিদ্রোহ নেই বলেই দাবি করেছেন। বিরোধীদের প্রচারকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'দিদি আমার নেত্রী। কিছু ব্যক্তি দলের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও প্রভাব পড়বে না।' তিনি স্পষ্ট জানান, তৃণমূল দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলে। উত্তরবঙ্গ বা রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে অভিষেক স্পষ্ট জানান, '২০২৬-এ আমাদের কংগ্রেসের দরকার নেই।' তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বরাবরই সিপিআইএম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জোটের সুযোগ দিলেও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। ভবিষ্যতে জোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরোয়া আলোচনায় এপিক সংক্রান্ত অনিয়ম রুখতে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দলের পক্ষ থেকে দুইটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বুথস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নজরদারি চালানো হবে। ৯০ হাজার বুথে ৭.৫ কোটি ভোটারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে তৃণমূল।

প্রবীণ-নবীন একাকার। দলীয় সাংসদদের নিয়ে নয়াদিল্লিতে অভিষেক।

বেতন, ভাতা বাড়ল সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে দেশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে জর্জরিত আমজনতা। সেই সব ভুলে একলাফে ২৪ শতাংশ বাড়ানো হল সাংসদদের বেতন। প্রায় সমানুপাতিক হারে বাড়ছে সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশনও।

কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার সাংসদ ও প্রাক্তন সাংসদদের বেতন, দৈনিক ভাতা ও পেনশনে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমান সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন ও অতিরিক্ত পেনশন বাড়ানো হয়েছে।

নতুন বেতন কাঠামো এইরকম। ক্ষমতাসীন সাংসদদের বেতন আগে ছিল প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। দৈনিক ভাতা আগে ছিল ২,০০০ টাকা। এখন বেড়ে হয়েছে ২,৫০০ টাকা।

প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন আগে ছিল ২৫,০০০ টাকা। এখন তা বেড়ে ৩১,০০০ টাকা হয়েছে। অতিরিক্ত পেনশন (৫ বছরের বেশি সাংসদ থাকলে) আগে ছিল ২,০০০ টাকা প্রতি মাসে। এখন তা বেড়ে মাসিক ২,৫০০ টাকা হয়েছে।

এই বৃদ্ধি সাংসদদের বেতন, ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী করা হয়েছে এবং আয়কর আইনের 'কস্ট ইনফ্লেশন ইনডেক্স'-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

নাগপুর হিংসায় বাড়ি ভাঙা হল ফাহিমের

নাগপুর, ২৪ মার্চ : বিজেপি মানেই যেন বুলডোজার। আবারও বুলডোজার চলল বাড়ি ভাঙতে। এবার নাগপুরে। ঔরঙ্গজেবের সমাধিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নাগপুরে যে হিংসা ছড়িয়েছিল, সেই মামলায় দেশদ্রোহের অভিযোগে ধৃত সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি) নেতা ফাহিম খান ও আরও একজনের বাড়ি সোমবার ভেঙে দিল স্থানীয় পৌর প্রশাসন।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে বুলডোজার নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। নাগপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার পরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়ি ও দোকান ভাঙা শুরু করেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট সোমবার বুলডোজার প্রয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশের এহেন অতিসক্রিয়তাকে তীব্র তিরস্কার করেছে বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ।

নাগপুরের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে আবেদন জানানো হয়েছিল বম্বে হাইকোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রশাসনকে তিরস্কার করে আদালত। সেই সঙ্গে অবিলম্বে বুলডোজার চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তার আগেই সোমবার সকালে প্রশাসন নাগপুরের যশোধরা নগর এলাকার সঞ্জয় বাগ কলোনিতে হিংসায় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়ির একাংশকে 'বেআইনি নির্মাণ' বলে চিহ্নিত করে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এলাহাবাদে বদলি বিচারপতি ভার্মা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : দিনকয়েকের টানাপোড়েনের পর বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে বিচারের দায়িত্ব থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার উচ্চ আদালতের তরফে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির জন্য পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল সেখানকার বার কাউন্সিল। শীর্ষ আদালতের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সোমবার সেই প্রস্তাব সুপারিশের আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে এদিনই এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ বিচারপতি ভার্মার ইমপিচমেন্টের দাবিতে সরব হয়েছেন।

সম্প্রতি বিচারপতি ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি খতিয়ে দেখতে আরও তদন্তের প্রয়োজন। বিচারপতি ভার্মা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বাড়ির যে স্টোররুম থেকে টাকা উদ্ধারের দাবি করা হয়েছে সেখানে অনেকেই যাতায়াত করেন। ওই ঘরে বস্তা বস্তা টাকা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাড়িতে আগুন লাগার পর টাকা উদ্ধার সম্পর্কে তিনি বা বাড়ির গৃহকর্মীদের কেউ অবগত ছিলেন না বলেও বিচারপতি ভার্মা জানিয়েছেন।

বিতর্ক শুরু হওয়ার পর দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর বেঞ্চে কোনও মামলার শুনানি হয়নি।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যা রুখতে সুপ্রিম টাস্ক ফোর্স

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : পেশায় বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের সম্প্রতি মৃত্যু হয় নিউটাউনের একটি বহুতলের সাততলা থেকে পড়ে গিয়ে। অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। অন্যদিকে রাজস্থানের কোটায় একই দিনে দু'টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি মাসে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যু হল ছয়জনের। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি আবেদনের জবাবে জানা গিয়েছে, ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন।

দেশের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার যে ক্রমবর্ধমান ছবি সাম্প্রতিককালে উঠে এসেছে, তার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। সোমবার এই টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করা হয়।

২০২৩ সালে আইআইটি দিল্লির দুই দলিত ও আদিবাসী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনার পর তাঁদের পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বরং সমগ্র জনসমাজেই এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা।

বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা শিক্ষার্থী আত্মহত্যার এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন মনে করছি। এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না। শিক্ষাঙ্গনে এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্স চার মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করবে। সেই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে তার প্রতিরোধে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে জানাতে হবে কমিটিকে। টাস্ক ফোর্সে থাকবেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও।

আইআইটি দিল্লির দুই পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের সন্তানরা ক্যাম্পাসে হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর মামলা বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভর্ৎসনা করেছে দিল্লি পুলিশকে। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ বলেছে, আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল পুলিশের। বিশেষত আত্মহননের পিছনে সম্ভাব্য হেনস্তার বিষয়টি তদন্তকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল। উচিত ছিল সেইমতো এফআইআর করাও। কিন্তু তা না করে পুলিশ গুরুতর গাফিলতি করেছে। দিল্লি পুলিশকে ফের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। বিশেষ করে র‍্যাগিং, বৈষম্য ও হেনস্তার মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

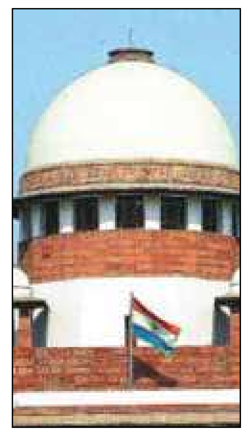

একনজরে

- টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট
- কমিটিতে থাকছেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তারাও
- আত্মহত্যার কারণগুলি খতিয়ে দেখে তার প্রতিকারে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে চার মাসের মধ্যে জানাতে হবে টাস্ক ফোর্সকে
- শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের হেনস্তা ও আত্মহত্যার তদন্তে গাফিলতির জন্য ভর্ৎসনা দিল্লি পুলিশকে
- পড়ুয়াদের আত্মহত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন, বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের
- ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন

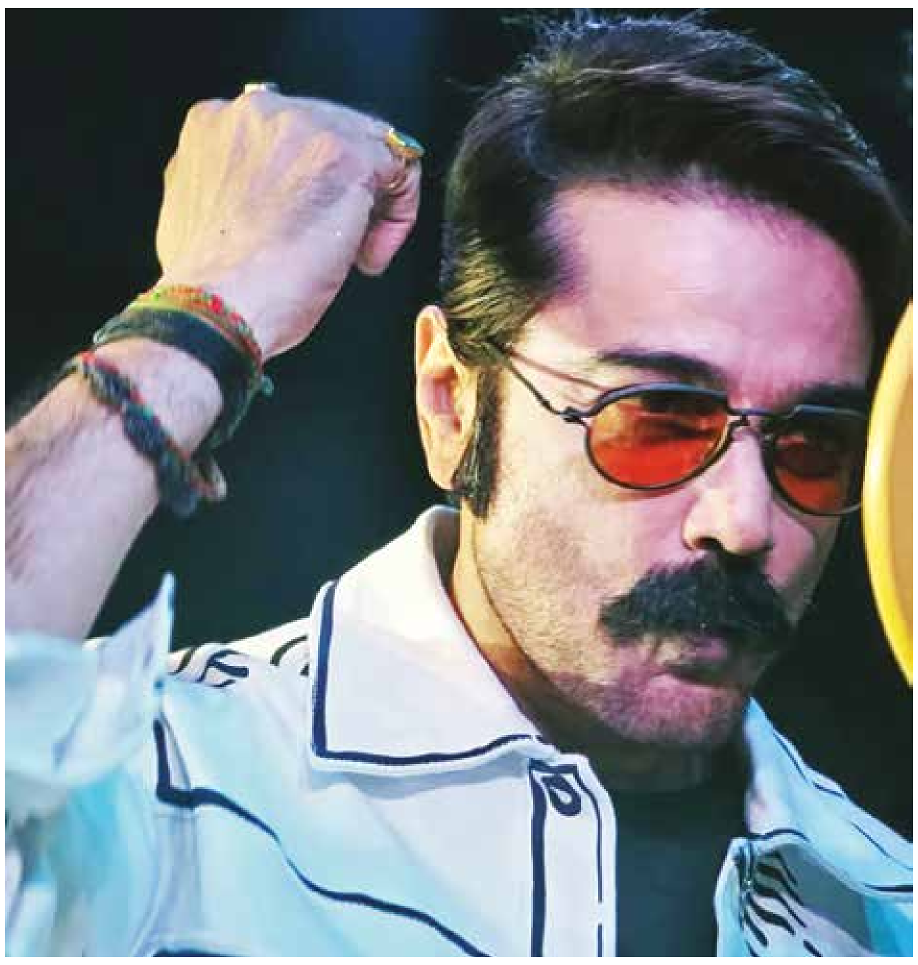

ছেলেকে নিয়ে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রসেনজিৎ?

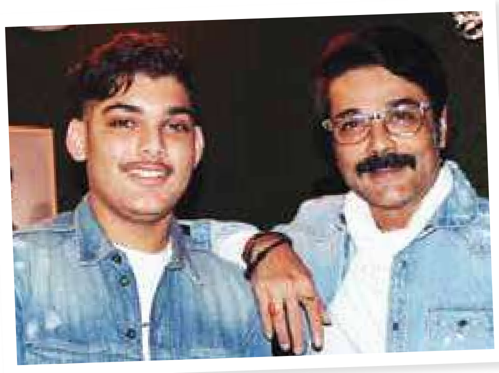

কিছুদিন আগেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর মিশুক অভিনয় করবে না। মানে তৃষাণজিৎ। প্রসেনজিৎ এবং অর্পিতার একমাত্র ছেলে। ছেলের মন পড়ে আছে ফুটবলে। কিন্তু না, ছেলে নিজেই বলেছেন, ফুটবলের কেরিয়ারে তাঁর উৎসাহ নেই। তাহলে? উনিশ বছরের জন্মদিন পেরোতে না পেরোতেই ছেলে জানিয়েছেন, তিনিও বাবার পেশায় আসতে চান।

মানে অভিনয়। প্রসেনজিতের ছেলে যে অভিনয় করবেন, তা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন না কেউ। কিন্তু প্রসেনজিৎ যে কথাটা ছেলেকে বলেছেন, সে কথা শুনে ইন্ডাস্ট্রির চক্ষু চড়কগাছ। কী বলেছেন তিনি?

'ছেলেকে পরিষ্কার বলে রেখেছি, তোমাকে সবরকম সাপোর্ট দেব। এ দেশের সিনেমা জগতের যে কোনও লোক আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তার পুরো সুবিধা আমার ছেলের জন্য নেব। তোমাকে সেরা ট্রেনিং দেব কিন্তু একটা কাজ আমি করব না, টাকা দিয়ে লঞ্চ করাব না।'

অথচ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ানের প্রথম ওয়েব সিরিজ কিন্তু রেড চিলিজ করছে। শাহরুখ সেখানে অভিনয়ও করছেন। যদিও আরিয়ান অভিনয় নয়, পরিচালনা করছেন, তবুও অন্য কোনও হাউজের হাত ধরে আরিয়ান আসেননি।

তাহলে মিশুকের হাউজ কে হবে? চর্চায় রয়েছে শ্রীভেঙ্কটেশ কিংবা কৌশিক গাঙ্গুলি। আর নায়িকা? না, পুরনো কেউ নয়। তিনিও হয়তো নতুন হবেন। অথবা বলিউডের। এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে বাবা যে ছেলেকে পরিচয় করাতে উঠেপড়ে লেগেছেন, সে কথা স্পষ্ট। ফিল্মি পার্টি হোক বা অ্যাওয়ার্ড শো, ছেলেকে নিয়েই পৌঁছোন তিনি। শুধু তাই নয়, ছেলের সঙ্গে পার্টিতে তারকাদের তোলা ছবিও নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করেন। তার মানে, জোরকদমে কাজ শুরু।

এবার ইন্ডাস্ট্রির নাম কি তৃষাণজিৎ? তেমনটি হতেই পারে। সম্প্রতি এসভিএফ ও হইচই সংস্থা তাদের ছবি ও সিরিজের ঘোষণা করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রসেনজিতের সঙ্গে তৃষাণজিৎ নজর কেড়েছিলেন সকলের। এদিনই শোনা গিয়েছিল, চলতি বছরেই তৃষাণজিৎ পা রাখবেন অভিনয়ে। তাঁর পিছনে থাকবেন এসভিএফই। প্রথমে এ বিষয়ে টনক নড়ে তৃষাণজিৎকে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির সেটে দেখে।

তাঁর ছবিতেই কি নতুন নায়কের আত্মপ্রকাশ হবে? উত্তরে সৃজিত না-ই বলেন। তবে তৃষাণজিৎ নাকি অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছেন দামিনী বেণী বসুর কাছে থেকে। তবে দামিনীও এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

যাই হোক না কেন, এবার তৃষাণজিতের এবার নায়ক হওয়ার অপেক্ষা।

সচেতনতা বাড়াতে সলমন

আইপিএল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঝকঝকে চকচকে মেজাজকে সরিয়ে যক্ষারোগের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আয়োজিত ক্রিকেট ম্যাচে হাজির ছিলেন সলমন খান। নিজের ইমেজ ও স্টারডমকে ব্যবহার করে এই উদ্যোগ যাতে সফল হয় এবং এরকম আরও অনুষ্ঠান যাতে হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। কিছুদিন আগে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তিনি চক্ষু শিবিরের আয়োজন করেন। তিনি ও তাঁর বিয়িং হিউম্যান এনজিও এমন নানা অনুষ্ঠান করেন, যক্ষা রোগের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ তেমনই একটি।

শ্রদ্ধার নাম জানা গেল

স্ত্রী ২ এত বড় হিট, তা সত্ত্বেও নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুরের নাম জানা যায়নি। তিনি স্ত্রী-র মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবিতে। বর্তমানে স্ত্রী ৩-এর স্ক্রিপ্ট ভাইরাল। তাতেই জানা গিয়েছে, এই ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের নাম হবে গায়ত্রী। এ নামের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। গায়ত্রী মন্ত্র অধ্যাত্মের পথে এগোবার শক্তি দেয়। ছবিতে ভিকি বিপদে পড়লে গায়ত্রী সবসময় তার পাশে দাঁড়ায়। স্ত্রী ২-এর ক্লাইম্যাক্সে দেখা যায়, সারকাটার হাত থেকে ভিকিকে বাঁচাতে গায়ত্রী, স্ত্রী-কে ডাকছে, এই সারকাটাই তার বাবা।

স্ত্রী ৩ ছবিতে দেখা যাবে মহাযুদ্ধ। ছবির নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মস। তাদের ব্যানারে ভেড়িয়া ২ তৈরি হবে, অভিনয়ে বরুণ ধাওয়ান। এছাড়া আয়ুষ্মান খুরানা, রশ্মিকা মানডানা অভিনীত থামা ছবিটিও আছে নির্মাতাদের তালিকায়। সব ফ্র্যাঞ্চাইজির মিলন ঘটবে স্ত্রী ৩-এ।

একনজরে সেরা ৫

শেখর, প্রাইম ঝগড়া

কিছুদিন আগে শেখর কাপুর অভিযোগ করেন, প্রাইম ভিডিও তাঁকে না জানিয়েই তাঁর ছবি ব্যান্ডিট কুইন কাটছাঁট করে দেখিয়েছে।... ক্রিস্টোফার নোলন-এর ছবি কি এভাবে কাটা যেত? সোমবার প্রাইম ভিডিও আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ করে জানিয়েছে, তারা ছবির ডিস্ট্রিবিউটার এনএইচ স্টুডিও থেকে ছবির যে ভার্সান পেয়েছে, তাইই দেখিয়েছে।

হতে পারে কহানি ৩

আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা না গেলেও শোনা গিয়েছে, পরিচালক-প্রযোজক সুজয় ঘোষ একটি চিত্রনাট্যকে মান্যতা দিয়ে বিদ্যা বালানের কাছে পাঠিয়েছেন, বিদ্যা তাতে রাজি হয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাবেন, তৈরি হবে কহানি ৩।
কহানি ২ হয়েছিল ২০০৬-এ।

কীর্তি সুরেশের হিন্দি ছবি

দক্ষিণী অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ আরও একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। রণবীর কাপুর তাঁর নায়ক হতে পারেন। এটি রোমান্টিক কমেডি হতে পারে। এর আগে বরুণ ধাওয়ান, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত বেবি জন ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

আমিরের স্বীকৃতি

সম্প্রতি আমির খান স্বীকার করেছেন, শাহরুখ ও সলমন খানের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে এখন, এই ৩৫ বছর পর নিজেদের মধ্যে তাঁরা বন্ধুত্ব আর উষ্ণতাই অনুভব করেন। আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে মুকেশ আম্বানির অনুরোধেই তিনি শাহরুখ-সলমনের সঙ্গে নেচেছিলেন। দুই খানকে তিনি বলেওছেন, এবার আমরা তিনজন একসঙ্গে ছবি করতেই পারি।

প্রতীক স্মিতা পাতিল

বাবার পদবি বব্বর ত্যাগ করে প্রতীক শুধু প্রতীক স্মিতা পাতিল হলেন। তিনি বলেছেন, আমার মন আর আত্মা যা চেয়েছে, তাই করেছি। আমি বাবার মতো হতে চাই না। আমার মায়ের সঙ্গেই জুড়ে থাকতে চাই। জন্মের পর থেকেই রাজ বব্বররা প্রতীকের সঙ্গে ছিলেন না। প্রতীকও তাঁর বিয়েতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাননি।

স্বস্তিকা ফের প্রেমে?

এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। একে বসন্ত, তায় গত পূর্ণিমাতে পুদুচেরিতে সমুদ্রের তীরে ঠিক কার সঙ্গে বসেছিলেন তিনি? এদিন তিনি যে ছবিটি শেয়ার করেছেন সেটা পুদুচেরিতে তোলা। তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কী আছে সেই ছবিতে?

অনেকটা দূর থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র সৈকতে পাথরের উপর এক জুটি বসে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে পাশাপাশি বসে আছেন তাঁরা। মুখ স্পষ্ট নয় যদিও। তবে তাঁদের সামনে থাকা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। ছবি পোস্ট করে টেক্কা অভিনেত্রী রবি ঠাকুরের গানের লাইন ধার করে লেখেন, 'তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা।'

যদিও ছবিতে থাকা মহিলাটি তিনিই কিনা স্পষ্ট নয়। তিনি ছবিটি তুলে থাকতে পারেন আবার ছবির মহিলাটিও তিনি হতে পারেন। তবে এমন রোমান্টিক লাইন দিয়ে ছবিটি পোস্ট করায় তাঁর অনুরাগীদের অনুমান, অভিনেত্রী ফের প্রেমে পড়েছেন। এই বসন্তেই তাঁর জীবনে লেগেছে প্রেমের রং। নেটপাড়ার অনুমান, প্রেমিকের সঙ্গে পুদুচেরি বেড়াতে গিয়েছেন অভিনেত্রী। সেখানেই তুলেছেন ছবিটি।

স্বস্তিকা ছবি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাঁকে নতুন প্রেমের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, এ পুরুষ কে! বলা বাহুল্য, স্বস্তিকা কোনও উত্তরই দেননি।

আওয়ারাপন সিক্যুয়েল, মুখ খুললেন ইমরান

চলতি বছর ইমরান হাশমি তাঁর জন্মদিন উদযাপনের ব্যবস্থাটা অন্যভাবে করলেন। সোমবার তিনি পোস্ট করেছেন আওয়ারাপন ২-এর খবর। ২০০7 সালের এই ছবির কিছু ক্লিপিংস সমৃদ্ধ একটি টিজার শেয়ার করেছেন। টিজারে দেখা যাচ্ছে, তিনি খাঁচা থেকে একটি পাখি উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, কারোর জন্য মরে যাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। টিজার শেষ হচ্ছে এই লেখা দিয়ে, আওয়ারাপন ২--সফর চলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'তেরা মেরা রিস্তা' গানটিও শেনা যায়, দর্শকদের নস্টালজিক করে তুলতে যা যথেষ্ট। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবি আসছে ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল। কিছুদিন আগে ওই ছবি তাঁর অভিনীত চরিত্রের অ্যানিমেটেড ক্লিপ শেয়ার করেন। সঙ্গে ছবির গান, তখনই অনুমান করা গিয়েছিল আওয়ারাপন ২-এর বিষয়ে। এখন আনুষ্ঠানিকভাবেই ঘোষণা করলেন ইমরান। প্রথম আওয়ারাপনের পরিচালক ছিলেন মোহিত সুরি। এবার সেই দায়িত্ব কে সামলাবেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে আবারও যে এমরান দারুণ শক্তিশালী পারফরমেন্স দেবেন, তা নিয়ে অনুরাগীরা নিশ্চিত।

রিয়ার 'সিদ্ধি'লাভ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য কেস ক্লোজ করল সিবিআই। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুশান্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত নয়। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ থেকে রিয়া চক্রবর্তীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এই কথা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে সিবিআইয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। রিয়ার ভাই শৌভিক সোশ্যাল হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'সত্যমেব জয়তে'। আর রিয়া তাঁর বাবা এবং ভাইকে নিয়ে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে যান। গণপতির আশীর্বাদ নিয়ে ফেরার সময় পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হন রিয়া। না, তিনি কোনও কথা বলেননি। শুধু হাতজোড় করে উচ্চারণ করেছেন, 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া'

আসছে ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায়

ছবির নাম কেসরি চ্যাপ্টার ২: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ জালিয়ানওয়ালাবাগ। সোমবার প্রকাশ্যে এল ছবির টিজার। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং তারপরের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। এই ঘটনা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পটাই বদলে দিয়েছিল। ছবির প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে। অক্ষয় ছবিতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ারের ভূমিকায়, তিনি এই নারকীয় ঘটনার পর ব্রিটিশ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ছবিতে এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় উঠে আসবে বলে নির্মাতারা দাবি করছেন, যার অনেকটাই নাকি আমাদের অজানা। এক মিনিট ১৫ সেকেন্ডের টিজারটির অসাধারণত্ব পরতে পরতে। প্রথম ৩০ সেকেন্ড কোনও টাইটেল বা দৃশ্য নেই, শুধু শোনা যায়

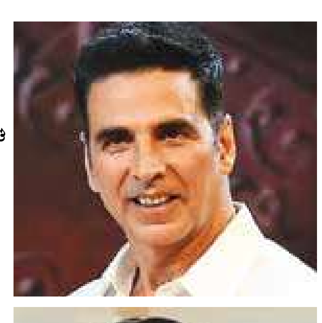

মানুষের চিৎকার, আক্রান্তদের আর্তনাদ, কান্না এবং হাহাকারের মতো একটি আবেদন-- দয়া করে থামান, গেট বন্ধ। এর সঙ্গে পর্দায় আসে একটা সাবধানবাণী, এই দৃশ্য ভীষণ ভয়ংকর, একে দেখানো যাবে না। শঙ্করণ আয়ার জালিয়ানওয়ালাবাদের ঘটনার প্রতিবাদে আইনের পথে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিক তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় সম্মিলিত নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুর ওপর জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনা নির্বিচারে গুলি চালায়। শতাধিক মানুষ সেদিন নিহত হন।

ভিন্নধর্মী ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী।

ছবির মুক্তি ১৮ এপ্রিল ২০২৫।

ঢাই কিলো হাত নিয়ে সানি

সানি দেওল-এর ছবি 'জাট'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির পরিচালক গোপীচাঁদ মলিনেনি। খলনায়ক রণদীপ হুড়া। এছাড়া আছেন বিনীত কুমার সিং, রেজিনা ক্রেসেন্দ্রা, স্বরূপা ঘোষ, সংযমী খের প্রমুখ। তিন মিনিটের ট্রেলারে দেখা যায়, অজস্র অপরাধ হয়ে চলছে যার হোতা রণতুঙ্গা বা রণদীপ। পরের দৃশ্যে সানির আগমন। পুলিশ অফিসার। বেশকিছু অপরধীকে শায়েস্তা করে তিনি নিজের পরিচয় দেন এবং জানান তিনি রানার দুনিয়াকে ধ্বংস করার মিশনে যাচ্ছেন। ট্রেলার শেষ হয় তাঁর আইকনিক ডায়লগে, এই আড়াই কিলো হাতের পাঞ্জার শক্তি পুরো উত্তর ভারত দেখেছে, এবার দক্ষিণ ভারতের পালা।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মাথাভাঙ্গা, ২৪ মার্চ : মাথাভাঙ্গা সায়েন্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে সোমবার থেকে শুরু হল দু'দিনব্যাপী বিজ্ঞান মডেল, পোস্টার, বিজ্ঞান বিষয়ক অঙ্কন, কুইজ প্রতিযোগিতা। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান প্রদর্শনীও হবে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার প্রফেসর ও ডিন ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দত্ত, শীতলকুচি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ আফজাল হোসেন, মৎস্য বিশেষজ্ঞ লক্ষ্মীকান্ত বর্মন প্রমুখ। এদিন প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ৫০টি বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। মাথাভাঙ্গা সায়েন্স অ্যাকাডেমির সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ রায় লস্কর জানালেন, দু'দিনব্যাপী ওই অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ ও তাৎক্ষণিক প্রতিযোগিতা হবে।

ট্যাবলোর সূচনা

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : সোমবার বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষ্যে একটি ট্যাবলোর সূচনা করা হল। কোচবিহার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে ট্যাবলোটি বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আরি। এদিন যক্ষ্মা রোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	০

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৩
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০

আজ শহরে

■ অনুভব নাট্য সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষের ষষ্ঠদিনের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্র ভবনে হযবরল প্রযোজিত দেবশংকর হালদার অভিনীত নাটক 'একনায়কের শেষ রাত'।

কোচবিহারে ইদ ও চৈত্রের কেনাকাটা। সোমবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

কোচবিহারে ইদের বাজার জমজমাট

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : বেনারসের লাড্ডু, সেমাই থেকে, কলকাতার ফেনি লাচ্ছা। ছেলেদের পাঞ্জাবি থেকে মেয়েদের লং কুর্তি কিংবা সারারা। ইদুলফিতরের সৌজন্যে শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের এখন দম ফেলবার ফুরসত নেই। দিন এগিয়ে আসায় তুফানগঞ্জ, পুণ্ডিবাড়ি সহ শহরতলির বিভিন্ন জায়গা থেকেও ক্রেতারা ইতিমধ্যেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন বাজারে। ভিড় বাড়তেই আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, শনিবার থেকেই ব্যবসা জমে উঠেছে। ইদের আগের দু'দিন বিক্রিবাটা আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী তাঁরা।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইদের সকালে নতুন পোশাক পরে নমাজ পাঠ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক কেনাই নয়, এই উৎসবে পোশাক উপহার দিতেও দেখা যায় অনেককে। এদিন বাজারে গিয়ে দেখা গেল, বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সকাল থেকেই ভিড়ে ঠাসা। বেলা বাড়তেই ভিড় আরও উপচে পড়ে দোকানগুলিতে। কেনাকাটায় পুরুষদের চাহিদা মূলত পাঞ্জাবি-পাজামা এবং বাহারি জুতোর। মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে লং কুর্তি, লং ফ্রক, শাড়ি এবং সারারা সেটের চাহিদা রয়েছে। বস্ত্র ব্যবসায়ী পল্টু সাহা বলেন, 'ইদের বাজার করতে অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে দোকানে আসছেন। ইদের আগের দিন বাজারে খুব ভিড় হয়। তাই আগেভাগে কেনাকাটা সারতে বাজারে সকাল থেকেই এসেছেন।'

এদিন বাজারে ছেলে এবং পরিবারের জন্য কাপড় নিতে এসেছিলেন রেবাবা বিবি। তাঁর কথায়, 'প্রথম ধাপে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করছি। পরের ধাপে আত্মীয়দের জন্য কেনাকাটা করা হবে। এছাড়াও সেমাই এবং মিক্সচার মশালা নিতে বাজারে এসেছি।'

তবে শুধু জামাকাপড় কিনলেই তো আর হবে না। ইদের খাওয়াদাওয়ার তালিকায় প্রথমেই থাকে সেমাই। এদিন সকাল থেকেই সেমাইয়ের দোকান থেকে ফেনি লাচ্ছা বা বেনারসের লাড্ডু সেমাই কিনতে ভিড় দেখা গিয়েছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের। ইদ উপলক্ষ্যে বাজারে কলকাতার ফেনি লাচ্ছা সেমাই ১৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বেনারসের লাড্ডু সেমাই ১৫০-১৬০ টাকা কেজি, রুমালি সেমাই ১২০ টাকা প্রতি কেজি, কলকাতার লাচ্ছা সেমাই ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির সেমাই। এসব ছাড়াও ড্রাই ফ্রুট, বাদাম, কাজু, চেরি, কিশমিশ, মিক্সচার মশলা, নারকেল বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলিতে।

বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম কুণ্ডু বলেন, 'বস্ত্র ব্যবসায়ীরা দুর্গাপুজো এবং ইদের দিকে প্রতিবছর তাকিয়ে থাকে। ইদের সপ্তাহখানেক আগে থেকে কেনাকাটা করতে অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে বাজারে আসছেন।'

লাচ্ছা সেমাই

■ কোচবিহার শহরের বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সকাল থেকেই ভিড়ে ঠাসা

■ কেনাকাটায় পুরুষদের চাহিদা মূলত পাঞ্জাবি-পাজামা এবং বাহারি জুতোর

■ মেয়েদের লং কুর্তি, লং ফ্রক, শাড়ি এবং সারারা সেটের চাহিদা রয়েছে

■ বাজারে কলকাতার ফেনি লাচ্ছা সেমাই ১৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে

■ বেনারসের লাড্ডু, সেমাই ১৫০-১৬০ ও রুমালি সেমাই ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে

চক্ষু বিভাগে একা কুম্ভ

চোখের সমস্যা নিয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে গেলে চটজলদি সুরাহা মেলার সম্ভাবনা কম। আর অস্ত্রোপচারের বিষয় হলে দু'-চার মাস অপেক্ষা করতে হতে পারে, আলোকপাত করলেন **শিবশংকর সূত্রধর**।

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে মাত্র একজন চিকিৎসক রয়েছেন। ফলে অস্ত্রোপচারের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। চিকিৎসকের অপ্রতুলতায় এখান থেকে চক্ষু বিভাগের রোগীরা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন বলে স্বীকার করছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষও। গত বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস মিলিয়ে মোট ১২৫ জনের চোখের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। সেখানে এবছরের হিসেব অনুযায়ী মাত্র ৭১ জনের অস্ত্রোপচার করা গিয়েছে। অথচ বহির্বিভাগে রোগীর ভিড় লেগেই রয়েছে। সব মিলিয়ে চক্ষু বিভাগ নিয়ে হিমসিম অবস্থা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'চিকিৎসক মাত্র একজন থাকায় সমস্যা হচ্ছে। অনেক রোগীই বাইরে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ পেয়েছি। চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়েছে।' চিকিৎসকের অভাবে পরিষেবা দিতে এতটাই হিমসিম অবস্থা যে বহির্বিভাগও নিয়মিত চালানো যাচ্ছে না। অন্য বহির্বিভাগ প্রতিদিন খোলা থাকলেও চক্ষু বহির্বিভাগ সপ্তাহে মাত্র তিনদিন করে চলছে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের পড়াশোনা, বহির্বিভাগে রোগী দেখা, অস্ত্রোপচার সহ আনুষঙ্গিক পরিষেবার জন্য মাত্র একজন চিকিৎসকই রয়েছেন। ফলে সমস্যা বাড়ছেই। এই বিভাগে অন্তত পাঁচজন চিকিৎসকের প্রয়োজন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

গত বছর ১০ জুলাই থেকে এই বিভাগের এক চিকিৎসক অর্কেন্দু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎই ডিউটিতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে শোকজ করা হয়। তিনি কাজে যোগ না দেওয়ায় ওই বছরই নভেম্বর থেকে তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও নিয়োগ না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন রোগীরা। কারও তিন মাস বা কারও ছয় মাস ধরে অস্ত্রোপচার আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথা, 'মৃণাল মজুমদার নামে একজন চিকিৎসকই রয়েছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে একাই যতটা সম্ভব অস্ত্রোপচার ও রোগী দেখছেন। আরও চিকিৎসক নিয়োগ হলে সমস্যা মিটবে।'

হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে এমজেএন মেডিকেলের বহির্বিভাগে ৪,৯৫৫ জন রোগী চিকিৎসা করান। সেখানে ১২৫ জনের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সেই তুলনায় এ বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ৪,৮২১ জন রোগী এসেছেন। অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল ৭১ জনের। খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা এক রোগীর পরিজন দুলাল সাহা বলেছেন, 'মাসের পর মাস ধরে ঘুরলেও অস্ত্রোপচারের ডেট পাওয়া যায় না। মেডিকেল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় চক্ষু বিভাগে মাত্র একজন চিকিৎসক, তা মেনে নেওয়া যায় না।'

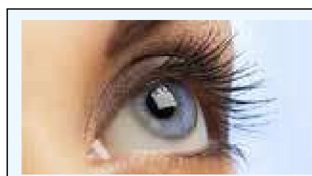

বিপাকে রোগীরা

■ চিকিৎসকের অপ্রতুলতায় এখান থেকে চক্ষু বিভাগের রোগীরা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন

■ বহির্বিভাগ প্রতিদিন খোলা থাকলেও চক্ষু বহির্বিভাগ সপ্তাহে মাত্র তিনদিন চলছে

■ পড়ুয়াদের পড়াশোনা, বহির্বিভাগে রোগী দেখা, অস্ত্রোপচার একজনকেই করতে হচ্ছে

■ কারও তিন মাস বা কারও ছয় মাস ধরে অস্ত্রোপচার আটকে

সচিব বদল

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব বদল হল। মঙ্গলবার থেকে সচিব হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পবিত্রা লামা। ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া তাঁকে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পবিত্রা ওসি সিভিল ডিফেন্স ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'ওই দায়িত্বের পাশাপাশি পবিত্রাকে ট্রাস্ট বোর্ডের সচিবের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : পাম্পকর্মীদের বকেয়া বেতন, এরিয়ার, পরিচয়পত্র দেওয়া সহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন সিটু অনুমোদিত পিএইচই পাম্প ওয়ার্কার্স কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা। সোমবার সংগঠনের কার্যালয় থেকে পাম্পকর্মীদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এরপর জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নর্দার্ন মেকানিক্যাল সাব-ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি একটি স্মারকলিপিও দেন তাঁরা।

বসন্ত উৎসব

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হল। সোমবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে নাচ, গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আবির খেলা হয়।

খাবার বিলি

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : মায়ের মৎস্যমুখী উপলক্ষ্যে মাতৃমার সামনে রোগীর আত্মীয়দের দুপুরের খাবার তুলে দিলেন আস্থা ফাউন্ডেশনে সদস্যরা। সোমবার ওই খাবার তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, মারুগঞ্জের বাসিন্দা রেবারানি দত্তের মৎস্যমুখী উপলক্ষ্যে তাঁর তিন ছেলে ২০০ জন মানুষের জন্য খাবার তাদের হাতে তুলে দেন।

ব্লাড ব্যাংক দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৪ মার্চ : দিনের পর দিন রক্তের চাহিদা বাড়ছে। সিজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপারেশনের ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন হয়। অথচ মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের মহকুমা হাসপাতালে আজ পর্যন্ত ব্লাড ব্যাংক গড়ে ওঠেনি। মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক না থাকায় ভোগান্তির শিকার হতে হয় মেখলিগঞ্জের সাধারণ মানুষকে।

জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে প্রতি মাসে প্রায় ২৪০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। মাসে গড়ে ৮০ থেকে ৯০টি সিজার। কম করেও ৩০০টি ডেলিভারি হয়। ওটি'র ক্ষেত্রেও রক্তের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া মহকুমায় অনেক থ্যালাসিমিয়ার রোগী রয়েছে, রক্তের প্রয়োজন সেইসব থ্যালাসিমিয়া রোগীরও। স্বাভাবিকভাবেই ১২০ শয্যাবিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরির দাবি তুলছেন সাধারণ মানুষ।

মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জ থেকে কোচবিহার জেলা সদর শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিমি। ফলে রক্তের প্রয়োজনে মেখলিগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে পাশের মহকুমা মাথাভাঙ্গা কিংবা পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি শহরের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ কোচবিহার সদরের থেকে মেখলিগঞ্জবাসীর কাছে জলপাইগুড়ি জেলা সদরের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার কম। সে ক্ষেত্রেও একজন রোগীর একাধিক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হলে প্রতিদিন রক্তের জন্য এক থেকে আরেক ব্লাড ব্যাংকে ছুটতে হয় রোগীর আত্মীয়পরিজনদের। ২০১৭ সালে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট (বিএসইউ) খুললেও সমস্যা মেটেনি।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা তথা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশলয়ের তরফে শুভ চন্দ বলেন, 'বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত আনতে গেলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না। পরে আমরা যাঁরা বিভিন্ন সময় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি, তাঁরা ডোনার পাই না। ফলে রক্তদান শিবিরের তুলনায় মানুষের প্রয়োজনে সরাসরি ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্ত দেওয়া পছন্দ করছেন অনেকে। কিন্তু মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক নেই। এ ক্ষেত্রে একটাই সমাধান, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চাই।'

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা (রক্ত নিরাপত্তা)-কে স্মারকলিপির মাধ্যমে এই দাবি সম্পর্কে অবগতও করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবার উদ্বোধনে এসে নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ব্লাড ব্যাংক তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নেন বিধায়ক তথা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী। ব্লাড ব্যাংক যে প্রয়োজন, সেকথা মেনে নিয়েছেন মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলও।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা তথা নিয়মিত রক্তদাতা দেবজ্যোতি রায় লস্করের কথায়, 'আমরা চাই মেখলিগঞ্জের মানুষের স্বার্থে মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হোক। জেলার অন্য মহকুমায় ব্লাড ব্যাংক থাকলেও মেখলিগঞ্জ কেন বঞ্চিত, তা জানি না।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস বলেন, 'ব্লাড ব্যাংক তৈরির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

> আমরা চাই মেখলিগঞ্জের মানুষের স্বার্থে মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হোক। জেলার অন্য মহকুমায় ব্লাড ব্যাংক থাকলেও মেখলিগঞ্জ কেন বঞ্চিত, তা জানি না।
>
> **-দেবজ্যোতি রায় লস্কর**
> *নিয়মিত রক্তদাতা*

পাড়ায় পাড়ায়

কোচবিহার

নর্দমা যেন সবুজ কার্পেট

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : একদিকে মশার কামড়, অন্যদিকে সাপের উপদ্রব ও দুর্গন্ধ। নর্দমার এমন ত্রিফলা আক্রমণে জেরবার দুটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। রূপনারায়ণ রোডের একদিকে রয়েছে ১৯ নম্বর, অন্যদিকে রয়েছে আট নম্বর ওয়ার্ড। রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের বিপরীতে ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'তিন থেকে চার বছর হয়ে গেল ঠিকমতো নর্দমা পরিষ্কার করা হয় না। নর্দমার জলবদ্ধ জলাশয়ের মতো বছরের পর বছর এভাবেই থাকে। সেখানে ছোট ছোট এক ধরনের সবুজ পাতা ড্রেনের ওপরটি এমনভাবে ঢেকে গিয়েছে যে হঠাৎ করে দেখলে সেটিকে সবুজ গালিচা মনে করে ভুল করেন। স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী মহুল কর ক্ষোভের সুরে বললেন, 'মশা ছাড়াও নর্দমার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বেশ কয়েকটি সাপ। সাফাইকর্মীরা ওপর থেকে ময়লা বা প্লাস্টিক তুলে নিয়ে যান। কিন্তু নর্দমা পরিষ্কার করার কোনও উদ্যোগ নেই।'

মাথাভাঙ্গা

রাস্তা আটকে কাজ করায় সমস্যা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ মার্চ : পুরসভার তরফে তিন নম্বর ওয়ার্ডে সিলভার জুবিলি রোডের ধারে পাকা ড্রেন সহ নতুন কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, ওই কাজের জন্য যে মাটি খোঁড়া হয়েছে সেই মাটি ও পুরোনো কালভার্টের কংক্রিটের চাঙড় রাস্তার ওপরে রেখে কাজ করা হচ্ছে। এতে ওই রাস্তাটি দিয়ে যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। রাস্তা আটকে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন তিন, সাত, আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ওই রাস্তাটি দিয়ে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে। এছাড়াও মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সিলভার জুবিলি রোডটি ব্যবহার করা হয়।

এমন ঘটনায় পুরসভা কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য নিযুক্ত পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাত নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শম্ভু সাহা বলেন, 'তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে মাটি এবং চাঙড় সরিয়ে নেওয়া উচিত পুরসভার। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে আসা মাত্র রাস্তায় খানিকটা মাটি সরিয়ে সাধারণ মানুষের হেঁটে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

তথ্য : তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস ও বিশ্বজিৎ সাহা

পানীয় জলের পাইপ ফেটে ভাসছে মাঠ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৪ মার্চ : ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামতে থাকায় উদ্বেগ বেড়েছে গোটা বিশ্বে। পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে সব দেশ। এর গুরুত্ব বোঝাতে গত শনিবার পালিত হয়েছে বিশ্ব জল দিবস। অথচ মাসখানেক ধরে পাইপ ফেটে জলে টইটুম্বুর হুজুর সাহেবের মেলার মাঠের একাংশ। এলাকাবাসীর দাবি, মেলার দোকান তৈরির সময় খুঁটি পুঁততে গিয়ে মাঠের দক্ষিণদিকের রাস্তার পাশে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের পাইপ ফেটে যায়। খবর দেওয়া সত্ত্বেও, পুরসভা থেকে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি এখনও।

হলদিবাড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ধারানগর এলাকায় রয়েছে জলাধার। সেখান থেকে পুরসভার পাশাপাশি সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাতেও পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। শহরের উপকণ্ঠে থাকা দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দেবত্তোর বক্সিগঞ্জ এলাকাতেও নলবাহিত পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়া হয় এখান থেকে। হুজুরের মাঠ সংলগ্ন পাঠানপাড়ার দিকে রাস্তার ধারে পানীয় জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় বর্তমানে ওই এলাকা পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

স্থানীয় বাবলু মহম্মদের দাবি, 'জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি পানীয় জল দূষিত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। বিপুল পরিমাণ পানীয় জলের অপচয় হওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে রাজস্বের। এই অবস্থা মাসখানেক ধরে চললেও পুর কর্তৃপক্ষ সেই 'দেখছি দেখব' করেই কাটাচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা জামসেদ আলি বলেন, 'এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কুয়ো ও নলকূপের আয়রনমিশ্রিত জল খেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় পরিস্রুত পানীয় জল দেদার অপচয় হচ্ছে। দিনে তিনবার জল সরবরাহের সময় তীব্র গতিতে পানীয় জল বেরিয়ে আসছে। সেই জলে ভাসছে হুজুর সাহেবের মেলার মাঠ চত্বরের একাংশ।' পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত পাইপটি সারানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হবে।'

হুজুরের মেলা চত্বরে পাইপ ফেটে পানীয় জলের অপচয়। -সংবাদচিত্র

পুলিশি প্রহারে মৃত্যুর অভিযোগে পদক্ষেপ

তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ মার্চ : কোচবিহারের হরিণচওড়ায় সম্প্রতি পুলিশের প্রহারে এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল এলাকা। সোমবার সেই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে পুলিশকে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক নাও হতে পারে। তবে ঘটনায় পুলিশ যুক্ত কি না সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।'

গত জানুয়ারিতে হরিণচওড়া বাঁধের কাছে পুলিশ গাড়ির চালকের সঙ্গে মৃতার বড় ছেলে আমজাদ আলির বচসা বাধে। সেই ঘটনার জেরেই ১৮ জানুয়ারি রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কোতওয়ালি থানার ২০-২২ জনের পুলিশ বাহিনী আমজাদের বাড়িতে হানা দেয়। অভিযোগ, ওই সময় পুলিশের অত্যাচারে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তায় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবারটি। এদিন বিচারপতি এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করতে বলেন এবং রাজ্যকে নতুন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

> ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আঘাতের চিহ্নও তো রয়েছে। সেটা সঠিক কি না তা দেখা দরকার। তাই, মামলা রুজু করে তদন্ত করুক পুলিশ।
>
> তীর্থঙ্কর ঘোষ, বিচারপতি

পরিবারের আইনজীবী শামীম আহমেদ আদালতে অভিযোগ করেন, আবেদনকারীর পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ এনে রাতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। সেই সময় ওই মহিলাকেও মারধর করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, এটা আকস্মিক ঘটনা। ওই মহিলার গুরুতর হৃদরোগ ছিল। উত্তেজনাবশত হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ওই মহিলার ছেলেদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। সেই ভিত্তিতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে। ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আদালতে পেশ করে রাজ্য।

বিচারপতি বলেন, 'ময়না তদন্তের রিপোর্টে আঘাতের চিহ্নও তো রয়েছে। সেটা সঠিক কি না তা দেখা দরকার। তাই, মামলা রুজু করে তদন্ত করুক পুলিশ।'

পরিবারের আইনজীবীর দাবি, ওই মহিলার ছেলেদের ও স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদি ১৬ জানুয়ারি এফআইআর দায়ের করা হত, তাহলে ১৭ তারিখ আদালতে পেশ করার কথা। ১৮ তারিখ গ্রেপ্তারের পর পুলিশ সিডি দেয়নি। তাই, জামিনও হয়নি। এই ঘটনায় এসপির রিপোর্ট চাওয়া হোক। রাজ্যের দাবি, পোর্টালে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। ক্রমিক সংখ্যায় ভুল থাকতে পারে। বিচারপতি জানান, এমন অন্তত ৫০টি মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলা তাঁর এজলাসে আসে। বিচারপতি এই ঘটনায় পুলিশকে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ফের রিপোর্ট পেশ করতে বলেন। ২৭ মার্চ মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

উদয়নের বিরুদ্ধে ইডিতে অভিযোগ শংকরের

কলকাতা, ২৪ মার্চ : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহকে এবার ইডির হুমকি দিল বিজেপি। শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের অভিযোগ, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন 'সকলের জন্য বাড়ি' এই সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছেন উদয়ন। সরকারি এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি অনুদানের পাশাপাশি উপভোক্তাকেও ২৫ হাজার করে টাকা দিতে হয়। তার বিনিময়ে বাড়ি তৈরির জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পান উপভোক্তারা। শংকরের অভিযোগ, দিনহাটা পুরসভার ডেভেলপমেন্ট ফি-এর নামে উপভোক্তাদের থেকে টাকা নিয়েছেন উদয়ন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি দুর্নীতি তদন্তে ইডিকেও চিঠি দিচ্ছেন শংকর। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। এদিকে শংকরের অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন উদয়ন বলেন, 'বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' তবে শংকরের ইডি হুঁশিয়ারিকে পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি উদয়ন। এই প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'যে কোনও তদন্তকেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে ইডি দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না। ওদের তো একটা কাকা আর একটা জ্যাঠা। কাকা হলেন সিবিআই আর জ্যাঠা হলেন ইডি। এদের হাতিয়ার করেই ওরা রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখছে।' তৃণমূলের মতে, ২৬-এর বিধানসভা ভোট আসছে। উত্তরবঙ্গে বিশেষত কোচবিহারে উদয়নের মতো নেতাকে কবজা করতেই এটা বিজেপির চক্রান্ত। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। আদালতের রায়ই শেষ কথা বলবে।

এদিকে, সম্প্রতি কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র ওপর তৃণমূলী হামলার অভিযোগ করেছিল বিজেপি। উদয়নের ওপর চাপ বাড়াতে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র দীনহাটায় প্রতিবাদ মিছিল করার পরিকল্পনা করেছেন শুভেন্দু।

দু-তিন সারিতে দাঁড়িয়ে টোটো

মেখলিগঞ্জ হাসপাতাল মোড় চত্বরে যানজট

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ হাসপাতাল মোড় চত্বরে যানজটে চলাফেরাই মুশকিল।

বিরক্ত পথচারীরা

- টোটোর বাড়বাড়ন্তে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা
- গোদের ওপর বিষফোড়া একাধিক ওষুধের দোকান, খাবারের হোটেল
- ফলে ওই এলাকায় ভিড় বাড়ছে
- বাস টার্মিনাস এলাকায় কিছু টোটো অপেক্ষা করলে মানুষের সুবিধা হবে বলে মনে করছেন শহরবাসী

মেখলিগঞ্জ, ২৪ মার্চ : মেখলিগঞ্জ হাসপাতাল মোড় চত্বরে যানজটের সমস্যায় তিতিবিরক্ত পথচারী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনরা। টোটোর বাড়বাড়ন্তে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। একটা সময় মেখলিগঞ্জ হাসপাতালের ভেতরেই টোটো রাখা হত। পরবর্তীতে রোগীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে হাসপাতালের বাইরে রাস্তার দুই ধারে সারিসারি টোটো দাঁড়িয়ে থাকে। অভিযোগ, টোটোগুলি দুই তিন সারিতে দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট তৈরি হয়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাতে গড়ে ওঠা একাধিক ওষুধের দোকান থেকে শুরু করে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, খাবারের হোটেল। ফলে ওই এলাকায় ভিড় বাড়ছে। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা রুদ্রদীপ গুহর কথায়, 'টোটো মানুষের প্রয়োজনে অবশ্যই সেখানে প্রয়োজন। তবে দুই তিন সারি করে রাস্তার দু'পাশে টোটো রাখায় যানজট হচ্ছে। পাশেই রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠ রয়েছে। শিশুদের নিয়ে ওই রাস্তায় যাতায়াত করতে ভয় হয়। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে চ্যাংরাবান্ধা মেখলিগঞ্জ সড়কের পাশেই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, মেখলিগঞ্জ পুরসভার পাশাপাশি হলদিবাড়ি ব্লকের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ওই হাসপাতালে আসেন। কখনও অ্যাম্বুল্যান্স আবার কখনও টোটোয় রোগীদের নিয়ে আসা হয় সেখানে। তবে হাসপাতাল চত্বরে যানজটে রোগীদের নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোনও রোগীকে যানজট পেরিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এতে যে কোনও সময় কারও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানিয়েছেন মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুই তিন সারিতে টোটো না রেখে বাস টার্মিনাস এলাকায় কিছু টোটো অপেক্ষা করলে মানুষের সুবিধা হবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমবে।

বাসিন্দা বাপী দাস বলেন, 'দুই তিন সারিতে টোটে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। পাশাপাশি অন্য একটি বড় যানবাহন চলাচলের জায়গা পর্যন্ত থাকে না। তাই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

সোনাঝরা রোদ্দুর

সূর্য অস্তাচলে।। কোচবিহার সাগরদিঘির পাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সুখ আসলে গভীর ঘুমে

প্রথম পাতার পর

সেইসঙ্গে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ, মাথাপিছু জিডিপি'র হিসেবও ধরা হয়েছিল। দেখা হয়েছে দানধ্যান, কুড়িয়ে পাওয়া কারও মানিব্যাগ ফেরত দেওয়া, অচেনা লোকজনকে সাহায্য করা, স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদি। এই তালিকায় সবথেকে তলানিতে আফগানিস্তান, সিয়েরা লিওন, লেবানন। এই তালিকা যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা জানাচ্ছেন, জীবনযাত্রার মূল্যায়ন, সদর্থক আবেগ আর নঞর্থক আবেগ এই তিনটি বিষয় তাঁরা বিচার করে দেখেছেন। তবে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে কোনও দেশের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানের ওপর। কেননা এটাই মানুষকে সুখী করে। এই রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, যাঁরা অন্যদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খান, তাঁরা বেশি সুখী। আমেরিকার মতো দেশে লোকে আলাদা একাকী ভোজন করেন, তাঁরা কম সুখী। আবার করোনার সময় লোকের সমবেদনা যতটা বেড়েছিল করোনার পরে তা কমে গিয়েছে অনেকটাই।

এ দেশে দেখা গিয়েছে আরও একটা জিনিস। ভারতে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। গোটা দুনিয়ায় বৃদ্ধের সংখ্যায় আমরা দ্বিতীয়। কমবয়সিদের তুলনায় কিন্তু ভারতে বয়স্করা বেশি সুখী। তাঁরা বাসস্থান, চিকিৎসা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায় খুশি। এতদিনের ধারণা ছিল এর উলটোটা। মনে করা হত এখানে বয়স্করা অবহেলিত, বঞ্চিত। মনে করা হত, বয়স আর তৃপ্তি বড়লোকদের দেশে হাতধরাধরি করে চলে। ভারতে সবথেকে বেশি অসুখী মধ্যবয়স্ক নিম্ন মধ্যবিত্তরা।

সুখ কী, সুখী কে এ নিয়ে এ দেশে বহু ভাবনাচিন্তা হয়েছে বহুদিন ধরে। কঠোপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ নিয়ে অনেক ভারী ভারী ব্যাখ্যা রয়েছে। আগ্রহীরা উলটেপালটে দেখে নিতে পারেন। তবে এই উপনিষদেই বলা হয়েছে, সবথেকে সুখ পাওয়া যায় গভীর ঘুমে। তা হল পরম আনন্দ। এই সুখের তুলনা হয় না। গভীর ঘুমের সময় আমরা একা। ফলে কোনওরকম ভয় থাকে না। অতএব অত ভাবনায় কাজ কী, আসুন নিদ্রা যাই।

হলুদ ফুলে আপনমনে বসে।। সোমবার কোচবিহার শহরে।

কনভেনশন

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : পুর শ্রমিক কর্মচারীদের কনভেনশন হল কোচবিহারে। শহরে ইউনিয়নের অফিসে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনে থাকা বেশ কিছু পুর কর্মচারী ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিক সংগঠন টিইউসিসিতে যোগ দেন।

আইনি পরামর্শ

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় সোমবার পেস্টারঝাড় হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আইনি কর্মশালা হয়। শিশুর যত্ন ও সুরক্ষা, আইনি সমস্যার সমাধানে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, বাল্যবিবাহ রোধে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা, পকসো আইন, মানব পাচার ইত্যাদি বিষয়ে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরুণ চক্রবর্তী, পেস্টারঝাড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ পঙ্কজ মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় টহল সেনার

প্রথম পাতার পর

বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমগির বলেন, 'দেশকে অস্থিতিশীল করতে ও বিপদে ফেলার জন্য সুচতুর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হচ্ছে।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কোন পথে বাংলাদেশ? কারও কারও মতে, সোমবার অফিসারদের বৈঠকে সেনাপ্রধানের বক্তব্যে দেশ পরিচালনায় সেনার হস্তক্ষেপের আভাস আছে। আবার এরকম চর্চাও হচ্ছে যে, বাংলাদেশে শীঘ্রই রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে ইঙ্গিত দিয়ে সেনাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন ওয়াকার। তিনি ভাষণ দিলেও এ বিষয়ে বাংলাদেশ সেনার পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি সোমবার।

তবে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লার সেনার বিরুদ্ধে 'আওয়ামি লিগের দালালি' করার অভিযোগ খারিজ করে বিবৃতি দিয়েছে সেনার জনসংযোগ শাখা। যদিও কুষ্টিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই বিএনপি নেতাকে আটক করেছে সেনা। তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভেড়ামারা উপজেলা থেকে বিএনপি নেতাদের ধরা হয়েছে, সেটা এখনও আওয়ামি লিগের শক্তঘাঁটি। শনিবার রাতে সেখানে আওয়ামি লিগ ও বিএনপির মধ্যে গুলি-বোমার লড়াই হয়েছিল।

পালাবদলের বাংলাদেশে বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তারি তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া সেনার গতিবিধি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নীরবতাতেও নানা জল্পনা ছড়াচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চিন সফরের আগে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সরকার এবং এনসিপি, জামাতের মতো কট্টরপন্থী দলগুলির সমীকরণে এই চিড় ঘটনাপ্রবাহে অন্য মোড় আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুটানে কড়াকড়ি, বাজারে অরুণাচলের মদ

সমীর দাস

কালচিনি, ২৪ মার্চ : কথায় বলে, কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। ভুটান সীমান্তে প্রশাসনের কড়াকড়ি সুযোগ করে দিচ্ছে অরুণাচলপ্রদেশকে। ভুটানি মদের বাজার দখল করছে অরুণাচলের মদ। অসম সীমানা দিয়ে সেই মদ জেলায় ঢুকছে দেদারে।

আবগারি দপ্তরের কড়াকড়িতে প্রথমে খানিকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল অবৈধ মদের কারবারিরা। কারবারে 'লোকসান' এড়াতে তাই তাদের নজর পড়ে অরুণাচলপ্রদেশের মদের ওপর। ভুটানি মদ ও অরুণাচলপ্রদেশের মদের কারবারে পাচারকারীদের লাভের মার্জিনও নাকি প্রায় একই রকম।

শনিবার রাতে নিমতি-দোমোহনি থেকে প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার যে মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা এসেছে অরুণাচলপ্রদেশ থেকেই। আর তারপরেই তদন্তে নেমে এই তথ্য হাতে এসেছে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের।

যদিও কালচিনি ব্লকের একেবারে পাশে রয়েছে ভুটান সীমান্ত। আর অরুণাচলপ্রদেশের সীমানা এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। তাই সেখান থেকে মদ পাচারে ভুটানের তুলনায় সময় বেশি লাগছে। তবে কারবারিদের তাতে আপত্তি নেই। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে এই অবৈধ মদের দামের প্রসঙ্গ। ডুয়ার্সের চা বলয়ে কিছুদিন আগে অবধিও ভুটানি মদের একচেটিয়া রমরমা ছিল। এর অন্যতম কারণ হল, সেদেশে তৈরি মদের দাম অনেকটাই কম। চা বাগানের শ্রমিকদের রোজগারও কম। তাই সস্তার মদ কিনতে তাদের আগ্রহ বেশি। আর অরুণাচলপ্রদেশে তৈরি মদের দামও ভুটানি মদের দামের প্রায় সমতুল্য। এরাজ্যের তুলনায় অরুণাচলপ্রদেশের মদের দাম প্রায় অর্ধেক। সেখান থেকে মদ নিয়ে এসে এরাজ্যে বৈধ মদের তুলনায় অনেকটাই কম দামে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারছে কারবারিরা। ফলে তাদের লাভের মার্জিন তো ঠিকই থাকছে। আবগারি দপ্তরের কড়াকড়িতে ভুটানি মদের বিকল্প খুঁজছিল মদ পাচারকারীরা। সেই সুযোগ করে দিয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ।

তদন্তে তথ্য

- ভুটান সীমান্তে কড়াকড়ির জেরে বিকল্প পথের খোঁজ
- অসম সীমানা দিয়ে ঢুকছে অরুণাচলপ্রদেশের মদ
- দুই জায়গার মদের কারবারে লাভের মার্জিন প্রায় এক
- করোনার সময় ভুটানি মদের বাজার দখল করেছিল অরুণাচলের মদ

কীভাবে এরাজ্যে ঢুকছে অরুণাচলপ্রদেশের মদ? অরুণাচল থেকে অসমে মদ নিয়ে আসায় বিধিনিষেধ নেই। তবে অসম থেকে এরাজ্যে মদ নিয়ে আসায় বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই অসম সীমানা পার করে এরাজ্যে মদ নিয়ে আসতে গেলে তা করতে হবে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের চোখ এড়িয়ে। এখানেই সমস্যায় পড়েছে কারবারিরা। তাদের প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার মদবোঝাই ট্রাক ধরা পড়ে যাওয়ায় আপাতত পিছু হটেছে। ধাপে ধাপে সেই মদ গুদামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তা বানচাল হয়েছে। তবে অরুণাচলপ্রদেশ থেকে অসম হয়ে কালচিনি অবধি সবার নজর এড়িয়ে সেই মদ কীভাবে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

আবগারি দপ্তরের নজর রয়েছে কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগান সংলগ্ন এলাকার এক অবৈধ মদের কারবারির দিকে। এছাড়াও হাসিমারা ও নাগরাকাটার দুজন মদের কারবারিকেও নজরে রেখেছেন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। যদিও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনছেন না তাঁরা। আবগারি দপ্তরের বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি সোমবার বলেন, 'এই ঘটনায় যুক্তদের নজরে রাখা হয়েছে।'

কোষ সংরক্ষণ

প্রথম পাতার পর

ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক মেঘলা চিতার সংখ্যা ১০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে মায়ানমারে ২৭৯টি মেঘলা চিতার ৩০১টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল। যার মধ্যে চামড়া, হাড়গোড় বেশি ছিল। এই মেঘলা চিতার চামড়া দিয়ে গরম পোশাক তৈরি করা হয়। এই পোশাকের চাহিদা মূলত চিন এবং থাইল্যান্ডে রয়েছে। তাই এই প্রাণীটিকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে চিড়িয়াখানা, ব্রিডিং সেন্টার, রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টার, জেনেটিক ব্যাংকে আর কী পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন তা জানতে তিনদিনের সফরে পাহাড়ে গিয়েছেন বনমন্ত্রী। প্রথমে চিড়িয়াখানা ভিজিটের পর তিনি তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গৌরীবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে যান।

সদ্যোজাতকে ঘরে নিতে ভিড়

প্রথম পাতার পর

তার নাড়িটি কাটা থাকলেও বেশকিছু জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'বাচ্চাটির ওজন ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। বর্তমানে সে সুস্থই আছে। তবে হাসপাতালে তাকে আরও দু'-তিনদিন রাখা হবে।'

নবজাতকের উদ্ধারের খবর পেয়েই এদিন হাসপাতালে যান পূর্ব সিঙ্গিজানি এলাকার বেশ কয়েকজন মহিলা, পুরুষ সহ নিঃসন্তান দম্পতি। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে শিশুটিকে তাঁরা দেখেন। আর তারপরেই দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখান। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন পুরুষ ও মহিলা ঠায় হাসপাতালের সামনে বসেছিলেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুমতি বর্মন বলেন, 'আমার দুই মেয়ে। তারা এখন বড় হয়েছে। আমি তাই এই শিশুটিকে নিতে চাই। আমি ওকে মাতৃত্বের স্বাদ দিতে চাই। এর জন্য প্রশাসনের সব স্তরে আমি যেতে রাজি আছি।' এলাকার বাসিন্দা নিঃসন্তান রমণী বর্মন বলেন, 'আমার কোনও সন্তান নেই। এদিন উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে আমাকে দিলে আমি ওকে মানুষ করব।'

এদিকে, এলাকার দুই মহিলা গঙ্গা বর্মন ও টুম্পা বর্মন, যাঁরা শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও তাকে ঘরে নিতে চাইছেন। এজন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, ওই সেপটিক ট্যাংকের ওপর কী করে সদ্যোজাত এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খতিয়ে দেখতে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। থানার ওসি কাজল দাস বলেন, 'আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

মদ বিক্রি

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে আবাসিকদের দেদারে মদ বিক্রি করা হয়। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক মদ বিক্রির সময় ১৫ বোতল মদ সহ ক্যান্টিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

পুণ্ডিবাড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ এসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। ক্যান্টিনের গাড়িটিও নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা আধিকারিক সোমবার ওপরমহলকে গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার গোটা বিষয়টি জানিয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস দাস বলেন, 'গত ২১ থেকে ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবীনবরণ উৎসব পালিত হয়। সেই সময় ক্যান্টিন থেকে ২০০-রও বেশি বোতল মদ বিক্রি হয়েছে।

এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিকও যুক্ত রয়েছেন। এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে এ ধরনের ঘটনার কথা শোনা গেলেও এবার সেই কলঙ্ক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও পড়ল। ঘটনায় প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক বাজানো হয়েছে বলে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা সেখানে গিয়ে মাইক বাজানো থামাতে বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেশার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অত্যাচার বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

প্রথম পাতার পর

'প্রতিদিনই কাঁটাতারের ওপারে ফসল ও যন্ত্রপাতি লুঠ করছে ওই বাংলাদেশিরা। পাম্পসেট তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এনিয়ে অশান্তিও হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সীমান্তের বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। অথচ আমাদের পাশে কেউ নেই।'

নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে যাতায়াতের রাস্তা বলতে কাঁটাতারের গেট। যা দিনের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে খোলা থাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের দিকে কাঁটাতার না থাকায় অবাধে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে হামলা করছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। অসামাজিক কাজকর্ম ও পাচারও চলছে অবাধে।

মন্ত্রীর পোস্টের পরই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার বিকেলে নোটাফেলায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএসএফের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে প্রশাসন। দিনহাটার এসডিও বিধু শেখর, এসডিপিও ধীমান মিত্র, দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাং প্রমুখের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এসডিপিও ধীমান জানান, বিএসএফের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি তাঁরা বিজিবির নজরে এনেছেন। ভারতীয়রা যখন চাষাবাদের জন্য কাঁটাতারের ওপারে যাবেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাসও দিয়েছে বিএসএফ।

নর্দমার ভাঙা ঢাকনা যেন মৃত্যুফাঁদ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধার মাঝ বরাবর এশিয়ান হাইওয়ে এলাকার লাইফলাইন। ব্যস্ত এই রাস্তা দিয়ে চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় কোচবিহার জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত ওয়্যারহাউসের সামনে ড্রেনের ঢাকনা ভেঙে তৈরি হয়েছে মরণফাঁদ। ফলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। অভিযোগ, গত বছর ওয়্যারহাউসের নির্মাণকাজ চলার সময়ই নির্মাণকর্মীদের ট্রাকের ধাক্কায় ঢাকনা ভেঙে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর তা সারানো হয়নি।

ওই এলাকার এক ভাতের হোটেলের মালিক স্বপন রায় বলেন, 'ঢাকনা ভেঙে যাওয়ার সময়ই নির্মাণকর্মীদের তা ঠিক করে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। ওয়্যারহাউসের কাজ শেষ হলে ঠিক করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে সেটা আর ঠিক করা হয়নি।' কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা বর্মনের কাছে এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ড্রেনের ঢাকনা ভেঙেছে।

খোলা হাইড্রেনে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনাও ঘটছে। ব্যবসায়ী স্বপনের কথায়, 'গোরু বা ছাগল ড্রেনের ভাঙা জায়গায় পড়ে যায়। আমরাই আবার তোলার ব্যবস্থা করি। এছাড়া আমার দোকানে মানুষ এলেও যে কোনও সময়ে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।' এছাড়া ওই এলাকার কাছেই চ্যাংরাবান্ধা বিদ্যুৎ দপ্তর ও মেখলিগঞ্জ ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অফিস রয়েছে। ফলে ওই পথে প্রতিনিয়ত প্রচুর মানুষ যাতায়াত করে। স্থানীয় এক বাসিন্দা ললিতা ঘোষ বলেন, 'এই রাস্তার ধার দিয়েই আমার মেয়ে স্কুলে যায়। ড্রেনের ঢাকনা ভেঙে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তাই মেয়ে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত সবসময় চিন্তায় থাকি।'

বিডিও অরিন্দম মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমি লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে পদক্ষেপ করা হবে।'

ডাম্পিং গ্রাউন্ড

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পরবর্তীতে সেখানে কে বা কারা আবর্জনা ফেলছে তা জানি না।' শহর সংলগ্ন বকুলতলা এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। শহরের আবর্জনা সংগ্রহ করে সেখানেই ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে শহরের বুকে রাজবাড়ির মতো ঐতিহ্যশালী পর্যটনস্থলের পিছনে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির প্রয়োজনীয়তা পড়ল কেন সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

রবিবার ম্যাচের মাঝে খলিল আহমেদ ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে কিছু আদানপ্রদান করতে দেখা যায়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

বল বিকৃতির অভিযোগ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে

চেন্নাই, ২৪ মার্চ : আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো'।

চেন্নাই সুপার কিংস জিতলেও মাত্র ১৫৫ রানের পুঁজি নিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই চালিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলাররা। বোলিংয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথমবার আইপিএলে খেলতে নামা কেরলের মালপ্পুরমের অখ্যাত স্পিনার ভিগনেশ পুথুর।

সিনিয়ার পর্যায়ে কোনও ঘরোয়া ম্যাচ খেলেননি এখনও। গতবছর কেরল ক্রিকেট লিগে আলেপ্পি রিপলস-এর হয়ে খেলার সময় মুম্বইয়ের স্কাউটদের নজরে পড়ে যান। সাফল্য পেয়েছেন কর্ণাটক ক্রিকেট লিগেও। সেখান থেকে মেগা নিলামে সোজা আইপিএলের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দলে শামিল। চেন্নাইয়ের কাছে মুম্বই হারলেও অভিষেক ম্যাচেই মন জিতে নিলেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সাজঘরে নীতা আম্বানিকে প্রণাম ভিগনেশ পুথুরের।

বাবা পেশায় অটোচালক। নিজেও ক্রিকেট কেরিয়ারেও সেভাবে কিছু করে উঠতে পারেননি। কেরলের অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেই আটকে গিয়েছে তাঁর কেরিয়ার। স্থানীয় লিগগুলিতে খেলে বেড়ান। সঙ্গে ক্লাব ক্রিকেট। সেখান থেকে একেবারে আইপিএল সংসারে স্বপ্নের অভিষেক।

চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় সহ মাঝের ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে মুম্বইকে লড়াইয়ে ফেরান। ভিগনেশের (৩২/৩) বোলিংয়ের সুবাদে একপেশে চেন্নাইয়ের জয়ের স্ক্রিপ্ট বদলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবদের সামনেও। শেষরক্ষা না হলেও ম্যাচের পর স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অধিনায়ক সূর্য।

রবি শাস্ত্রীর কথায়, ধোনির পিঠ চাপড়ানি যে কোনও উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে বড় পুরস্কার। বাইশ গজে দুর্দান্ত অভিষেক, মাহির প্রশংসা, ভিগনেশের জন্য যথার্থ অর্থেই স্বপ্নের দিন। প্রশংসা করতে গিয়ে নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার বলেও দিলেন, কেরলের অখ্যাত স্পিনার তাঁকে এরাপল্লি প্রসন্ন, বিষেণ সিং বেদির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সূর্যদের প্রাপ্তি অটোচালকের ছেলে

পরাজিত দলের 'ট্রাজিক হিরো' ভিগনেশের প্রশংসা, চেন্নাইয়ের এল ক্লাসিকো জয় ছাপিয়ে বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠছে ম্যাচ ঘিরে।

কেরিয়ারের প্রথম আইপিএল ম্যাচে ভিগনেশ ৩২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

কাঠগড়ায় খোদ হলুদ ব্রিগেডের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও বোলার খলিল আহমেদ। দাবি, বলে বিকৃতি ঘটানোর জন্য খলিল আর রুতুরাজের মধ্যে কিছু আদান-প্রদান হয়েছে। যে ছবি নাকি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে খলিল তাঁর প্যান্টের বাম পকেট থেকে কিছু একটা বের করে রুতুরাজকে দিচ্ছেন। বল তখন রুতুরাজের হাতে। ক্যামেরার উলটো দিকে দুইজনেই। ফলে কী দিচ্ছেন তা পরিষ্কার নয়। তবে প্রশ্ন, খলিল পকেট থেকে বের করা বস্তুটি দিয়েই কি রুতুরাজ বলের চেহারা বদলেছেন?

সামাজিক মাধ্যমে অপর একটি ভিডিওয় আবার পালটা দাবি। যেখানে বলা হয়েছে বোলিংয়ের আগে হাতের আংটি খুলে খলিল তা রুতুরাজকে দেন। সেই আংটিই রুতুরাজ নিজের পকেটে রাখেন। অবশ্য আসল সত্যিটা কী, তা এখনও পরিষ্কার নয়। যা বিতর্কে আরও বেশি করে ঘি ঢালছে।

মাহির উইকেটকিপিংয়ে মুগ্ধ সূর্যকুমার-বাউচাররা

বিরাট-বার্তা গোপন রাখতে চান ধোনি

চেন্নাই সুপার কিংসের জয়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মা।

চেন্নাই, ২৪ মার্চ : 'মাহি হ্যায় তো মুমকিম হ্যায়'।

তেতাল্লিশের মহেন্দ্র সিং ধোনি গতকাল ফের তা আরও একবার বোঝালেন। ব্যাট হাতে নামলেও রান করার সুযোগ পাননি। উইনিং বাউন্ডারিতে ম্যাচে ইতি টেনে দেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে তার আগে উইকেটকিপারের দায়িত্বে চেনা ঝলক, ক্ষিপ্রতা। বুঝিয়ে দিলেন চল্লিশের চালশেমি তাঁকে কাবু করতে পারেননি।

দুর্দান্ত স্টাম্পিংয়ের সঙ্গে মাহির স্পেশাল ডিআরএস কল। লো স্কোরিং ম্যাচে ছেয়ে থাকলেন। চার উইকেট নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে প্রায় একাই শেষ করে দেওয়া চেন্নাইয়ের আফগান স্পিনার নুর আহমদ বলেও দিলেন, সূর্যকুমার যাদবের উইকেটের কৃতিত্বও মাহিভাইয়ের প্রাপ্য।

মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা মার্ক বাউচারের কথায়, এই বয়সে এমএস যা করছে তা আদপে রূপকথা। অবিশ্বাস্য। স্টাম্পিংয়ে এখনও সবার থেকে এগিয়ে ধোনিই। ওর বিকল্প কেউ নেই। রি-অ্যাকশন টাইমিং ছিল ০.১২ সেকেন্ড। সেটাই যথেষ্ট ছিল ধোনির জন্য। ম্যাচের পর যা নিয়ে প্রশংসা করেন সূর্যও।

> মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো-সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

আইপিএলে ফের মাহি-ম্যাজিকে যখন ক্রিকেটমহল মুগ্ধ, তখন ধোনির মুখে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কথা। ম্যাচের পর সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধোনি দাবি করেন, তিনি মোটেই দল চালাচ্ছেন না। ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্ত অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ই নিচ্ছেন। অযথা এই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

বলেছেন, 'দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রুতুরাজ। ঠান্ডা মাথার ছেলে। অধিনায়ক হিসেবে ওকে বেছে নেওয়ার এটাই কারণ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে রুতুরাজকে বলেও দিই, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে থাকব। আর আমি পরামর্শ দিচ্ছি বলেই তা মেনে চলতে হবে এমনটা নয়।' রুতুরাজের পাশে দাঁড়িয়ে ধোনি আরও বলেন, 'মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো—সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।'

বিরাট কোহলির সঙ্গে সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। জানান, শুরুর দিকে মূলত ক্রিকেট বিষয়ে ভাবনার বিনিময় হত। সম্পর্কটা ছিল অধিনায়ক ও দলের তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মতো। সময় যত এগিয়েছে, তা গাঢ় হয়েছে। বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এখনও তা অটুট। অটুট সিনিয়ার-জুনিয়ার শ্রদ্ধার জায়গাও।

ক্রিকেট ছাড়ার পরও 'বন্ধুর' খারাপ সময়ে পাশে থেকেছেন। বিরাটও বলেছেন, একমাত্র ধোনিই তাঁকে মেসেজ করেছিলেন কঠিন সময়ে। কী লিখেছেন বার্তায়? কী কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে? ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যা জানার উৎসাহ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ মাহি। সাফ কথা, তিন বছর এই নিয়ে মুখ খোলেননি। আগামী দিনেও খুললেন না। দুজনের কথা, দুইজনের মধ্যেই থাকুক।

মাহির কথায়, চেন্নাই সুপার কিংসের সতীর্থরাও তাঁকে এসে মনের কথা বলে। তাঁরা জানেন, সেই কথা বাইরে আসবে না। তৃতীয় কেউ জানবে না। এই বিশ্বাসটা গুরুত্বপূর্ণ। বিরাটের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কেউ, তা কোনওভাবে ভাঙতে রাজি নন।

সিউ সেলিব্রেশনে কথা রাখলেন রোনাল্ডো

সেমিফাইনালে মুখোমুখি
৪ জুন » জার্মানি বনাম পর্তুগাল
৫ জুন » স্পেন বনাম ফ্রান্স

লিসবন ও ডর্টমুন্ড, ২৪ মার্চ : কথা রাখলেন। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ফিরতি লেগে গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে উয়েফা নেশনস লিগ সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল পর্তুগাল।

শেষ চারের ছাড়পত্র পেল জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেনও। জুনের প্রথম সপ্তাহে শেষ চারের ম্যাচে স্পেন খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। গত বছর ইউরো কাপে সেমিফাইনালের লড়াইতে এই স্পেনের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ফরাসিদের। আর যে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল তাদের হারিয়েই ২ বছর আগে নেশনস লিগের খেতাব ঘরে তুলেছিল স্পেন।

রবিবার রাতে পর্তুগাল-ডেনমার্ক ম্যাচের তখন ৭১ মিনিট অতিক্রান্ত। কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পর্তুগাল। সেই সময় গোল করলেন সিআর সেভেন। সমতায় ফেরালেন দলকে। সমর্থকদের থেকে আরও একবার নায়কের সম্মান পেলেন। নাহলে ম্যাচ যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে খলনায়কও হতে পারতেন তিনি।

ম্যাচের একেবারে শুরুতেই পেনাল্টি নষ্ট করেন ক্রিশ্চিয়ানো। পর্তুগালকে ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে দেয় ডেনমার্কের আত্মঘাতী গোল। ৫৬ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন রাসমাস ক্রিশ্চানসেন। এরপর ৭২ মিনিটে রোনাল্ডোর গোল। সঙ্গে নিজস্ব 'সিউ' সেলিব্রেশন ফিরিয়ে দিলেন রাসমাস হোজলুন্ডকে। ৭৬ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের গোলে দুই লেগ মিলিয়ে ফের এগিয়ে যায় ড্যানিশরা। ৮৬ মিনিটে ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও তা শোধ করেন। নির্ধারিত সময়ের শেষে দুই লেগ মিলিয়ে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-৩। ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় অতিরিক্ত সময়ে ট্রিনকাও ও গঞ্জালো র‍্যামোসের করা গোলে।

ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। করলেন সিউ সেলিব্রেশন।

একনজরে কোয়ার্টারের ফল

জার্মানি ৩-৩ ইতালি
(দুই লেগ মিলিয়ে জার্মানি জিতল ৫-৪ গোলে)

পর্তুগাল ৫-২ ডেনমার্ক
(দুই লেগ মিলিয়ে পর্তুগাল জিতল ৫-৩ গোলে)

স্পেন ৩-৩ নেদারল্যান্ডস
(দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৫, টাইব্রেকারে জয়ী স্পেন)

ফ্রান্স ২-০ ক্রোয়েশিয়া
(দুই লেগ মিলিয়ে ২-২, টাইব্রেকারে জয়ী ফ্রান্স)

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ইতালির মুখোমুখি হয় জার্মানি। সেই ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। ম্যাচের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাপট দেখায় জার্মানরা। গোল করেন জোশুয়া কিমিচ, জামাল মুসিয়ালা ও টিম ক্লেইডেয়েনেস্ট। মনে হয়েছিল বড় হার অপেক্ষা করছে আজুরিদের জন্য। দ্বিতীয়ার্ধে সেই ভুল ভাঙলেন মোয়েস কিন। একাই দুইটি গোল করেন। সংযুক্তি সময়ে ইতালিকে সমতায় ফেরান গিয়াকোমো রাসপাদোরি। কিন্তু হলে কী হবে, প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে যায় জার্মানি।

কোয়ার্টারের বাকি দুই ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। নেদারল্যান্ডস-স্পেন ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা থাকে। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রথম লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। ফিরতি লেগেও ছয় গোলের থ্রিলার। ১২০ মিনিটের শেষে স্কোরলাইন ৩-৩। টাইব্রেকারেও জোর টক্কর চলল। শেষ পর্যন্ত ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন জিতল ৫-৪ গোলে। অন্যদিকে, প্রথম লেগে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। ফিরতি লেগে ক্রোটদের একই ব্যবধানে হার ফিরিয়ে দেয় ফরাসি ব্রিগেড। ৫-৪ ব্যবধানে সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে জিতে বাজিমাত ফ্রান্সের।

সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ

ঢাকা, ২৪ মার্চ : সোমবার ৩৮-এ পা দিলেন সাকিব আল হাসান। জন্মদিনেই তারকা অলরাউন্ডারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ দিল আদালত। সাকিবের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার চেক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর একটি চেক প্রতারণার মামলায় বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার ছাড়াও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে সমন জারি করে আদালত। গত ১৮ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়। তা অমান্য করায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। জানা গিয়েছে, সাকিবের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের অর্থ ঋণ নেয়। পরে তা পরিশোধের জন্য দুইটি চেক ইস্যু হলেও দেখা যায় তাদের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এরপরই আইনি নোটিশ পাঠানো হয় ব্যাংক থেকে। ৩০ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও উত্তর মেলেনি। শেষমেশ আদালতে মামলা করা হয়। তার জেরেই সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ ঢাকার আদালতের।

'বি' গ্রেডে রিচা

মুম্বই, ২৪ মার্চ : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় রিচা ঘোষ 'বি' গ্রেডে রয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ফিনিশারের ভূমিকায় জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন রিচা। সদ্যসমাপ্ত উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগও তাঁর ভালো গিয়েছে। রিচার সঙ্গে একই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জেমিমা রডরিগেজ ও শেফালি ভার্মা। গ্রেড 'এ'-তে রয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর, সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ও দীপ্তি শর্মা। সবমিলিয়ে ১৬ জনকে এবার কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

আইপিএলে আজ
গুজরাট টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে টাইগার উডস।

নয়া সম্পর্কে টাইগার উডস

ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ : নতুন সম্পর্কে জড়ালেন কিংবদন্তি মার্কিন গলফার টাইগার উডস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। রবিবার নিজেই নতুন সম্পর্কের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিকমাধ্যমে ভেনেসার সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে টাইগার উডস লিখেছেন, 'ভালোবাসা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং তুমি সঙ্গে থাকলে জীবন আরও সুন্দর হয়।' সাধারণত নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা টাইগারের ঘোষণা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে সারা বিশ্বে। ২০১৮ সালে ভেনেসার সঙ্গে ট্রাম্প-পুত্রের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে ২০০৯ সালে স্ত্রী এলিন নর্ডেগ্রেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় টাইগার উডসের।

গিলের বিরুদ্ধে শুরু শ্রেয়সের নয়া সফর

আহমেদবাদ, ২৪ মার্চ : নতুন মরশুম। নতুন শুরু।

মঙ্গলবার নয়া অভিযানে মুখোমুখি গুজরাট টাইটান্স-পাঞ্জাব কিংস। ২০২৪-র ব্যর্থতা ঝেড়ে শুভমান গিলের গুজরাট বদ্ধপরিকর ঘুরে দাঁড়াতে। অক্সিজেন জোগাচ্ছে জস বাটলারদের মতো একঝাঁক তারকার উপস্থিতি।

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ব্যর্থ টিম পাঞ্জাবকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার-রিকি পন্টিং জুটি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক শ্রেয়স। শ্রেয়সের চ্যাম্পিয়ন লাক এবার পাথেয় প্রীতি জিন্টাদের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে হেডকোচ পন্টিংও জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রেয়সের হাতে ট্রফি দেখতে চান।

তরুণ তারকা প্রিয়াংশ আর্যকে টিপস দিচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং। আহমেদাবাদে সোমবার।

প্রভসিমরন সিং, শশাঙ্ক সিং, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত ব্রারকে বাদ দিলে বাকিরা সব নতুন। পন্টিং চান, তার নয়া আর্মিকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তুলতে। যে অঙ্ক মেলাতে মূল অস্ত্র গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, মার্কো জানসেন, জোশ ইনগ্লিস, যুযবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসনরা।

গুজরাট অপরদিকে শুভমান গিল (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন, রশিদ খান, রাহুল তেওয়াটিয়াদের ধরে রাখে। আশিস নেহেরাদের (হেডকোচ) তুরুপের তাস বোলিং। পেস ব্রিগেডে কাগিসো রাবাদা, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা। স্পিনে রশিদের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল তেওয়াটিয়া। পেস-স্পিনের সঠিক ভারসাম্য, বৈচিত্র্য।

গতবার পাওয়ার প্লে-কে কাজে না পারা বিপক্ষে গিয়েছে গুজরাটের। ওভার পিছু রান তোলার গতি ছিল ৭.৪১। এবার শুরুর টক্করে ঝড় তুলতে বদ্ধপরিকর। যে কাজে মূল ভরসা বাটলার। মাঝে কিউয়ি অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস। সুন্দর, তেওয়াটিয়াদের উপস্থিতি ব্যাটিং গভীরতাও বাড়িয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ এক্স ফ্যাক্টর। গতবছর একাধিক লো স্কোরিং ম্যাচ যেমন হয়েছে, তেমনই হাইস্কোরিং দ্বৈরথও দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করা জরুরি। কাল কোন দলের ব্যাটাররা সেই মুনশিয়ানা দেখায়, তা গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, তারকাদের ভিড়ে পাঞ্জাব কিংস সংসারে আলোচিত নাম প্রিয়াংশু আর্য। দিল্লির এই ওপেনারের বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই খবরের শিরোনামে। গত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে সর্বাধিক রানও করেছেন। অপেক্ষা এবার নিজের প্রথম আইপিএলে ছাপ রাখা।

৩.৮ কোটির চমক দরে পাঞ্জাবে যোগ দেওয়া প্রিয়াংশু বলেও দিচ্ছেন, রিকি পন্টিং স্যারের পরামর্শকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। সাজঘরে স্যার যখন কিছু বলেন, ঘোরের মধ্যে থাকেন। মনে হয় স্বপ্ন দেখছেন। বিশ্বাস, প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে দল ও পন্টিং স্যারের আস্থার মর্যাদা রাখতে পারবেন।

হকি দলকে আর্থিক পুরস্কার বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : ক্যালকাটা হকি প্রিমিয়ার লিগ জয়ী দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সোমবার বিকেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রীতি মেনে ক্লাব প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন বাগান কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন লিগ চ্যাম্পিয়ন হকি দলের কোচ সিমরানজিৎ সিং, ম্যানেজার গুরমিত সিং সহ সাপোর্ট স্টাফরা। খেলোয়াড়দের মধ্যে নীতীশ নেউপানে ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এছাড়া প্রাক্তন ফুটবলার আব্দুল খালেকও উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত হকি দলকে ১.৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পরে ক্লাব সচিব বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে ফুটবল, ক্রিকেটের মতো হকিতেও যুব উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা। তবে তার আগে পুরোপুরিভাবে ঘাসের মাঠের পরিবর্তে অ্যাস্ট্রোটার্ফে হকি খেলা চালু হোক। তারপর যুব উন্নয়ন নিয়ে আমরা কাজ করব।'

সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাব পরিদর্শনে আসেন নির্বাচন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়। তিনি জানিয়েছেন, সংবিধান মেনেই ক্লাবে নির্বাচন হবে।

হামজাকে গুরুত্ব দিলেও ভীত নয় ভারত

সেরাটা দিয়ে বাংলাদেশকে হারাতে প্রস্তুত সুনীলরা

লেস্টার সিটির প্রাক্তন তারকা হামজা চৌধুরীকে নিয়ে মেতে রয়েছে বাংলাদেশ।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মার্চ : গত দেড় বছরে ভারতীয় ফুটবল দলের যা পারফরমেন্স, তা মেরামত করতে হলে মঙ্গলবার জিততেই হবে সুনীল ছেত্রী-সন্দেশ ঝিংগানদের।

তবে, এই ম্যাচও যে একেবারেই সহজ হবে না, এটাও ভালোই বুঝছে, মানোলো মার্কুয়েজের দল। তবু যে কোনও লড়াইয়ের আগে যুযুধান দুই দলই জানান দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা প্রস্তুত। মানোলোও ঠিক সেটাই করলেন। বাংলাদেশ দলটা এবার আর হেলাফেলার নয়। বরং ইপিএলে কিছু ম্যাচ খেলা হামজা চৌধুরী সহ একাধিক ইউরোপে খেলা ফুটবলার রয়েছে তাদের দলে। তবু মানোলো বলছেন, 'প্রথম ম্যাচ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকটা ম্যাচের। তাই শুধুমাত্র গ্রুপ-সেরাই যোগ্যতা অর্জন করবে। মোট ছয় ম্যাচ খেলে আমাদের এক নম্বর হতে হবে। সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য আমরা তাই সেরা হতে চাই।' প্রসঙ্গত, পরবর্তী এশিয়ান কাপ, ২০২৭ সালে সৌদিতে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ 'সি'র দলগুলির মধ্যে ক্রমতালিকায় ভারতই (১২৬) এক নম্বরে। দলের অন্যতম সিনিয়ার সন্দেশ মনে করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বাড়তি তীব্রতা থাকেই। তাঁর মন্তব্য, 'একটা বিষয় আমরা জানি যে যখনই বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত মাঠে নামে তখন বাড়তি আবেগ, তীব্রতা ও উত্তেজনা থাকেই। সেটা ফুটবল হোক কী অন্য খেলা। তাই ভালো ফল করতে আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামব।' প্রতিপক্ষ কোচ জাভিয়ের কাব্রেরা বলেছেন, 'আমার দল অনেক উন্নতি করেছে। আশা করছি ভারতের কাজ আমরা কঠিন করে তুলতে পারব।' মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলে যাওয়া অধিনায়ক জামাল ভুইয়াঁ আবার এদেশে ফিরে এসে খুশি। তিনিও আশা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা ম্যাচের।

শিলংয়ের মাঠে এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে। ভারত অবশ্য গত ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলে এই মাঠের চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। সুনীল ওই ম্যাচেই প্রথম অবসর ভেঙে ফিরে আসেন ও গোল করেন। সন্দেশ তাঁর সতীর্থ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, 'সুনীলভাই এতই উচ্চমানের ফুটবলার যে শুধু বাংলাদেশ নয়, সব দলের বিরুদ্ধেই তিনি বিপজ্জনক।' এবারই প্রথম বাংলাদেশের জার্সিতে খেলবেন একসময়ে ইপিএলে খেলা হামজা। তিনি ঢাকায় পা দেওয়ার পর উন্মাদনা ছিল দেখার মত। তবে তিনি এত অল্প সময়ে দলের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন প্রশ্ন সেটাও। মানোলোর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'হামজা নিঃসন্দেহে একজন উচ্চমানের ফুটবলার। বিশেষ করে এশীয় মানে। এমন একজনকে পাশে পেলে সতীর্থরাও উজ্জীবিত হয়। তবে আমরা সবসময়ই প্রতিপক্ষের সেরা পারফরমেন্সের জন্য তৈরি থাকি। নিজেরা ভালো খেলতে পারলে জয় আসবেই।' মালদ্বীপের বিপক্ষে যে দল খেলেছে তাতে বড়সড়ো পরিবর্তন বলতে হয়তো এই ম্যাচে সেন্টার ব্যাক পজিশনে সন্দেশ ঢুকবেন। তবে ব্রান্ডন ফার্নান্ডেজের চোটের ফলে ১০ নম্বর পজিশনে কাকে খেলাবেন তা নিয়ে ভাবতে হবে মানোলোকে। সদ্য দলে ডাক পাওয়া ম্যাকারটন লুইস নিকসনকে তাঁর জায়গায় সুনীলকে শুরু করান কিনা সেটাই দেখার।

তবে দল যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য সামনে নেই গোটা দলেরই।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

ভারত বনাম বাংলাদেশ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** শিলং
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী। শিলংয়ে সোমবার।

নাইট সংসারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ চান বরুণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখন ইতিহাস। দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার 'চাক দে'র আমেজ এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে সেই আবহ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা। দুইজনই দুবাইয়ে রোহিত শর্মার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলে ছিলেন। বরুণ তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ভারতের খেতাব জয়ের পথ মসৃণ করেছিলেন। হর্ষিতও পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁরও অবদান রয়েছে। এহেন বরুণ-হর্ষিত চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁদের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নয়া অক্সিজেন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কীভাবে?

নাইটদের সমাজমাধ্যমে আজ দুপুরের দিকে একটি ভিডিও পোস্ট হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে বিমানের ভিতরেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন হর্ষিত-বরুণ। কীভাবে খেতাব জয়ের সাফল্য ধরে রাখার কথা ভাবছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে হর্ষিত তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে ট্রফি হাতে নিজের ছবি দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'এই ছবিটা আমার জীবনে চিরকালীন হতে চলেছে।' হর্ষিতকে ছাপিয়ে এককদম এগিয়ে নাইটদের রহস্য স্পিনার বরুণ তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী পুরো দলের ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এমন স্মৃতি কখনও ভোলা যায় নাকি। যতদিন মস্তিষ্ক সচল থাকবে, দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতিও থেকে যাবে।'

গত সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর বিহুনৃত্যের মাধ্যমে কেকেআরের পুরো দলকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। হোটেলে পৌঁছানোর পর আজিঙ্কা রাহানেরা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের দিকেও নজর রেখেছিলেন। ঈশান কিষানদের বিরুদ্ধে রাজস্থান জিততে না পারলেও দল হিসেবে তাঁরাও যে পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, শিমরন হেটমেয়াররা। বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে গতরাতের ব্যাটিং তাণ্ডব ধরে রাখার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী রাজস্থান শিবির। আজ সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ থেকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেও গিয়েছেন সঞ্জুরা। রাজস্থানের ব্যাটিং আগ্রাসন নিয়েও দলকে আগামীর লক্ষ্যে চাঙ্গা করতেও নেমে পড়েছেন। রাতের দিকে গুয়াহাটি থেকে কেকেআরের একটি প্রভাবশালী সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবারের রাজস্থান ম্যাচের আগে একটু বেশিই সতর্ক হয়ে রয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ভুলের পুনরাবত্তি যেন ফের না ঘটে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। সঙ্গে নাইটদের অন্দরমহলে রয়েছে চাপ। তাছাড়া ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের মিডল অর্ডার ব্যাটিং যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেটাও উদ্বেগে রাখছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এমন উদ্বেগ কাটানোর লক্ষ্যেই আসরে নেমেছেন হর্ষিত-বরুণ। তাঁরা সতীর্থদের সঙ্গে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশে গুয়াহাটিতে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে বোলিং কোচ ভরত অরুণ দলের বোলারদের নিয়েও আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ক্লাস করেছেন। কুড়ির ক্রিকেটে আদর্শ লেংথ কী হতে পারে, তা নিয়েও চলেছে চর্চা।

নাইট সংসারে ভারতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ ফেরানোর যে উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ-হর্ষিতরা, বাস্তবে সেটা কতটা কাজে দেয়, তাই এখন দেখার।

ওয়ার্ম আপে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রামনদীপ সিংরা। খেললেন ফুটবল। স্পেনসার জনসন ব্যস্ত ফিটনেস ট্রেনিংয়ে। গুয়াহাটিতে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে ছাঁটাইয়ের দাবি

আর্চারকে 'কালো ট্যাক্সি' বলে বিতর্কে হরভজন

হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চ : ৪ ওভার বল করে ৭৬ রান দিয়েছেন।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে আইপিএল প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি জোফ্রা আর্চারের। দলের পেস ব্রিগেডের মূল অস্ত্র হলেও তিক্ত নজির গড়ে ফিরেছেন। সেই আর্চারকে ঘিরেই মন্তব্যের জেরে বিপাকে হরভজন সিং। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটারদের সামনে আর্চারের মার খাওয়া নিয়ে লন্ডনের কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টেনে আনেন প্রাক্তন স্পিনার।

কৃষ্ণাঙ্গ আর্চারের সম্পর্কে যে মন্তব্যের পর বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ হরভজনের বিরুদ্ধে। আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে অবিলম্বে ছাঁটাইয়ের দাবিও উঠছে সামাজিক মাধ্যমে। অভিযোগ, তুলনা টানতে গিয়ে কার্যত আর্চারের গায়ের কালো রংকেই তুলে ধরেছেন ভাজ্জি। এরজন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

হায়দরাবাদ ইনিংসের ১৮তম ওভারের ঘটনা। বল করছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের আর্চার। ব্যাটিংয়ে ঈশান কিষানের সঙ্গে হেনরিচ ক্লাসেন। ক্লাসেনরা আর্চারকে পেটাতে শুরু করলে তাঁর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টানেন হরভজন। বলেছেন, 'লন্ডনে কালো ট্যাক্সির মিটার দ্রুত দৌড়োয়। আর এখানে দ্রুত দৌড়োচ্ছে আর্চার সাহেবের মিটার।'

হরভজনের যে কটাক্ষ ভরা মন্তব্যের পরই বিতর্ক শুরু। সমালোচনার ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর্চারের গায়ের রং নিয়ে এহেন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের ক্ষমার দাবি তোলেন অনেকে। কারওর দাবি, ধারাভাষ্যকার প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

নেটিজেনদের মতে, ক্রিকেটারদের নিয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্যের জন্য ইরফান পাঠানকে আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হরভজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। বল এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টে। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ হরভজনকে নিয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৭৬ রান খরচ করেন জোফ্রা আর্চার।

সুপার কাপ নিয়ে চিন্তায় মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : ২ এপ্রিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে নামার কথা। কিন্তু ফুটবলাররা ফিরবেন তো?

উত্তরটা সাদা-কালো কর্তাদের কাছেও অজানা। অধিকাংশ ফুটবলারের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সুপার কাপে আদৌও দল নামাতে পারবে তো মহমেডান? এই পরিস্থিতিতে ক্লাবই বা কীভাবে খেলোয়াড়দের জোর দিয়ে ফেরার কথা বলবে! এদিকে, আইএসএলের দলগুলির জন্য সুপার কাপে খেলা বাধ্যতামূলক। নাহলে শাস্তির মুখেও পড়তে হতে পারে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। কর্তারাও চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। সোমবার বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচীর সঙ্গে ক্লাব প্রতিনিধিদের বৈঠকে বসার কথা ছিল। বিশেষ কারণে তা বাতিল করতে হয়। তবে ক্লাব এই সপ্তাহের মধ্যেই আলোচনায় বসতে চাইছে। শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তার পাশাপাশি কেন এতদিনের বেতন বাকি, বিনিয়োগকারীদের কাছে তার কৈফিয়ত চাইতে পারেন সাদা-কালো কর্তারা। এমনকি ক্লাবের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে শ্রাচীকে নিয়ে কর্তারা বেশ বিরক্ত। আগামী মরশুমের জন্য বিকল্প ভাবনাও তৈরি রাখতে চাইছেন তাঁরা।

জিতে শুরু মোহনবাগানের

মুম্বই, ২৪ মার্চ : জয় দিয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগে জাতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল সবুজ-মেরুনের ছোটরা। প্রথমার্ধের শেষদিকে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন শিবাজিৎ সিং। ৫৬ মিনিটে তামাং দোরজি পাসাংয়ের নিখুঁত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ভিয়ান মুর্গদ। ৭০ মিনিটে বাগান গোলরক্ষকের ভুলে একটি গোল শোধ করে মুম্বই।

শীর্ষস্থান ধরে রাখল ডায়মন্ড

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আই লিগ টু-র দ্বিতীয় ডিভিশনে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ডায়মন্ড হারবার। সোমবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ট্রাউকে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা ও শাইবরলাং খারপান। ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে খেতাবের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল কিবু ভিকুনার ছেলেরা।

বল বিকৃতির অভিযোগ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে
সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ
-খবর এগারোর পাতায়

পুরান-মার্শ ঝড়ে বেসামাল দিল্লি

ফুঁ দিয়েই যেন দিল্লি ক্যাপিটালস বোলিংকে উড়িয়ে দিলেন নিকোলাস পুরান।

ভাইজাগ, ২৪ মার্চ : উত্তাপ বাড়ছিল দুই দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও লোকেশ রাহুলের লড়াই নিয়ে। তবে মেঠো লড়াইয়ের বাইরে বাবা হওয়ার খুশির খবর দিলেন রাহুল। সোমবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন রাহুলের স্ত্রী আথিয়া শেট্টি। স্ত্রীর পাশে থাকতেই ম্যাচে ছিলেন না রাহুল।

রাহুল খুশির খবর দিলেও মাঠে তাঁর দল দিল্লি ক্যাপিটালস সমর্থকদের তেমন স্বস্তি দিতে পারল না। ভাইজাগে দিল্লির দ্বিতীয় ঘরের মাঠে প্রথম ইনিংসে ২০৯/৮ স্কোরে থামল লখনউ সুপার জায়েন্টস।

শুরুতে দিল্লির শক্তিশালী বোলিং লাইনআপকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন মিচেল মার্শ-নিকোলাস পুরান জুটি। দ্বিতীয় উইকেট তাঁরা ৪২ বলে ৮৭ রান জোড়েন। মার্শ তাঁর ৩৬ বলে ৭২ রানের ইনিংস সাজান ৬ ছক্কা ও ৬ বাউন্ডারিতে। অন্যদিকে, পুরান (৩০ বলে ৭৫) ছিলেন আরও খুনে মেজাজে। ভিপরাজ নিগমের (৩৫/১) সপ্তম ওভারে মার্শ ১টি ও পুরান ৩টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান। ট্রিস্টান স্টাবসকে ১৩তম ওভারে ৪ ছক্কার সঙ্গে একটি বাউন্ডারি মারেন নিকোলাস পুরান। মার্শকে ফিরিয়ে দিল্লি শিবিরে অক্সিজেন জোগান মুকেশ কুমার (২২/১)। খাতা খোলার আগেই ঋষভ পন্থকে তুলে নেন কুলদীপ যাদব (২০/২)। পরের ওভারেই মিচেল স্টার্ক (৪২/৩) ফেরান পুরানকে। পরপর উইকেট হারালেও ডেভিড মিলারের ১৯ বলে অপরাজিত ২৭ রানের সৌজন্যে লখনউ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে। ব্যাট হাতে না পারলেও বোলিংয়ে প্রথম ওভারেই জোড়া ধাক্কা দেন শার্দূল। ১ বলের ব্যবধানে তিনি ফিরিয়ে দেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (১) ও অভিষেক পোড়েলকে (০)। সেট হয়ে যাওয়ার পরও বড় রান পাননি ফাফ ডুপ্লেসিও (২৯)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ওভারে ১২ ওভারে ১০১/৫ স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিজে স্টাবস (২২) ও আশুতোষ শর্মা (১৬)।

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন রাহুল

মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত তামিম

ঢাকা, ২৪ মার্চ : ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। সোমবার মহমেডানের হয়ে শাইনপুকুরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। টসের পরেই বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তামিমকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার আগেই জ্ঞান হারান প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফলে ঝুঁকি না নিয়ে পুনরায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে প্রথমে তামিমকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর হৃদযন্ত্রে একটা সমস্যা রয়েছে। সেইজন্য দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আপাতত ৪৮ ঘণ্টা চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে থাকবেন তামিম। বাংলাদেশ তারকার চিকিৎসক রাজীব বলেছেন, 'বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। তামিম চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।' বাংলাদেশের প্রাক্তন ওপেনারকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মেহেদি হাসান মিরাজের মতো ক্রিকেটাররা। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। তামিমের সুস্থতা কামনা করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স সহ সারা বিশ্বের ক্রিকেট মহল।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তামিম ইকবালকে।

জিতল ইয়ুথ ক্লাব

ম্যাচের সেরা প্রিয়দর্শী রায়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ৩ উইকেটে শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগারকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শান্তিকুটির ৩৩.১ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। সৌমেন কুণ্ডু ৪৮ রান করেন। সন্তোষ বর্মন ৩২ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

জবাবে ইয়ুথ ৩০.১ ওভারে ৭ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রিয়দর্শী রায়ের অবদান ৩৪ রান। অমিত রায় ১৭ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। মঙ্গলবার খেলবে দিশা ক্লাব ও বিবেক সংঘ।

জিতল ২০১৭

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাই স্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১৭ ব্যাচ ৭৮ রানে হারিয়েছে ২০১০৯ ব্যাচকে । ২০১৭ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৪ রান তোলে। ২০১৯ জবাবে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ১০৬ রানে। ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ২০১৭ ব্যাচের হিরণ্ময় বিশ্বাস।

উত্তরের খেলা

জিতল কিংস, এসপি চ্যালেঞ্জার্স

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : দিনাজপুর প্রিমিয়ার লিগ শুরু হল সোমবার। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে সুপার কিংস বিধাননগর ২ উইকেটে হারিয়েছে আরকে প্যান্থার্সকে। প্যান্থার্স প্রথমে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫২ রান করে। রাহুল সাহার অবদান ৪০ রান। সায়ন্ত চন্দ ৪ ওভারে ১৮ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে বিধাননগর ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রণয়কুমার দাস ৩৬ রান করেন। প্রান্ত বিশ্বাসের শিকার ৪ উইকেট।

পরের ম্যাচে এসপি চ্যালেঞ্জার্স ৩২ রানে রায়গঞ্জ নাইটসের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। প্রথমে এসপি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। প্রদীপ সরকার রেখে এসেছেন ৩১ রান। বিবেক দাস ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নাইটস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে আটকে যায় ১৪৬ রানে। স্বরূপ চন্দ ৮৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা সৌভিক সরকারের শিকার ৬ রানে ২ উইকেট। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে আইডলস ও গৌরী সুপার কিংস এবং রায়গঞ্জ রয়্যালস ও সানলাইট স্পোর্টিং ক্লাব।

এপ্রিল-মে মাসে জেলা লিগ

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার জেলা ফুটবল লিগের নাম প্রত্যাহারের দিন ছিল সোমবার। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে জেলার কোনও ফুটবলার নাম প্রত্যাহার করেননি বলে জানিয়েছেন ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত। এই বছর এপ্রিল-মে মাসে শুরু হতে পারে জেলা ফুটবল লিগ। গত বছর ২৩টি ফুটবল দল অংশ নিয়েছিল। এবার চারটি নতুন দল খেলার জন্য আবেদন করেছে।